

শুক্রবার

৬ নভেম্বর ২০২৬
২১ কার্তিক ১৪৩৩
২৬ জামাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
রেজিঃ ডিএএইস ৭৩৩৯৬১৭
বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৫

সত্যের সন্ধানে অবিচল

খবর

www.khabor.com

Scan for visit Khabor.com



খেলাধুলা ১৫
বিরাটের ৩৮তম জন্মদিনে তার ১০ বিশ্বরেকর্ড

তথ্য-প্রযুক্তি ২৪
বড় হামলার শিকার ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম 'বাইন্যান্স'

আন্তর্জাতিক ১১
ড্রোন ভূপাতিত, ৪ তেল ট্যাংকার ধ্বংস হয়েছে

বিনোদন ২১
৫৩ পেরিয়ে ঐশ্বরিয়া



নীল ঢেউয়ে ভেসে গেল যুক্তরাষ্ট্র

সিনেট ও হাউজের পুনর্দখল ডেমোক্র্যাটদের

শিব্বীর আহমেদ



ওয়াশিংটন ডিসি ড় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বড় ধরনের ক্ষমতার পালাবদল ঘটিয়ে ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টিকে বড় ব্যবধানে পেছনে ফেলে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদদুদুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন ডেমোক্র্যাটরা। একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের গভর্নর নির্বাচনেও রিপাবলিকানদের কাছ থেকে পদ ছিনিয়ে নিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা। মঙ্গলবার, ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন 'ব্লু ওয়েভ' বা নীল ঢেউ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বুধবার ৪ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত ফলাফল এবং নির্বাচনী হিসাব অনুযায়ী, ১০০ সদস্যের সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে থাকা দুই স্বতন্ত্র সদস্যসহ তাদের ককাসের আসনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের আসন ৪৪। আরো দুটি আসনের ফলাফল চূড়ান্তভাবে ঘোষণা বাকি আছে। নির্বাচনের আগে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সিনেটে এই পরিবর্তন ডেমোক্র্যাটদের জন্য বড় রাজনৈতিক সাফল্য। প্রতিনিধি পরিষদেও একই চিত্র। ৪৩৫ সদস্যের হাউজে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ২১৮টি আসন। প্রাথমিক ফলাফলে ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছেন ২২৮টি আসন, আর রিপাবলিকানরা পেয়েছেন ১৩৯টি। বাকি আসনগুলোর গণনা এখনো চলছে। ফলে দুই কক্ষেই ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিনেটের নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে রিপাবলিকানদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত একাধিক অঙ্গরাজ্যে। কানসাস, আইওয়া, টেক্সাস, ওহাইও, মেইন, নর্থ ক্যারোলাইনা ও সাউথ ক্যারোলাইনাড়এই সাতটি রাজ্যে রিপাবলিকানদের দখলে থাকা সিনেট আসন ডেমোক্র্যাটরা পুনরুদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে কানসাসে প্রায় এক শতাব্দী পর ডেমোক্র্যাট সিনেটর নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অ্যাডাম হ্যামিল্টন রিপাবলিকান সিনেটর রজার মার্শালকে পরাজিত করে রাজ্যটির

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

যে কোনো মূল্যে ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ঘোষণা

শেখ হাসিনার

ঢাকা

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভারতে নির্বাসনে থাকা অবস্থায়ও তিনি আগামী ডিসেম্বরে যে কোনো মূল্যে দেশে ফিরবেন। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভারত চলে যাওয়া শেখ হাসিনা বর্তমানে সেখানেই অবস্থান করছেন। দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছেন,

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

হামের টিকা কেনায় অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে কমিশন

৬০ কার্যদিবসে প্রতিবেদন

খবর

দেশে হামের টিকা সংগ্রহ ও বিতরণে বিলম্ব, অনিয়ম এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের কমিশন গঠন করেছে সরকার। সাবেক হাইকোর্ট বিচারপতি মামুনুন রহমানের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনকে আগামী ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। বুধবার (৪ নভেম্বর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

খেলাপি পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ছাড়

সিটি গ্রুপের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণসুবিধা

ঢাকা

খেলাপি পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ছাড়, সিটি গ্রুপের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণসুবিধা দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী সিটি গ্রুপের পাঁচটি ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ বিধিগত ছাড় দিয়ে ৩ হাজার কোটি টাকার চলতি মূলধন ঋণসুবিধা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। খাদ্যপণ্যের কাঁচামাল আমদানি, উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম সচল রাখার উদ্দেশ্যে এ বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আটটি ব্যাংকের যৌথ অংশগ্রহণে বা সিন্ডিকেট ঋণব্যবস্থার মাধ্যমে এই অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে। তবে ঋণসুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্ত, জামানত এবং ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা বহাল থাকবে। ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন অর্থায়নের সুযোগ দিতে ব্যাংক কোম্পানি আইনের নির্দিষ্ট বিধান থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়টি ব্যাংকিং খাতে নতুন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

৩৫ কোটি টাকার বেশি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ

ব্যবসায়ী সালাহউদ্দিন রিপনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

৭

২০০৭-২০০৮ থেকে ২০২০-২০২১ করবর্ষ পর্যন্ত তাঁর মোট গ্রহণযোগ্য বৈধ আয় ছিল ৮ কোটি ৫৪ লাখ ৬৪ হাজার ১৩৫ টাকা

ঢাকা

জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণভাবে ৩৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার বেশি সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলে রাখার অভিযোগে ব্যবসায়ী মো. সালাহউদ্দিন রিপনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কমিশনের অনুসন্ধানে তাঁর ঘোষিত সম্পদ, বৈধ আয় ও ব্যয়ের হিসাবে বড় ধরনের অসংগতি পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়েছে। বুধবার (৪ নভেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুদকের অভিযোগ অনুযায়ী, সালাহউদ্দিন রিপন তাঁর সম্পদ বিবরণীতে বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পদ অর্জনের উৎস হিসেবে ব্যবসার আয় উল্লেখ করলেও অনুসন্ধানে সেই আয়ের যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দুদকের অনুসন্ধানে সালাহউদ্দিন রিপনের নামে দায়দেনা বাদ দিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

ঢাকা মেডিকেলে দালালের দৌরাত্ম্য

হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

খবর ডেস্ক

দেশের অন্যতম বৃহৎ সরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাঁদের স্বজনদের হয়রানি, দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য এবং চিকিৎসাসেবায় নানা অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) হাসপাতালের জরুরি বিভাগ আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এসব অভিযোগ সরাসরি শুনেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

- হাসপাতালের আশপাশে সক্রিয় কিছু দালাল অসহায় মানুষকে বিভ্রান্ত করে
- সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা নিয়েও একাধিক অভিযোগ উঠে আসে

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে পোশাকশিল্পে অস্থিরতা

শতাধিক কারখানায় উৎপাদন বন্ধ

খবর ডেস্ক

দেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস তৈরি পোশাকশিল্পে নতুন করে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় শতাধিক পোশাক কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে পুলিশের বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকেরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভে অংশ নেন। শ্রমিকদের একাংশের দাবি, বর্তমানে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

বিশেষ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

সমুদ্রের গ্রাস থেকে নিউ ইয়র্ককে বাঁচাতে ২ বিলিয়ন ডলারের মহাপরিকল্পনা

শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক



প্রকৃতি যখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করে, তখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী শহরও কতটা অসহায় হয়ে পড়তে পারেড়ত্তার নির্মম সাক্ষী নিউ ইয়র্ক। ২০১২ সালের সেই অভিশপ্ত ৪৮ ঘণ্টায় হারিকেন স্যান্ডির তাণ্ডবে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪৪ জন নিউ ইয়র্কবাসী। অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল ২০ লাখ মানুষের জীবন। আর মুহূর্তের মধ্যে ছাই হয়ে গিয়েছিল ১৯ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ। সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্ক এবার আর প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। বরং শুরু করেছে এক অভাবনীয় 'জলবায়ু যুদ্ধ'। সমুদ্রের রাক্ষুসে ঢেউ আর ক্রমাগত বাড়তে থাকা পানির স্তরকে রুখে দিতে ম্যানহাটন উপকূলের বুক চিরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের (প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা) এক মহাপ্রকল্প। জাতিসংঘের এক সাম্প্রতিক সরেজমিন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই অতি-আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রোমাঞ্চকর বিবরণ, যা একাধারে বিজ্ঞান, স্থাপত্য এবং কোটি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার গল্প। এই মহাপরিকল্পনার সবচেয়ে জাদুকরী রূপ দেখা যাচ্ছে ম্যানহাটনের ঐতিহাসিক 'ইস্ট রিভার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬



GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7503

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3780 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

সম্পাদকীয়

মার্কিন নির্বাচনে বাংলাদেশি ও মুসলিমদের জয়

প্রতিনিধিত্বের নতুন অধ্যায়, দায়িত্বের নতুন পরীক্ষা

প্রবাসের রাজনীতিতে নতুন সম্ভাবনা; নির্বাচনী সাফল্যকে জনসেবার স্থায়ী অর্জনে রূপ দেওয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন শুধু ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের ঘটনা নয়; এটি দেশটির বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বহুধর্মীয় গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চারজন রাজনীতিকের বিজয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম প্রার্থীদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রবাসী সমাজে নতুন আলোচনা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে মিশিগান থেকে আবদুল এল-সায়েদের যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সিনেটর নির্বাচিত হওয়া মার্কিন রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়।

নিউ হ্যাম্পশায়ার, জর্জিয়া, কানেকটিকাট ও নর্থ ক্যারোলাইনায় চার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থীর বিজয়ের খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা হলেন আবুল খান, শেখ রহমান, মাসুদুর রহমান ও হাসিব ফাতেমী। তাঁদের মধ্যে একজন রিপাবলিকান এবং তিনজন ডেমোক্র্যাট। এই দলীয় বৈচিত্র্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরে–বাংলাদেশি-আমেরিকানদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কোনো একটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যদিকে মুসলিম নাগরিক অধিকার সংগঠন কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস বা ঈঅওজ এবং ঈঅওজ অপ্ররড়হ-এর ৫ নভেম্বরের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে অন্তত ৯৭ জন মুসলিম প্রার্থী ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে জয়ী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৮ জন অঙ্গরাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। আরও কয়েকটি আসনের ফল তখনো চূড়ান্ত হয়নি। ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সংগঠনটির হিসাবে ৮২ জন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। সেই তুলনায় এবারের অগ্রগতি তাৎপর্যপূর্ণ। তবে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার ঘটনা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সফলভাবে দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি এক নয়। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী জয় জনগণের আস্থার সূচনা; সেই আস্থার যথার্থতা নির্ধারিত হয় দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের নির্বাচনী এলাকার সব নাগরিকের কাছে দায়বদ্ধ। তাঁদের জাতিগত পরিচয়, ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা অভিবাসী পারিবারিক ইতিহাস ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও জনস্বার্থই প্রধান বিবেচনা হওয়া উচিত। বাংলাদেশি-আমেরিকানদের নির্বাচনী সাফল্য প্রবাসী সমাজের দীর্ঘ পথচলার কথাও মনে করিয়ে দেয়। কয়েক দশক আগে যুক্তরাষ্ট্রে আসা বহু বাংলাদেশির প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা এবং পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজের নতুন প্রজন্ম আইন, চিকিৎসা, প্রকৌশল, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, ব্যবসা ও জনপ্রশাসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে অংশগ্রহণ এই সামাজিক পরিবর্তনের একটি স্বাভাবিক সম্প্রসারণ। নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, মিশিগান, জর্জিয়া, কানেকটিকাটসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে দক্ষিণ এশীয় ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন প্রশ্ন সামনে এনেছে। আবাসন সংকট, শিক্ষার মান, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ব্যবসার সুযোগ, নাগরিক অধিকার এবং অভিবাসী পরিবারগুলোর নিরাপত্তা–এসব বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগ বৃহত্তর আমেরিকান সমাজের উদ্বেগের সঙ্গেও যুক্ত।

এখানেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা যদি স্থানীয় সমস্যাগুলো আইনসভায় কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারেন, সরকারি সেবার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারেন এবং জনগণের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখেন, তাহলে নির্বাচনী প্রতিনিধিত্বের বাস্তব সুফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু শুধু পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রত্যাশা তৈরি করে তাঁদের কাজের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা গণতান্ত্রিক জবাবদিহির পরিপন্থী। মুসলিম প্রার্থীদের সাফল্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে নাগরিক দায়িত্বের সম্পর্ক। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আইনের সামনে সমতার নীতি স্বীকার করে। একজন মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হওয়া মানে তাঁর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একক প্রতিনিধিত্ব নয়; বরং একটি বহুধর্মীয় সমাজে নাগরিকদের আস্থা অর্জন করে জনপ্রতিনিধি হওয়ার ঘটনা। এই পার্থক্যটি স্পষ্ট রাখা জরুরি।

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাংলাদেশি ও মুসলিমদের উত্থান

নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা, সম্ভাবনা ও প্রবাসী সমাজের করণীয়

খবর
www.khabor.com



মো মশিউর রহমান মজুমদার

জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে মূলধারার নেতৃত্বে অংশগ্রহণ; রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, নাগরিক অধিকার, অর্থনীতি ও আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে অর্থনীতি, জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা, অভিবাসননীতি, বৈদেশিক সংঘাত এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের খবর পাওয়া গেছে। ফলে হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতার নতুন ভারসাম্য তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা সামনে এসেছে।

কিন্তু এই নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক ও বহুধর্মীয় সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সম্প্রসারণ। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চারজন প্রার্থীর বিজয় এবং দেশজুড়ে মুসলিম প্রার্থীদের উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী সাফল্য সেই পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি অভিবাসীদের ইতিহাস তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ হলেও মূলধারার রাজনীতিতে তাঁদের দৃশ্যমান অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও অন্যান্য পেশায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর এখন রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি হচ্ছে। তবে এই সাফল্যকে শুধু জাতিগত গর্বের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করলে এর বৃহত্তর রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন হবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে, প্রবাসী সমাজ কীভাবে সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে এবং এই প্রতিনিধিত্বের বাস্তব সুফল কীভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে নিউ হ্যাম্পশায়ার, জর্জিয়া, কানেকটিকাট এবং নর্থ ক্যারোলাইনায় চার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রাজনীতিকের বিজয়ের খবর প্রকাশিত হয়েছে। নিউ হ্যাম্পশায়ারে আবুল খান রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশের পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়ার সন্তান তিনি। দীর্ঘদিন ধরে অঙ্গরাজ্য আইনসভায় তাঁর উপস্থিতি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রাজনীতিকদের ধারাবাহিক অংশগ্রহণের একটি উদাহরণ। জর্জিয়ায় শেখ রহমান ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে স্টেট সিনেটের ডিস্ট্রিক্ট-৫ থেকে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ রহমান যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য রাজনীতিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রতিনিধিত্বের পরিচিত মুখ। কানেকটিকাটে মাসুদুর রহমান স্টেট সিনেটের ডিস্ট্রিক্ট-৪ থেকে জয়ী হয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে নর্থ ক্যারোলাইনায় গাজীপুরের সন্তান হাসিব ফাতেমীর নির্বাচনী বিজয়ের খবর প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

চারজনের মধ্যে তিনজন ডেমোক্র্যাট ও একজন রিপাবলিকান। এই রাজনৈতিক বৈচিত্র্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরে। একই জাতিগত পরিচয়ের মানুষের রাজনৈতিক মতাদর্শ, অর্থনৈতিক চিন্তা ও নীতিগত অগ্রাধিকার ভিন্ন হতে পারে। গণতান্ত্রিক সমাজে এই ভিন্নতা স্বাভাবিক। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজের মূল্যায়নও তাই তাঁদের দলীয় পরিচয় কিংবা জন্মসূত্রের ভিত্তিতে নয়, বরং আইন প্রণয়ন, জনসেবা, স্বচ্ছতা এবং নির্বাচনী এলাকার মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এবারের নির্বাচনে মিশিগান থেকে আবদুল এল-সায়েদের যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সিনেটর নির্বাচিত হওয়া বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী এল-সায়েদ রিপাবলিকান মাইক রজার্সকে পরাজিত করেছেন বলে প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলো ফল ঘোষণা করেছে। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে তিনি স্বাস্থ্যসেবা, জীবনযাত্রার ব্যয়, কর্মজীবী পরিবারের অর্থনৈতিক চাপ এবং বড় প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। ফেডারেল আইন, সরকারি ব্যয়, বিচার বিভাগীয় নিয়োগ, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রশাসনিক জবাবদিহির মতো বিষয়ে সিনেটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সেই প্রতিষ্ঠানে প্রথম মুসলিম প্রতিনিধির নির্বাচিত হওয়া ধর্মীয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে এর অর্থ এই নয় যে একজন সিনেটর দেশের সব মুসলিম নাগরিকের একক প্রতিনিধি। তিনি মিশিগানের সব নাগরিকের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং ফেডারেল আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণকারী একজন আইনপ্রণেতা। এল-সায়েদের বিজয়কে ঘিরে নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় পরিচয়, বৈদেশিক নীতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বিতর্কও হয়েছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমর্থকদের মধ্যে এসব বিষয়ে মতভিন্নতা ছিল। নির্বাচনের পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে তিনি কীভাবে তাঁর ঘোষিত নীতিগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন এবং মিশিগানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন। মুসলিম নাগরিক অধিকার সংগঠন ঈঅওজ এবং ঈঅওজ অপ্ররড়হ-এর ৫ নভেম্বর প্রকাশিত প্রাথমিক নির্বাচনী হিসাব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ২১টি অঙ্গরাজ্যে অন্তত ৯৭ জন মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৮ জন অঙ্গরাজ্য আইনসভায় জয়ী হয়েছেন। সংগঠনটির হিসাবে আরও ১৫ জন প্রার্থী তখন ভোট গণনায় এগিয়ে ছিলেন এবং ছয়টি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল অনিশ্চিত ছিল। অর্থাৎ নির্বাচিত মুসলিম প্রতিনিধিদের চূড়ান্ত সংখ্যা আরও পরিবর্তিত হতে পারে। ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ঈঅওজ-এর হিসাবে ৮২ জন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। এবার প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত ৯৭টি বিজয় সেই সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে। এই পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ হলেও কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, সংখ্যাগুলো সংগঠনটির নিজস্ব প্রার্থী পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরি। এগুলো সরকারি নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের ধর্মভিত্তিক কোনো আনুষ্ঠানিক গণনা নয়। দ্বিতীয়ত, বিজয়ী প্রার্থীদের সবাই একই রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং তাঁদের নীতিগত অবস্থানও অভিন্ন নয়। তৃতীয়ত, মুসলিম পরিচয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার কারণ শুধু ধর্মীয় পরিচয় নয়। স্থানীয় জনপ্রিয়তা, পেশাগত অভিজ্ঞতা, নির্বাচনী প্রচার, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অবস্থানও ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এই ফলাফলকে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে দেখা যায়, কিন্তু সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতামতের একক প্রতিফলন হিসেবে দেখা উচিত নয়। নিউইয়র্ক দীর্ঘদিন ধরে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, ভারতীয়, আরব, আফ্রিকান এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী শহরটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০২৫ সালে জোহরান মামদানির নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর ধর্মীয় ও অভিবাসী পরিচয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। ২০২৬ সালের নির্বাচনে নিউইয়র্কের স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-১২ থেকে আবের কাওয়াসের বিজয়ের খবরও সেই আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ঈঅওজ তাঁকে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নারী এবং প্রথম ফিলিস্তিনি-আমেরিকান হিসেবে উল্লেখ করেছে। নিউইয়র্কের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এসব ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ হলেও স্থানীয় প্রশাসনের সাফল্য বিচার করতে হবে আবাসন, পরিবহন, শিক্ষা, জননিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং নাগরিক সেবার বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে। মেয়র কিংবা অঙ্গরাজ্য আইনপ্রণেতা–প্রত্যেকের ক্ষমতার সাংবিধানিক ও আইনগত সীমা রয়েছে। তাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে প্রত্যাশা তৈরির পাশাপাশি তাঁদের দায়িত্বের প্রকৃত পরিধি বোঝাও জরুরি। নির্বাচনের পর ঈঅওজ ও ঈঅওজ অপ্ররড়হ প্রকাশিত একটি জরিপে মুসলিম ভোটারদের অগ্রাধিকারের কিছু চিত্র পাওয়া গেছে। ৫২২ জন স্ব-পরিচিত মুসলিম নিবন্ধিত ভোটারের উত্তর নিয়ে তৈরি ওই জরিপে অর্থনৈতিক চাপ, নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় বৈষম্য, গাজা পরিস্থিতি এবং ইরানকে ঘিরে যুদ্ধের বিষয়গুলো উঠে এসেছে। জরিপে অংশ নেওয়া ভোটারদের একটি বড় অংশ ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। তবে জরিপের ফলাফলকে যুক্তরাষ্ট্রের সব মুসলিম ভোটারের পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। জরিপের নমুনা, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং সম্ভাব্য ত্রুটির সীমা রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভোটদানের হারও সামগ্রিক মুসলিম ভোটারদের প্রকৃত ভোটদানের হার নির্দেশ করে না। তবু জরিপটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে–মুসলিম ভোটারদের রাজনৈতিক উদ্বেগ একমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য আমেরিকান পরিবারের মতো তাঁদের কাছেও বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ব্যয়, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি প্রবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিউইয়র্ক ও আশপাশের অঙ্গরাজ্যে বসবাস করেন। তবে তাঁদের উপস্থিতি শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। জর্জিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া এবং অন্যান্য অঙ্গরাজ্যেও বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী রয়েছে। এই সমাজের মধ্যে রয়েছে প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী, যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া দ্বিতীয় প্রজন্ম, শিক্ষার্থী, পেশাজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিবার। ফলে তাঁদের রাজনৈতিক চাহিদা ও অগ্রাধিকারও এক নয়। একজন ছোট ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসার লাইসেন্স, কর ও শ্রমসংক্রান্ত বিধি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। একজন শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা ব্যয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ। একজন বাড়িভাড়ার বাসিন্দার কাছে আবাসন নীতি এবং একজন প্রবীণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বাংলাদেশি পরিচয়ের ভিত্তিতে এই ভিন্ন বাস্তবতাকে একক রাজনৈতিক মতামতে রূপ দেওয়া যথাযথ নয়। বরং বিভিন্ন প্রজন্ম ও পেশার মানুষের অভিজ্ঞতা বোঝার মাধ্যমে প্রবাসী সমাজের প্রকৃত চাহিদার একটি বিস্তৃত চিত্র পাওয়া সম্ভব। নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিংবা মুসলিম প্রতিনিধির বিজয়ের পর অনেক সময় প্রত্যাশা তৈরি হয় যে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান হবে। বাস্তবে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট আইনগত সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়। একজন স্টেট সিনেটর অঙ্গরাজ্যের বাজেট, আইন এবং প্রশাসনিক তদারকির বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারেন। কিন্তু তিনি এককভাবে ফেডারেল অভিবাসন আইন পরিবর্তন করতে পারেন না। একজন সিটি কাউন্সিল সদস্য স্থানীয় বাজেট ও আইন প্রণয়নে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। একজন কংগ্রেস সদস্য ফেডারেল আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সব আইন পাস হয় না। এই পার্থক্যগুলো জানা থাকলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা তৈরি করা সহজ হয়। একই সঙ্গে তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, আইনসভায় ভোটদানের রেকর্ড, বাজেটসংক্রান্ত অবস্থান এবং জনসেবামূলক কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করা সম্ভব। বাংলাদেশি এবং অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসননীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারিবারিক অভিবাসন, কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসা, আশ্রয় আবেদন, গ্রিন কার্ড, নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন আইন প্রয়োগসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বহু পরিবারের জীবনকে প্রভাবিত করে। কংগ্রেসে রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিবর্তন এসব বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন বা তদারকির সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি পরিষদ, সিনেট এবং প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক ভূমিকা রয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক বিধিও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে একটি নির্বাচনে কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেই অভিবাসনসংক্রান্ত সব নীতি তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তিত হবে–এমন প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। অভিবাসী পরিবারগুলোর জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো নির্ভরযোগ্য সরকারি তথ্য অনুসরণ করা, নিজের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যোগ্য আইনজীবীর সহায়তা নেওয়া।

বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অর্থনৈতিক জীবনে ক্ষুদ্র ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন এবং অন্যান্য এলাকায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্তোরাঁ, মুদি দোকান, ট্রাভেল এজেন্সি, পোশাকের দোকান, সেবা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পেশাভিত্তিক ব্যবসা রয়েছে। ব্যবসা পরিচালনায় ভাড়া, কর, শ্রমব্যয়, বীমা, লাইসেন্স, সরকারি পরিদর্শন এবং ঋণের সুদের মতো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যায়। তবে কার্যকর আলোচনা করতে হলে নির্দিষ্ট তথ্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে, কোনো এলাকায় ব্যবসার লাইসেন্স পেতে অতিরিক্ত সময় লাগলে সংশ্লিষ্ট নিয়ম, আবেদন প্রক্রিয়া এবং বিলম্বের কারণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। একইভাবে ছোট ব্যবসার জন্য সরকারি সহায়তা বা ঋণ কর্মসূচি থাকলে তার যোগ্যতা ও আবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো সম্ভব। এসব উদ্যোগে জাতিগত পরিচয়ের চেয়ে সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য ও নীতিগত সমাধানের গুরুত্ব বেশি।

বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণদের একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেড়ে উঠছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও পারিবারিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত। আবার অনেকে বাংলা ভাষায় খুব বেশি দক্ষ না হলেও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। এই বৈচিত্র্য নতুন প্রজন্মের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও তাঁদের সামনে নানা পথ রয়েছে। কেউ আইন নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন, কেউ জনপ্রশাসনে কাজ করতে পারেন, কেউ গবেষণা বা সাংবাদিকতায় যুক্ত হতে পারেন। স্থানীয় সরকার, স্কুল বোর্ড, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনেও নাগরিক নেতৃত্বের সুযোগ রয়েছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ মানেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নয়। সরকারি নীতির প্রভাব বিশ্লেষণ, জনশুনানিতে মতামত দেওয়া, স্থানীয় সমস্যা নিয়ে গবেষণা এবং নাগরিক সেবার মান পর্যবেক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রবাসী পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তরুণদের এসব বিষয়ে নিরপেক্ষ তথ্য ও শিক্ষার সুযোগ দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, জাতীয় দিবস এবং সামাজিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে। এই কাজের পাশাপাশি নাগরিক শিক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ বাড়ানো যেতে পারে। যেমন–সিটি বাজেট কীভাবে তৈরি হয়, স্কুল বোর্ড কীভাবে কাজ করে, অঙ্গরাজ্য আইনসভায় একটি বিল কীভাবে পাস হয়, কিংবা সরকারি তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা যায়–এসব বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা আয়োজন করা সম্ভব। কমিউনিটি সংগঠনগুলো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে দলনিরপেক্ষ প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করতে পারে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলে নাগরিকেরা নীতিগত পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সংগঠনের কার্যক্রমে নারী, তরুণ, প্রবীণ এবং বিভিন্ন পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

খবর

Chief Editor	: **Shibbir Ahmed**	প্রধান সম্পাদক	: **শিব্বীর আহমেদ**
Publisher & Editor	: **MD MashiurRahman Majumder**	প্রকাশক ও সম্পাদক	: **মো মশিউর রহমান মজুমদার**
News Editor	: **Reema Wahid**	বার্তা সম্পাদক	: **রিমা ওয়াহিদ**
Dhaka Bureau Chief	: **Shehab Munawar Wahid**	ঢাকা ব্যুরো প্রধান	: **শিহাব মুনাওয়ার ওয়াহিদ**

খবর
37-22 73rd Street, Suite # 1E
Jackson Heights, NY 11372, USA
Phone: 646-725-0067
E-Mail: news@khabor.com
Web: khabor.com

খবর
www.khabor.com

মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতি: গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ওয়ান হেলথের গুরুত্ব



ফারজানা ইসলাম রুমি

সুস্থ মানুষ, সুস্থ প্রাণী ও নিরাপদ পরিবেশ–একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি। প্রতিবছর ৩ নভেম্বর বিশ্ব ওয়ান হেলথ দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়–মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাণীর সুস্থতা এবং পরিবেশের নিরাপত্তা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে এই সম্পর্ক আরও স্পষ্ট। এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, কৃষিজমি, নদী-খাল-পুকুর এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। প্রাণী অনেক পরিবারের খাদ্য, পুষ্টি ও আয়ের প্রধান অবলম্বন। তাই প্রাণীর স্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশের প্রতি অবহেলা শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবন ও জীবিকাকেও বিপন্ন করতে পারে।

একটি মৃত প্রাণী, কিছু প্রশ্ন

একটি গ্রামীণ জলাশয়ের পাশে মৃত প্রাণীর দেহ থেকে খাবার সংগ্রহরত কুকুরের ছবি আমাদের এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। ছবিটি শুধু একটি দৃশ্য নয়; এটি মৃত প্রাণীর নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, জলাশয়ের সুরক্ষা, জনসচেতনতা এবং প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারে এমন রোগের ঝুঁকি নিয়ে ভাবার সুযোগ তৈরি করে। বিশেষত, কোনো অ্যানথ্রাক্স-আক্রান্ত এলাকায় এমন ঘটনা দেখা গেলে তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা জরুরি। অ্যানথ্রাক্স (Anthrax) Bacillus anthracis নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্ট একটি গুরুতর রোগ, যা প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারে। গবাদিপশু, বিশেষ করে গরু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত প্রাণীর দেহ, দূষিত প্রাণিজ উপাদান কিংবা সংক্রমিত পরিবেশের সংস্পর্শে মানুষও ঝুঁকিতে পড়তে পারে। সন্দেহভাজন মৃত প্রাণী কাটা, চামড়া ছাড়ানো, জবাই করা বা তার মাংস খাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। অ্যানথ্রাক্সের জীবাণুর স্পোর পরিবেশে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে বলে মৃতদেহের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ও দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে বিশ্ব প্রাণী স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লুঅএ) নির্দেশনা প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

তবে ওয়ান হেলথের ভাবনা কোনো একটি রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জলাতঙ্ক, বার্ড ফ্লু ও লেপ্টোস্পাইরোসিসসহ বিভিন্ন জুনোটিক রোগ মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। অনিরাপদ স্থানে মৃত প্রাণী বা বর্জ্য ফেলে রাখলে কুকুরসহ অন্যান্য প্রাণী সেখানে আকৃষ্ট হতে পারে। এতে সম্ভাব্য সংক্রামক উপাদানের সংস্পর্শে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়; আশপাশের মানুষ, গৃহপালিত প্রাণী এবং পরিবেশও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি–ছবির কুকুরটি সমস্যার মূল কারণ নয়। মৃত প্রাণীর দেহ থেকে খাবার সংগ্রহ করা তার স্বাভাবিক আচরণ। প্রকৃত উদ্বেগ হলো, সম্ভাব্য সংক্রামক মৃতদেহটি কেন উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে সুরক্ষিত রাখতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ওয়ান হেলথ আমাদের শেখায়–সহমর্মিতা, সচেতনতা ও সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যঝুঁকি চিহ্নিত করা, তা প্রতিরোধ করা এবং মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির কল্যাণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করাই আমাদের সবার কর্তব্য।

গ্রামীণ বাস্তবতা ও আমাদের দায়িত্ব

কোনো গবাদিপশু হঠাৎ মারা গেলে একটি পরিবারের কাছে সেটি শুধু একটি প্রাণীর মৃত্যু নয়; অনেক সময় তা পরিবারের আয়ের বড় অংশ হারানো, ঋণের চাপ কিংবা খাদ্যনিরাপত্তার অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে সঠিক পরামর্শ ও সহজলভ্য প্রাণী স্বাস্থ্যসেবা না পেলে মানুষ অসচেতনভাবে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা করতে পারে। এর পেছনে সব সময় অবহেলা কাজ করে না–অভাব, তথ্যের ঘাটতি এবং বিকল্প ব্যবস্থার অনুপস্থিতিও বড় কারণ হতে পারে। তাই গ্রামীণ মানুষকে এবং তাদের বাস্তবতা বোঝা প্রয়োজন। সচেতনতার পাশাপাশি দরকার এমন ব্যবস্থা, যেখানে কোনো প্রাণী হঠাৎ মারা গেলে কৃষক বা খামারি সহজেই পরামর্শ ও সহায়তা পাবেন। প্রাণিসম্পদ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার এবং কমিউনিটির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশে ওয়ান হেলথ নজরদারি ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ এ ধরনের সমন্বিত কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে। প্রতিরোধের শুরু হতে পারে গ্রাম থেকেই। গবাদিপশু হঠাৎ মারা গেলে কিংবা অস্বাভাবিকভাবে একাধিক প্রাণীর মৃত্যু ঘটলে দ্রুত স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্তৃপক্ষকে জানাতে



হবে। সন্দেহভাজন মৃতদেহ স্পর্শ করা, কাটা, চামড়া ছাড়ানো বা মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে অ্যানথ্রাক্স সন্দেহ হলে প্রশিক্ষিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ছাড়া মৃতদেহ খোলা বা নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে মৃতদেহের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। আশপাশের জলাশয় বা পরিবেশের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করাতে হবে। পাশাপাশি, প্রয়োজন অনুযায়ী গবাদিপশুর টিকাদান, খামারের পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধ পানির সুরক্ষা এবং সহজলভ্য ভেটেরিনারি সেবা নিশ্চিত করা জরুরি। এসব উদ্যোগ তখনই কার্যকর হবে, যখন মানুষ ঝুঁকি সম্পর্কে জানবে, সহায়তা পাওয়ার পথ চিনবে এবং ভয় বা আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়াই দ্রুত সমস্যার কথা জানাতে পারবে।

ওয়ান হেলথ: আনুষ্ঠানিকতা থেকে বাস্তব উদ্যোগে

বিশ্ব ওয়ান হেলথ দিবস শুধু একটি দিবস উদযাপনের উপলক্ষ নয়; এটি আমাদের চারপাশের স্বাস্থ্যঝুঁকি নতুন করে দেখার এবং সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান। বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ভেটেরিনারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্থানীয় প্রশাসন ও সামাজিক সংগঠন একসঙ্গে কাজ করে গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে পারে। শিক্ষার্থীরা মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রচার চালাতে পারে; ভেটেরিনারিয়ানরা প্রাণীর রোগ শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারেন; স্বাস্থ্যকর্মীরা সম্ভাব্য জুনোটিক রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে পারেন। পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো জলাশয় সুরক্ষা ও নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এসব উদ্যোগে গ্রামের মানুষকে শুধু সচেতনতামূলক বার্তা গ্রহণকারী হিসেবে দেখলে চলবে না। তারাই স্থানীয় পরিবেশ, প্রাণীর আচরণ ও দৈনন্দিন সমস্যাগুলো সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেন। তাদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিলে সমাধান হবে আরও বাস্তবসম্মত এবং দীর্ঘস্থায়ী।

ওয়ান হেলথ ও টেকসই বাংলাদেশ

মৃত প্রাণীর দেহ থেকে খাবার সংগ্রহরত কুকুরের ছবিটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়–মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতি একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। তাই মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে প্রাণীর প্রতি যত্নশীল হওয়া, পরিবেশ রক্ষা করা এবং নিরাপদ জীবনযাপনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। ওয়ান হেলথের চর্চা শুরু হোক আমাদের ঘর, খামার ও চারপাশ থেকেই। মৃত প্রাণীর সঠিক ব্যবস্থাপনা, জলাশয় পরিষ্কার রাখা, খামারের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর মতো ছোট ছোট উদ্যোগও বড় ঝুঁকি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই বিশ্ব ওয়ান হেলথ দিবসে আসুন, মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল হই এবং একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করি। মানুষের সুস্থতা, প্রাণীর কল্যাণ ও প্রকৃতির সুরক্ষার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠুক একটি নিরাপদ, সুন্দর ও টেকসই বাংলাদেশ।

জ্বালানির ফাঁদে কৃষি ও পরিবহন: সবুজ রূপান্তরই একমাত্র পথ



মনোয়ার মোস্তফা

বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা এবং কৃষির ক্রমাগত উৎপাদনশীলতা। এই দুটি খাত জাতীয় অর্থনীতির ধমনী হিসেবে কাজ করে। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, এই ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তা মূলত আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানি বা খনিজ তেল। দেশের জ্বালানি তেলের সিংহভাগই ব্যবহৃত হয় এই দুই খাতে। বাংলাদেশ তার প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের ৯৫ শতাংশেরও বেশি আমদানি করে। ফলে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা সরাসরি আন্তর্জাতিক তেলের বাজার এবং ভূ-রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের কাছে জিম্মি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম সামান্য বাড়লে বা ডলার সংকটে আমদানি ব্যাহত হলে, তার সরাসরি প্রভাব পড়ে দেশের সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক কৃষক এবং স্বল্প আয়ের ভোক্তাদের ওপর। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এই চরম তেল-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি।

পরিবহন খাতের তেল-নির্ভরতা: একটি কাঠামোগত দুর্বলতা

বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নৌ এবং আকাশপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা মূলত আমদানিকৃত তরল জ্বালানির ওপর টিকে আছে। এশিয়ান ট্রান্সপোর্ট অবজারভেটরির (অএঅও) ২০২৬ সালের প্রোফাইল অনুযায়ী, দেশের পরিবহন খাতে ব্যবহৃত মোট শক্তির প্রায় ৭৯ শতাংশই আসে জ্বালানি তেল থেকে। তাছাড়া আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, ২০১০ সালে এই নির্ভরতা ছিল ৬৪ শতাংশ, যা কমার বদলে গত দেড় দশকে উল্টো বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক ও নৌপথের দিকে তাকালে এই নির্ভরতার আধিপত্য আরও স্পষ্ট হয়। আমাদের মালবাহী ট্রাক, রেল, কাভার্ড ভ্যান, দূরপাল্লার বাস এবং অভ্যন্তরীণ নৌযানগুলোর (লঞ্চ, কার্গো, ট্রলার) প্রায় শতভাগই চলছে ডিজেলের ওপর ভর করে। দুই দশক আগে সিএনজি রূপান্তরের একটি জোয়ার এসেছিল, যা কিছুটা পরিবেশ দূষণ কমানোর পাশাপাশি জ্বালানি বহুমুখীকরণে আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশীয় গ্যাসের তীব্র সংকট এবং এলএনজি আমদানির উচ্চমূল্যের কারণে ওই সম্ভাবনা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপী পরিবহন ব্যবস্থা যখন দ্রুতগতিতে বিদ্যুতায়নের দিকে এগোচ্ছে, সেখানে আমাদের পরিবহন খাতে বৈদ্যুতিক যানের (উঠ) বা বিদ্যুতের অবদান মোট শক্তির মাত্র ১ শতাংশ। রেলপথ, যা সারা বিশ্বে সবচেয়ে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব যাতায়াত মাধ্যম হিসেবে পরিচিত, সেখানেও আমরা ডিজেলচালিত ইঞ্জিনের বৃত্তেই আটকে আছি। মেট্রোরেল এবং কিছু উদ্যোগ বাদ দিলে, বাংলাদেশ রেলওয়ের মূল নেটওয়ার্ক এখনো বিদ্যুতায়নের ছোঁয়া পায়নি। বিকল্প জ্বালানির এই তীব্র সীমাবদ্ধতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের সামান্য হেরফের হলেই দেশে পরিবহন ভাড়া হুহু করে বেড়ে যায়, যার চেইন রিঅ্যাকশনে বাড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম।

কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা: খাদ্য নিরাপত্তার অন্তরালে জ্বালানি-ঝুঁকি

বাংলাদেশের কৃষি, বিশেষ করে বোরো ধানের বাম্পার ফলন আমাদের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার মূল ভিত্তি। কিন্তু এই সাফল্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে জ্বালানি নির্ভরতার বিশাল ঝুঁকি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক তথ্য এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশে বর্তমানে প্রায় ১২ থেকে ১৩ লাখ ডিজেলচালিত সেচ পাম্প সচল রয়েছে। অর্থাৎ, দেশের সেচযন্ত্রপাতির প্রায় ৭১ শতাংশই ডিজেলচালিত, আর মাত্র ২৯ শতাংশ বিদ্যুৎ বা সৌরশক্তির ওপর নির্ভরশীল।

ডিজেল নির্ভরতার ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া যায় বোরো চাষের সময় মৌসুমে। বৃষ্টির অভাবে এই সময়ে সেচের চাহিদা তুঙ্গে থাকে। পরিসংখ্যান বলছে, এই সময়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭,০০০ টন ডিজেল প্রয়োজন হয় কেবল কৃষিযন্ত্র ও পাম্প চালাতে। বছরে সব মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ টন ডিজেল শুধু কৃষিকাজেই ব্যবহৃত হয়। আমাদের কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ কেবল সেচেই সীমাবদ্ধ নেই। জমি চাষের জন্য পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টর, ধান মাড়াইয়ের যন্ত্র এবং মাঠ থেকে ফসল পরিবহনের কাজেও ডিজেল এখন অপরিহার্য। ফলে, কৃষকের উৎপাদন খরচের একটি বিশাল অংশ চলে যায় জ্বালানি খাতে। যখনই আন্তর্জাতিক বাজারে বা অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তে ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পায়, তখন ধান-চালের উৎপাদন খরচ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়। এটি কেবল কৃষকের মুনাফাই কেড়ে নেয় না, বরং দেশের সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এক বিশাল হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

সামষ্টিক অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব

বাস্তব তথ্য-উপাত্তের দিকে চোখ রাখলে আমাদের তেল-নির্ভরতার একটা ভয়াবহ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যমতে, দেশে বছরে জ্বালানি তেলের মোট চাহিদা প্রায় ৭০ থেকে ৭৩ লাখ মেট্রিক টন, যার প্রায় পুরোটাই আমাদের আমদানি করতে হয়। এর মধ্যে সিংহভাগ বা প্রায় ৬৩ শতাংশ (৪৫ থেকে ৪৬ লাখ মেট্রিক টন) ব্যবহৃত হয় সড়ক, নৌ ও আকাশপথ মিলিয়ে সামগ্রিক পরিবহন খাতে। অন্যদিকে, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে আরও প্রায় ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ (১০ থেকে ১১ লাখ মেট্রিক টন)। অর্থাৎ, দেশের মোট আমদানিকৃত জ্বালানির প্রায় ৮০ শতাংশই পোড়ানো হচ্ছে পরিবহন ও কৃষি খাতে। বাকি ২০ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্প খাতে। এই বিপুল পরিমাণ খনিজ তেল আমদানি করতে রাষ্ট্রকে প্রতি বছর প্রায় ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার বা ৫০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। আমাদের এই পরনির্ভরশীলতার ঝুঁকি কতটা ভয়াবহ, তা বৈশ্বিক ঋণমান নির্ধারণী সংস্থা ফিচের (ঋরঃপয জধঃরহমং) একটি হিসাব থেকে স্পষ্ট হয়। সংস্থাটির মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলে মাত্র ১০ ডলার বাড়লেই বাংলাদেশের বার্ষিক তেল আমদানি ব্যয় প্রায় ১.২ বিলিয়ন (১২০ কোটি) ডলার বেড়ে যেতে পারে, যা আমাদের জিডিপির প্রায় ০.২ শতাংশের সমান! বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে যখন বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হয়, তখন আন্তর্জাতিক বাজারের এমন সামান্য ওঠানামাতেও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের এই বাড়তি ধাক্কা কোনোভাবেই একটি উদীয়মান অর্থনীতির জন্য টেকসই হতে পারে না। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর প্রচণ্ড চাপ ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটায়। অন্যদিকে, বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি দেশীয় অর্থনীতিতে যে মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি করে তার প্রভাব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পরিবহন খরচ বাড়লে তার প্রভাব গিয়ে পড়ে শহরের বস্তিবাসী থেকে শুরু করে গ্রামের দিনমজুর সবার ওপর। কৃষিতে উৎপাদন খরচ বাড়লে খাদ্যের দাম বাড়ে, যা স্বল্প আয়ের মানুষের আয়ের একটি বড় অংশ শুষে নেয়। তেলের দাম বৃদ্ধি অনেকটা 'রিগ্রেসিভ ট্যাক্স'-এর মতো কাজ করে, যার সবচেয়ে বড় শিকার হয় অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক এবং নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী। সরকার দীর্ঘকাল ধরে এই খাতে বিশাল অঙ্কের ভর্তুকি দিয়ে আসছে, যা জাতীয় বাজেটের একটি বড় অংশ গিলে খাচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক বা আইএমএফের মতো দাতা সংস্থাগুলোর চাপে যখন এই ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হয়, তখন তার আকস্মিক ধাক্কা সামলানোর কোনো প্রস্তুতি বা বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের প্রান্তিক মানুষের থাকে না।

সরকারের নীতিগত উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের তাগিদ

আশার কথা হলো, জ্বালানি খাতের এই কাঠামোগত দুর্বলতা কাটিয়ে সবুজ উত্তরণের প্রয়োজনীয়তা সরকার নিজেও অনুধাবন করতে শুরু করেছে। কৃষিখাতে ডিজেলের ব্যবহার শূন্যে নামিয়ে আনতে সরকার ইতিমধ্যে ৪৫ হাজার ডিজেলচালিত পাম্পকে সৌর সেচ পাম্পে রূপান্তরের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যার বাস্তবায়নে ইডকল এবং স্রেডার সংস্থা কাজ করছে। অন্যদিকে, পরিবহন খাতে শিল্প মন্ত্রণালয় 'ইলেকট্রিক ভেহিকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৬' চূড়ান্ত করার কাজ করছে। এই নীতিমালার অধীনে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট যানবাহনের অন্তত ৩০ শতাংশ বৈদ্যুতিক যানে রূপান্তর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শুধু আমদানি নয়, বরং বাংলাদেশকে একটি ইভি উৎপাদন হাব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তৈরি গাড়ি আমদানিতে করভার ৩৭ শতাংশে নামিয়ে আনার মতো প্রণোদনামূলক প্রস্তাবও রাখা হয়েছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক ও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এসব পরিকল্পনার আসল সফলতা নির্ভর করছে এর দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কালক্ষেপণ না করে যত দ্রুত এই সবুজ রূপান্তরগুলো মাঠপর্যায়ে কার্যকর করা যাবে, ডলার সাশ্রয় ও সামষ্টিক অর্থনীতির সুরক্ষায় তা ততই মঙ্গলজনক হবে।

নীতিগত উত্তরণ ও সবুজ রূপান্তর

সরকারের গৃহীত নীতিগত উদ্যোগ এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। তবে এই কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরকে কেবল সরকারি ফাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর সফল বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট, বিজ্ঞানভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাঠামো প্রয়োজন।

প্রথমত, কৃষি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিপ্লব ঘটাতে হবে। সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (অউই) সহায়তায় দেশে সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে, তার পরিধি বহুগুণ বাড়াতে হবে। কৃষকদের সহজ শর্তে, বিনা সুদে বা নামমাত্র সুদে সোলার পাম্প ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে। সেচের মৌসুম বাদে বছরের বাকি সময় এই সোলার প্যানেলগুলো থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যেন নেট-মিটারিং ব্যবস্থার অধীনে কৃষকরা জাতীয় গ্রিডে বিক্রি করতে পারেন, তার জন্য গ্রিড অবকাঠামো আধুনিকায়ন করতে হবে। এতে কৃষক কেবল জ্বালানি খরচ থেকেই বাঁচবেন না, বরং বিদ্যুৎ বিক্রি করে বাড়তি আয়ও করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, পরিবহন খাতে বৈদ্যুতিক যান এবং রেলের বিদ্যুতায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাসের মতো গণপরিবহন এবং পণ্যবাহী মাঝারি ট্রাকগুলোকে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনতে হবে। এজন্য ইভি আমদানি এবং দেশে সংযোজনের ওপর থেকে শুল্ক ও করের বোঝা একেবারে কমিয়ে আনতে হবে। মহাসড়কগুলোতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সোলার-পাওয়ার্ড চার্জিং স্টেশন গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ রেলওয়ের মূল ব্রডগেজ লাইনগুলোকে দ্রুত বিদ্যুতায়নের আওতায় আনতে হবে, যাতে পণ্য পরিবহনের বড় অংশ সড়কপথ থেকে রেলে স্থানান্তর করা যায়। এটি একদিকে যেমন জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমাবে, অন্যদিকে পরিবহন খরচও নামিয়ে আনবে। নৌপথে ছোট ও মাঝারি নৌযানগুলোকে ব্যাটারি বা হাইব্রিড ইঞ্জিনে রূপান্তরের জন্য নৌ-মালিকদের প্রণোদনা দিতে হবে। তৃতীয়ত, আমাদের মনে রাখতে হবে, পরিবহন খাতের সব উপ-খাতে রাতারাতি বৈদ্যুতিক রূপান্তর সম্ভব নয়। বিশেষ করে আকাশপথ (এভিয়েশন) এবং ভারী নৌ-পরিবহনকে বিশ্বব্যাপী 'হার্ড-টু-অ্যাবেট' বা কার্বন প্রশমনে জটিল খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রযুক্তির বর্তমান সীমাবদ্ধতা এবং ব্যাটারির অত্যধিক ওজনের কারণে উড়োজাহাজ বা বড় কার্গো জাহাজে এখনই বিদ্যুতের ব্যবহার বাণিজ্যিকভাবে বাস্তবসম্মত নয়। অভ্যন্তরীণ ছোট ছোট নৌযানে সোলার বা ব্যাটারি ব্যবহার করা গেলেও, বড় নৌযান এবং উড়োজাহাজকে আরও বেশ কিছুদিন তরল জ্বালানির ওপরই নির্ভর করতে হবে। তাই এই দুই উপ-খাতে আপাতত জ্বালানি দক্ষতা (উহবৎমু বভঙরপরবহপু) বৃদ্ধি এবং পুরোনো ইঞ্জিনের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে। একই সাথে দীর্ঘমেয়াদে 'সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল', সবুজ হাইড্রোজেন বা বায়োফুয়েলের মতো বিকল্প জ্বালানির প্রসারে বৈশ্বিক গবেষণার সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

দেশের ব্যবসাক্ষেত্র এখন ক্যানসারের শেষ ধাপে



মো. নাসির খাঁন

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করলেও ভিয়েতনাম বা সমপর্যায়ের দেশগুলোর তুলনায় আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের এ ধীরগতির কারণ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জগুলো আসলে কোথায়?

তৈরি পোশাক খাত বাদ দিলে বাংলাদেশে আরও অন্তত ১০টি বড় সম্ভাবনাময় খাত রয়েছে। এর মধ্যে চামড়া, চামড়াজাত ও নন-লেদার পাদুকা, ব্যাগ, প্লাস্টিক, ফার্নিচার, ওষুধ, কৃষিপণ্য, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিটি খাতেই আমাদের ৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি করার সক্ষমতা রয়েছে; কিন্তু মূলত চারটি বড় বাধার কারণে আমরা এগোতে পারছি না। এক কথায় বলতে গেলে সেই বড় বাধাগুলো হলো লাইসেন্সিং ও নবায়ন জটিলতা, বন্ড ও কাস্টমসের মাত্রাতিরিক্ত নজরদারি, এনবিআর ও ট্যাক্স হয়রানি এবং বায়িং হাউস বা ট্রেডিং কোম্পানির রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা। একটি ব্যবসা শুরু করতে আমাদের দেশে ৩০ থেকে ৩৫টি লাইসেন্স দরকার হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো প্রতি বছর এগুলো নবায়ন করা। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের কারণে এ নবায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের প্রচুর সময়, শ্রম ও উদ্যম নষ্ট হয়। গত ৫০ বছরে কোনো সরকার এদিকে নজর দেয়নি। অথচ সরকারের সদিচ্ছা থাকলে খুব সহজেই এটি সমাধান করা সম্ভব। ৩৫টি লাইসেন্সের বদলে মাত্র ৫টি বেসিক লাইসেন্স দেওয়া উচিত, যার মেয়াদ হবে কারখানা চালু থাকা পর্যন্ত। কারখানা বন্ধ করার সময় শুধু ঘোষণা দিয়ে দিলেই হবে। উন্নত দেশগুলোয় এমন নিয়মই চালু আছে; কিন্তু আমাদের এখানে জিরো টলারেন্সের নামে বছর বছর হয়রানি করা হয়। লাইসেন্স নবায়ন না হওয়ায় আমরা বিদেশি ক্রেতাদের অডিটে ফেল করি, ফলে বড় ক্রেতারা আসতে চান না। আপনি লাইসেন্সিং জটিলতার কথা বলছিলেন; কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে কাঁচামাল আমদানি একটি বড় বিষয়। বন্ড বা কাস্টমসের দিক থেকে ব্যবসায়ীরা কি প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছেন?

এখানেই আমাদের দ্বিতীয় বাধাটি তৈরি হয়েছে। বন্ডের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হয়। আমরা কতটুকু কাঁচামাল আনছি, কোন অর্ডারে কতটুকু ব্যবহার করছি–তার প্রতিনিয়ত হিসাব দিতে হয়। বন্ড কমিশনারেটের এই চোর-পুলিশ খেলার কারণে ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ।

সরকার এখন আবার নতুন নিয়ম করেছে–আমদানির জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে। এমনিতেই দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো রুগ্‌ণ অবস্থায় আছে, তার ওপর ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য ব্যবসায়ীদের টাকা আটকে থাকছে এবং ব্যাংককে বাড়তি চার্জ দিতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আনছে, আর সরকার ব্যবসায়ীদের চোর মনে করে ব্যাংক গ্যারান্টির ফাঁদে ফেলছে। অথচ সমাধানটা খুব সহজ। সরকার শুধু 'ভ্যালু এডিশন' বা মূল্য সংযোজন নির্ধারণ করে দিতে পারে। যেমন–আমি ১০০ টাকার কাঁচামাল আমদানি করলে, ১২০ টাকার পণ্য রপ্তানি করছি কি না, শুধু সেটা দেখলেই তো হয়।

আমাদের তৃতীয় বড় বাধা–এনবিআর ও ট্যাক্স হয়রানি। আমাদের দেশে প্রায় ৮ কোটি মানুষের কর দেওয়ার সক্ষমতা থাকলেও রিটার্ন জমা দেয় মাত্র ৪০-৫০ হাজার প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি। যারা নিয়মিত কর দেয়, এনবিআর তাদেরই 'সহজ শিকার' মনে করে বারবার হয়রানি করে। পাঁচ বছরের অডিটের নামে নোটিশ দিয়ে অযৌক্তিক ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হয়। এরপর কর কর্মকর্তারা সেটা সমাধানের জন্য সরাসরি ঘুষ দাবি করেন।

এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোর্টে যেতে হলেও ব্যবসায়ীদের ২০ শতাংশ টাকা আগে জমা দিতে হয়। ৫-৬ বছর আইনি লড়াইয়ের পর যখন প্রমাণিত হয় যে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ভুল ছিল, প্রতিষ্ঠান ততদিনে আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। অথচ যে কর্মকর্তা ভুয়া মামলা দিয়ে হয়রানি করলেন, তার কোনো শাস্তি হয় না। ভুয়া মামলা দেওয়ার জন্য কর কর্মকর্তাদের শাস্তির আওতায় না আনা পর্যন্ত এ হয়রানি বন্ধ হবে না। আর ডিজিটাল বা অনলাইনের নামে যা হচ্ছে, তা এক ধরনের প্রহসন। অনলাইনে সাবমিট করার পরও আবার হার্ডকপি জমা দিতে হয়।

কর হয়রানির এই চিত্রটি সত্যিই হতাশাজনক। আপনি শুরুতে চারটি মূল বাধার কথা বলেছিলেন, যার তিনটি আমরা জানলাম। সর্বশেষ বা চতুর্থ বাধা হিসেবে আপনি কোন বিষয়টিকে চিহ্নিত করবেন?

চতুর্থ বাধাটি হলো–বায়িং হাউস বা ট্রেডিং কোম্পানির রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা। ৯০-এর দশকের আগে তরুণেরা ছোট ছোট বায়িং হাউস দিয়ে ব্যবসা শুরু করত এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পর নিজেরাই কারখানার মালিক হতো। আমি নিজেও ১৯৮৮ সালে বায়িং হাউস দিয়ে জাপানে রপ্তানি শুরু করেছিলাম; কিন্তু সরকার আইন করে ট্রেডিং বা বায়িং হাউসগুলোর রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে, কেবল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানই রপ্তানি করতে পারবে। বিশ্বের কোনো সভ্য দেশে এমন আইন নেই। উৎপাদন এবং মার্কেটিং–দুটি সম্পূর্ণ আলাদা দক্ষতা। আমাকে যদি কারখানায় উৎপাদনও দেখতে হয়, আবার ক্রেতা খুঁজতে সারা বিশ্বে দৌড়াতে হয়, তাহলে আমি প্রোডাকশনে সময় দেব কীভাবে? এই অদ্ভুত নিয়মের কারণে ব্যবসায়ীরা কারখানায় সময় দেওয়ার বদলে সারা বছর মার্কেটিংয়ে দৌড়াতে বাধ্য হচ্ছেন।

সরকার কেন ট্রেডিং বা বায়িং হাউসগুলোকে রপ্তানির সুযোগ দিচ্ছে না? এটা কি আমাদের রপ্তানি খাতকে আরও প্রসারিত করতে সহায়ক হতো না?

এর সঠিক ব্যাখ্যা সরকারই ভালো দিতে পারবে। তবে রপ্তানি বাড়াতে চাইলে সবার জন্যই এই সুযোগ উন্মুক্ত থাকা উচিত। এখনকার তরুণরা ঘরে বসে কেবল একটি ল্যাপটপ বা মোবাইল দিয়েই ব্যবসা করতে পারে। আমি যখন জাপানে ব্যবসা শুরু করি, তখন আমার ছোট অ্যাপার্টমেন্টটাই ছিল আমার অফিস: পুঁজি বলতে ছিল শুধু একটা ল্যান্ডফোন, ফ্যাক্স মেশিন আর টাইপরাইটার। উন্নত বিশ্বে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সরাসরি রপ্তানি করে না। তাদের বিভিন্ন এজেন্ট বা রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে, যারা কমিশনের ভিত্তিতে সেলসম্যান হিসেবে কাজ করে। এতে কারখানার কোনো বাড়তি খরচ হয় না; কিন্তু আমাদের দেশে নিয়ম করা হয়েছে–কেবল উৎপাদনকারীই রপ্তানি করতে পারবে। সরকার যুক্তি দেয় যে, উৎপাদনকারীদের ইনসেনটিভ (প্রণোদনা) দেওয়া হয়। অথচ নিয়মটা এমন হওয়া উচিত যে, বন্দর দিয়ে যার নামে পণ্যটি রপ্তানি হবে এবং যার নামে পিআরসি (প্রসিডস রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট) আসবে, সে-ই প্রণোদনা পাবে। আমলারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই এসব অবাস্তব আইন তৈরি করে রেখেছেন।

বিদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই আসার ক্ষেত্রেও কি এই আইনগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

অবশ্যই। আমরা জুতা শিল্পের প্রসারে 'বাংলাদেশ সু সিটি' নামে একটি প্রকল্প করেছিলাম, যেখানে জমি ও রেডি বিল্ডিং আমরাই দিচ্ছিলাম, যাতে বিদেশিরা শুধু মেশিন এনে কাজ শুরু করতে পারে; কিন্তু বিদেশিরা যখন দেখল এখানে ৩৫টি লাইসেন্স লাগে এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাসের কোনো নিশ্চয়তা নেই, তখন তারা পিছিয়ে গেল।

এর পাশাপাশি রয়েছে ভিসার চরম হয়রানি। একজন বিদেশি বিনিয়োগকারী এখানে এসে কাজ গোছাতে তিন-চার মাস সময় লাগতেই পারে; কিন্তু নিয়ম করে রাখা হয়েছে, তিন মাসের বেশি থাকলে ৫ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হবে অথবা ই-ভিসা নিতে হবে। অথচ ফ্যাক্টরিই হলো না, সে ই-ভিসা পাবে কীভাবে? বিদেশিদের জন্য ১০০ পৃষ্ঠার ভিসার গাইডলাইন বানিয়ে রাখা হয়েছে, যা পড়লে যে কেউ ভয় পেয়ে পালাবে। বর্তমানে দেশে নতুন কোনো এফডিআই আসছে না। বাটা বা বিএটির মতো পুরোনো কোম্পানিগুলো তাদের মুনাফা ফের বিনিয়োগ করছে, আর সরকার সেটাকেই নতুন এফডিআই হিসেবে দেখিয়ে জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে।

বাংলাদেশের চামড়া শিল্প একসময় তৈরি পোশাকের পরেই সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত ছিল। গত ৫৫ বছরে আমরা এতটা পিছিয়ে পড়লাম কেন?

লেদার সেক্টরে ভ্যালু এডিশন বা মূল্য সংযোজন প্রায় ৮০ শতাংশ। একসময় বিশ্ববাজারে ফ্রেঞ্চ কাফের (ছোট গরুর চামড়া) পরেই বাংলাদেশের চামড়ার কদর ছিল। আমাদের গরুর আকার ছোট হওয়ায় চামড়ার গ্রেইন ছিল অত্যন্ত ঘন ও মজবুত। জাপানি ক্রেতারা আমাদের চামড়া দেখে অবাক হয়ে যেত।

কিন্তু এখন চামড়ার দাম এত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এর কোনো কদর নেই। একটি চামড়ার দাম যদি ১০ হাজার টাকা হতো, তবে মানুষ গরুর যত্ন নিতো, চামড়া সাবধানে ছাড়াত। এখন ৩০০-৪০০ টাকা দাম হওয়ায় কসাইরা চামড়ার দিকে নজর না দিয়ে মাংস বেশি বের করার জন্য চামড়া কেটে ফেলছে।

এর পেছনে একটা বড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রও ছিল। একটি বন্ধু রাষ্ট্রকে খুশি করতে পলিসি করে আমাদের লেদার সেক্টরকে ধ্বংস করা হয়েছে। যেদিন হাজারীবাগে গ্যাসের লাইন কাটা হলো, সেদিনই ভারতের বনগাঁওয়ে লেদার ইন্ডাস্ট্রি উদ্বোধন করা হলো। বুড়িগঙ্গা বাঁচানোর কথা বলে কারখানাগুলো সাভারে নেওয়া হলো, অথচ সেখানে কোনো প্রস্তুত অবকাঠামো ছিল না। ২০০ কোটি টাকার সেন্ট্রাল ইটিপির বাজেট দুর্নীতির মাধ্যমে ১২০০ কোটিতে দাঁড়াল, কিন্তু আজও তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। অন্যদিকে, মালিকদের নিজেদের ইটিপি বানানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ সাত বছর আইনি লড়াইয়ের পর যখন অনুমতি মিলল, ততদিনে কারখানাগুলো রুগ্ন হয়ে পড়েছে, ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ব্যাংক ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সরকার নিজের হাতে এই সম্ভাবনাময় শিল্পকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

এবারের কোরবানির ঈদে প্রায় ৪০ শতাংশ চামড়া নষ্ট হয়েছে। আগামী বছর অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে। এর মূল কারণ হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের চামড়ার কোনো চাহিদা নেই। সারা বিশ্ব জানে আমাদের ইটিপি নেই এবং এলডব্লিউজি সার্টিফিকেট নেই। আগে বিদেশি ক্রেতারা কিছুটা ছাড় দিত, আমরা অন্য দেশের চামড়ার সঙ্গে লোকাল চামড়া মিশিয়ে রপ্তানি করতে পারতাম; কিন্তু এখন তারা অত্যন্ত কঠোর। তারা এখন বারকোড দিয়ে চামড়ার উৎস খোঁজে। আগামী বছর এ নিয়ম আরও কড়াকড়ি হবে। তখন হয়তো চামড়া বিক্রি তো দূরের কথা, উল্টো পকেটের টাকা খরচ করে বর্জ্য হিসেবে চামড়া ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বার্ষিক ১২ বিলিয়ন ডলার আয়ের যে কথা বলা হচ্ছে, এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিল্পের পক্ষ থেকে সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপগুলো কী হতে পারে? চামড়া, চামড়ার জুতা, সিনথেটিক জুতা এবং ব্যাগ ও বেল্ট–এই চারটি খাতের প্রতিটিতে ৫ বিলিয়ন ডলার করে রপ্তানি আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য বিশাল কোনো আইনের প্রয়োজন নেই, কেবল সরকারের সদিচ্ছা আর এক্সিকিউটিভ অর্ডারই যথেষ্ট। প্রধান তিনটি পদক্ষেপ হতে পারে:

প্রথমত, আমলাতন্ত্রের সংস্কার; আমাদের দেশে আমলারা বছর বছর মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করেন। আজ যিনি মৎস্য মন্ত্রণালয়ে, কাল তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে চলে যান। অন্যদিকে মন্ত্রীরা আসেন রাজনীতির মাঠ থেকে, যাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনো জ্ঞানই নেই। জাপানের 'মেইজি'র মতো আমাদেরও আমলাদের নির্দিষ্ট খাতে স্থায়ী করতে হবে, যেন তারা সেই খাতের বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, লাইসেন্সিং প্রথা বাতিল করা। রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য এত লাইসেন্সের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন দিচ্ছি কি না, কারখানার পরিবেশ ঠিক আছে কি না–তা বিদেশি ক্রেতাদের নিজস্ব কমপ্লায়েন্স অডিটররাই (যেমন: বিএসসিআই) কঠোরভাবে তদারকি করে। বায়ারের দেশের আইন মানলেই যেখানে পণ্য রপ্তানি হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ সরকারের অহেতুক লাইসেন্সিং কেবল দুর্নীতি ও হয়রানিই বাড়ায়। এগুলো এসআরও জারি করে বাতিল করতে হবে।

তৃতীয়ত, 'ভ্যালু এডিশন' বা মূল্য সংযোজন পদ্ধতি চালু করা। বন্ডের জটিলতা বাদ দিয়ে ভ্যালু এডিশন পদ্ধতি চালু করতে হবে। এটি করা হলে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাচার বন্ধ হবে। বর্তমানে ব্যাংকে শতকোটি টাকার লিমিট থাকলে কাঁচামাল আমদানির নামে ওভার-ইনভয়েসিং করে অনায়াসেই টাকা পাচার করা সম্ভব। ভ্যালু এডিশন সিস্টেমে উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত হিসাব রাখলে সরকার লাভবান হবে, হয়রানি কমবে এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীরা টিকে থাকতে পারবে।

বন্ড সিস্টেমটা কেন বন্ধ করতে বলছেন? তৈরি পোশাক খাতের ক্ষেত্রে তো একসময় বন্ড সিস্টেম বা ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

একসময় তো অ্যানালগ ফোনও গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কিন্তু এখন তো আর তার ব্যবহার নেই। এখন তো ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির প্রয়োজনই নেই, কারণ এর চেয়ে সহজ সিস্টেম চলে এসেছে। আমরা এখন ডিএ (ডকুমেন্টারি এক্সেপট্যান্স) বা চুক্তির বিপরীতে সরাসরি মাল আনতে পারি। বন্ড সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আমদানিকৃত কাঁচামাল যেন স্থানীয় বাজারে বিক্রি না হয়ে রপ্তানি হয়, তা নিশ্চিত করা। আমি মনে করি, বন্ডের বদলে শুধু 'ভ্যালু এডিশন' বা মূল্য সংযোজন পদ্ধতি চালু করলেই এই উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

বর্তমানে বন্ডের যে নিয়ম, তাতে কয়টা জুতার ফিতা বা কয়টা ওয়াশার আমদানি করলাম, তার হিসাব গুনে গুনে বন্ড কর্মকর্তাদের বোঝাতে হয়। তাদের ১৫-২০ পৃষ্ঠার ইউপি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রিপোর্ট দিতে হয়। এই জটিল হিসাব তারা বুঝুক বা না বুঝুক, ঘুষের বান্ডিল ভারী হলেই তাদের কাছে সব ঠিক।

এ অযৌক্তিক নজরদারির কারণে ব্যবসায়ীদের সময়, টাকা ও মেধা সব কিছু সরকারি কর্মকর্তাদের পেছনেই নষ্ট হচ্ছে। ফলে উৎপাদনে বা ক্রেতা খোঁজার কাজে মনোযোগ দেওয়ার সময় পাওয়া যাচ্ছে না। এর চেয়ে ভ্যালু এডিশন পদ্ধতি অনেক সহজ। এনবিআরের 'অ্যাসাইকুডা' সিস্টেমে খুব সহজেই দেখা যায় আমি কত টাকার মাল আনলাম আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে দেখা যায় কত টাকার মাল রপ্তানি করলাম। এ সহজ পদ্ধতি রেখে ব্যবসায়ীদের হয়রানি করার কোনো মানে হয় না। যারা হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার করে, তারা এ ব্যবস্থায় স্মার্ট বলে বিবেচিত হয়, আর আমরা যারা সৎভাবে ব্যবসা করে ২-৫ সেন্ট লাভের জন্য দিনরাত লড়াই করি, তারা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হই।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে ভিয়েতনাম, ভারত ও ইথিওপিয়ার তুলনায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?

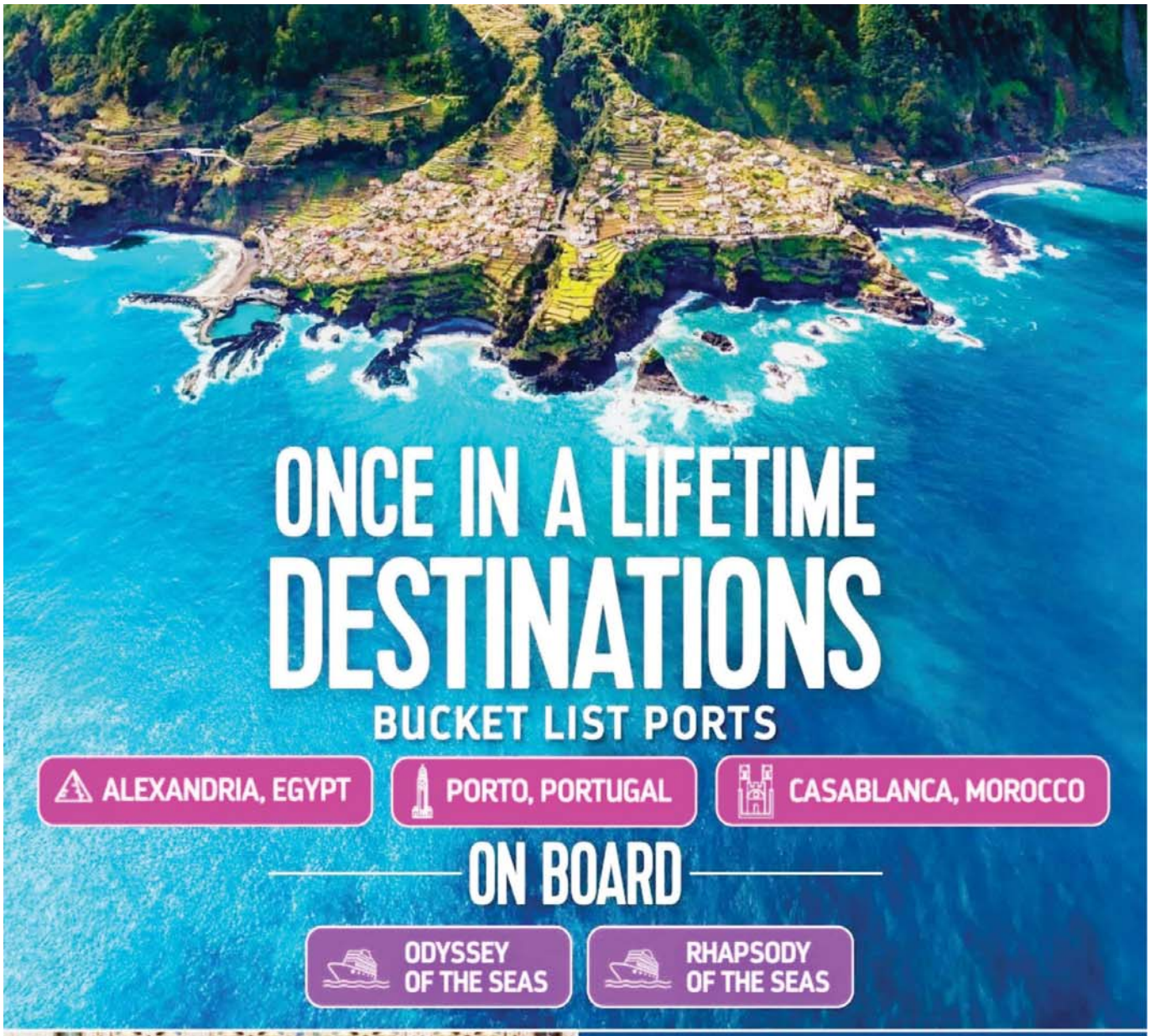
ভিয়েতনাম আমাদের অনেক পরে শিল্পায়ন শুরু করেছে। আমরা ৯০-এর দশক থেকেই জুতা রপ্তানি শুরু করেছিলাম এবং তখন আমাদের রপ্তানি আয় ছিল ১ বিলিয়ন ডলার। আজও আমরা সেই ১ বিলিয়নেই আটকে আছি।

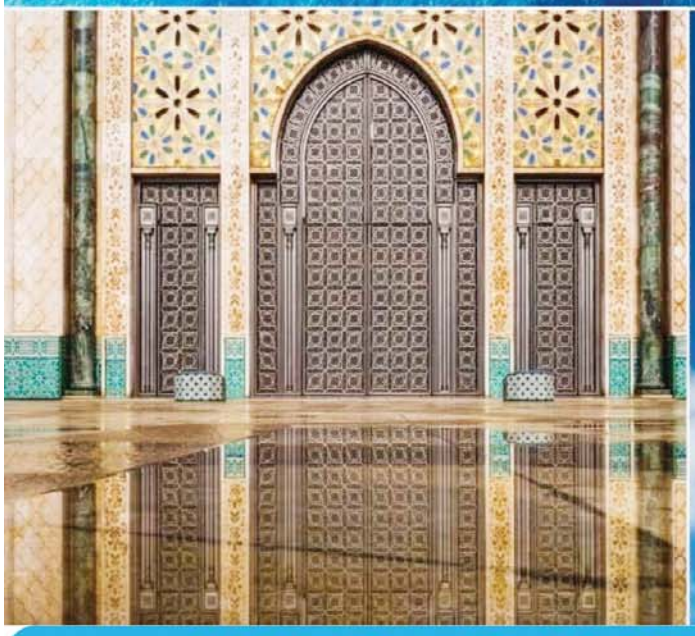
অন্যদিকে, ২০০০ সালের পর যাত্রা শুরু করে ভিয়েতনাম এখন বছরে ৪০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করছে, যেখানে তাদের জনসংখ্যা মাত্র ৭ কোটি। আর আমরা ১৮ কোটি মানুষ জোড়াতালি দিয়ে ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করছি, যার আবার বড় অংশই কাঁচামাল আমদানির খরচ।

ভিয়েতনামের এগিয়ে যাওয়ার মূল কারণ তাদের সহজ পলিসি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা না থাকা। আপনি ইন্টারনেটে খুঁজলেই ভিয়েতনামে ব্যবসা করার নিয়মকানুন পরিষ্কারভাবে পেয়ে যাবেন।

আর আমাদের দেশের অইন এতই অস্পষ্ট যে, বিনিয়োগকারীরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান। আমরা একসময় ভিয়েতনামের চেয়ে ভালো অবস্থায় ছিলাম, আর এখন আমাদের তুলনা করা হয় নেপাল, ভুটান বা আফগানিস্তানের সঙ্গে। এ পরিস্থিতির কারণে তরুণ প্রজন্ম বা আমাদের সন্তানরাও আর ব্যবসায় আসতে চাইছে না।









USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

পুনশ্চ বনলতা সেন পাঠ ও প্রতিপাঠ

খোন্দকার কাওসার আহমেদ

'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'– এটি জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন'-এর অনন্য এক পঙক্তি। 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'– এ অংশটি শুধু কাব্যিক ভাষায় বিন্যস্ত, এখানে শক্ত কোনো আলঙ্কারিক প্রয়োগ ঘটেনি; তাই বুঝে নিতে তেমন কষ্ট হয় না– এর ভাব অনায়াসে অনুভবে ধরা দেয়। আমরা অনুভব করতে পারি যে, কবি অতিশয় 'ক্লান্ত'– কিন্তু কেন? এ কেনোর উত্তরেই লুকিয়ে আছে নিদারুণ এক 'কবিত্ব' শক্তি– প্রগাঢ় অনুভবের ব্যাপার, যা হতে পারে নানাভাবেই চর্চিত। অপর অংশটি, অর্থাৎ 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'– চটজলদি অনুভবে ধরা দেয় না, কারণ তা অলঙ্কৃত; ফলে তার অন্তর্গত ভাবটি ধরার জন্য অলঙ্কারের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রয়োজন।

'চারিদিকে জীবনের...' এটুকু বলে থেমে গেলে আরও কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, কারণ কথাটা অসম্পূর্ণ। এবং অনিবার্য এক জিজ্ঞাসা তৈরি হয়– চারিদিকে জীবনের কী? কবির উত্তর: 'সমুদ্র সফেন'। কবি সরাসরি বললেন না যে চারিদিকে জীবনের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, হতাশা, ব্যর্থতা, না-পাওয়ার গ্লানি ইত্যাদি– যা কবিকে নিরন্তর 'ক্লান্ত' করে থাকে। বললেন সমুদ্র সফেনের কথা– অর্থাৎ কবি তার অনুভূতিকে সঞ্চারিত করলেন জাগতিক বস্তুগত জিনিসের মধ্যে–'সমুদ্র সফেন'।

ব্যক্তি যখন তার অনুভূতিকে সরাসরি প্রকাশ না করে বস্তু বা কোনো ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ করে, তখন তাকে বলা হয় 'অবজেক্টিভ কোরেলেটিভ'– কাব্যজগতে এ ধারণার প্রবর্তন করেন টি. এস. এলিয়ট। সাইকোলজির ভাষায় একে 'প্রজেকশন' বা 'প্রক্ষেপণ' বলা হয়ে থাকে। কবিতায় নানাভাবেই অবজেক্টিভ কোরেলেটিভ কিংবা প্রজেকশনের প্রয়োগ হতে পারে। যেমন, এখানে আমরা 'অ্যালেগোরি' ও 'মেটাফোর'-এর কথা বলতে পারি– যদিও দুটোই রূপক।

জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার আলোচ্য পঙক্তিতে প্রযুক্ত 'সমুদ্র সফেন' একটি মেটাফোর– চূড়ান্ত বিচারে রূপক অলংকার। রূপকটির অবগুণ্ঠন আস্তে করে সরিয়ে নিলে পঙক্তিটির মূলভাব স্পষ্ট হতে পারে। 'সফেন' শব্দের অর্থ ফেনাময়, অসংখ্য বুদ্বুদ। আক্ষরিক দিক থেকে 'সমুদ্র সফেন' কথাটির অর্থ হচ্ছে: 'সমুদ্রের অজস্র ফেনা'– সেটাই কি কবি তার জীবনের চারিদিকে দেখেছেন? না, তা কিন্তু নয়। তাহলে কী?

সাগরে বিপুল একটা ঢেউ উত্থিত হয়, তারপর তা বাতাসের প্রবাহে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ে সাগরের তীরে। এরপর ঢেউটা সাগরের ঢাল, বাতাসের প্রবাহ ও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে তীর থেকে তীব্র গতিতে সাগরের দিকে যেতে থাকে– ইতিমধ্যে সাগরে উত্থিত আরেকটা ঢেউ প্রচণ্ড গতিতে তীরের দিকে আসতে থাকে। দুই দিক থেকে ছুটে আসা তীব্র গতির দুই ঢেউ সাগরের মাঝে কোনো একখানে পরস্পর মুখোমুখি প্রচণ্ড রকম ধাক্কা খায়, ফলে উথলে ওঠা পানিতে বাতাসের প্রভাবে তৈরি হয় অৎস্র ফেনা বা বুদ্বুদ– যেগুলো কবির ভাষায় 'সমুদ্র সফেন'।

'মেটাফোর' বা রূপকের উক্ত ব্যবচ্ছেদের ফলে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, তীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাওয়া ঢেউটি কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব; আর সাগর থেকে উঠে আসা ঢেউটি বহির্দ্বন্দ্ব– দুই দ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন কবির যেসব



জীবনানন্দ দাশ

জীবনযন্ত্রণা, তা-ই হতে পারে 'সমুদ্র সফেন'– যা কবিকে করেছে অশেষ 'ক্লান্ত'।

চতুর্দিকের সে সমস্ত জীবনযন্ত্রণা, যার দরুন এ অশেষ ক্লান্তি–তা-ই হতে পারে জীবনানন্দ দাশের কাব্যিক ভাষ্য: 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।'

দুই.

সম্প্রতি আমার এক ছাত্র ফ্রান্স-প্রবাসী পিনাকী ভট্টাচার্যের একটি ভিডিও পাঠিয়েছে। মনোযোগ সহকারে দেখলাম ও শুনলাম। বুঝলাম, পিনাকী ভট্টাচার্য বেশ কসরত করেই ভিডিওটা বানিয়েছেন।

'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'– এ পঙক্তি নিয়ে আলোচনার কথা বললেও পিনাকী আটকে ছিলেন 'ক্লান্ত' শব্দটিতে। 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন' নিয়ে কোনো কথা ছিল না। আর 'ক্লান্ত' শব্দের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যেভাবে হোমার, বোদলেয়ার, ভরতিহরি, কামু, গৌতম, এলিয়েট, গিলগামিশ, সিসিফাস, দেমোদোকাস, ভার্জিল, টেনিসন, জয়েস প্রমুখের কথা বলে গেলেন; শেষমেশ তার আলোচনার সারনির্যাস মনোযোগ সহকারে শোনার পরও মনে রাখতে ব্যর্থ হলাম– মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল! স্বীকার করছি আমার ব্যর্থতা।

সাহিত্য সমালোচনার নানা পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিগত দিক থেকে পিনাকী ভট্টাচার্যের 'বনলতা সেন' কবিতার ভিডিওটিকে বলা যেতে পারে তুলনামূলক সমালোচনা। কিন্তু তাতে ঘটেছে অতিমাত্রায় ইন্টেলেকচুয়ালাইজেশন।

আমাদের দেশে তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার কিছু বিপত্তি আছে, যেমন : এ ধরনের আলোচনা শিক্ষিত অপাঠক (!) শ্রেণির মাথার ওপর দিয়ে চলে যেতে পারে; এবং সুচতুর কোনো আলোচক ভুলভাল তথ্য দিয়ে বিস্তর পাণ্ডিত্য ফলাতে পারেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায় জনৈক আলোচক টি. এস. এলিয়টের কালজয়ী সৃষ্টি 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' কবিতার প্রসঙ্গ আনলেন। বললেন যে, এই কবিতার ন্যারেটর বা কথক হচ্ছেন 'টাইরেসিয়াস'– এরই সূত্র ধরে তিনি নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতার ন্যারেটর বানালেন শিবকে; যা অযৌক্তিক ও অশোভনীয়। এরপর তিনি যে মারাত্মক ভুলভাল তথ্য দিলেন, তা হলো: গ্রিক মিথলজির অন্যতম নাটকীয় ও রহস্যময় চরিত্র টাইরেসিয়াস নাকি অর্ধেক মানব ও অর্ধেক মুরগি বিশিষ্ট! মজার বিষয় হলো, আয়োজনে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা তার আলোচনা নির্বিবাদে শুনে গেলেন!

প্রসঙ্গত বলে রাখি, ওপরের '০১' নম্বর অনুচ্ছেদে 'বনলতা সেন' কবিতার 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন' পঙক্তি নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে; তা রূপাশ্রয়ী সমালোচনা। এ ধরনের সমালোচনা ব্যক্তিগতভাবে আমার পছন্দ।

তিন.

আমার কাছে মনে হয়, 'কবিতা' একটি রঙিন ঘুড়ির মতো। যে-ই কবিতার ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তার হাতেই ঘুড়ির লাটাই চলে যায়– আর সে মহানন্দে ঘুড়ি ওড়াতে থাকে। ভাবের সুতা ছিঁড়ে গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ তখন সেই সুতা-কাটা ঘুড়ির পেছনে দৌড়ানোর মাঝেই রয়েছে অন্যরকম এক আনন্দ। হাতের লাটাই আর উড়ন্ত ঘুড়ির মাঝে স্বাভাবিক নিয়মের যে সুতাটা থাকে, তার সাথে নতুন আরেকটা সুতা যুক্ত করা যেমন অসম্ভব কারবার; তেমনি কাউকে লাইন ধরে ধরে কবিতার ভাব বোঝানোটাও অবান্তর। কবিতার ভাব চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়; পাঠক তার স্বকীয় মহিমায় কবিতার ভাব আস্বাদন করবে। তাই কবিতার কাঠখোট্টা আলোচনার চেয়ে আগে স্বকীয় মহিমার স্বাধীন ও মননশীল পাঠক তৈরির আলোচনাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। দেশে আজকাল কবিতার চেয়ে প্রকৃত কবিতা পাঠকের আকালই বেশি।

আমার কাছে মনে হয়, 'কবিতা' একটি রঙিন ঘুড়ির মতো। যে-ই কবিতার ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তার হাতেই ঘুড়ির লাটাই চলে যায়– আর সে মহানন্দে ঘুড়ি ওড়াতে থাকে। ভাবের সুতা ছিঁড়ে গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ তখন সেই সুতা-কাটা ঘুড়ির পেছনে দৌড়ানোর মাঝেই রয়েছে অন্যরকম এক আনন্দ। হাতের লাটাই আর উড়ন্ত ঘুড়ির মাঝে স্বাভাবিক নিয়মের যে সুতাটা থাকে, তার সাথে নতুন আরেকটা সুতা যুক্ত করা যেমন অসম্ভব কারবার; তেমনি কাউকে লাইন ধরে ধরে কবিতার ভাব বোঝানোটাও অবান্তর। কবিতার ভাব চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়; পাঠক তার স্বকীয় মহিমায় কবিতার ভাব আস্বাদন করবে। তাই কবিতার কাঠখোট্টা আলোচনার চেয়ে আগে স্বকীয় মহিমার স্বাধীন ও মননশীল পাঠক তৈরির আলোচনাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। দেশে আজকাল কবিতার চেয়ে প্রকৃত কবিতা পাঠকের আকালই বেশি।

বাঙালির আত্মপরিচয়ের সাহিত্যরথী

জসীম উদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ'

জাকিয়া নূর মতিন

উনবিংশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের শুরুতে আইরিশ সাহিত্য অঙ্গনে একটি পুনর্জাগরণ ঘটেছিল যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যের আগ্রাসন থেকে আইরিশ সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখার একটা আন্দোলন। একে 'কেলটিক রিভাইভাল'ও বলা হয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে আইরিশ লোক-গাঁথা, পৌরাণিক কাহিনি, ও আইরিশ ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ঠিক একই সময়ে বাংলা সাহিত্যে যখন ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং শহরের সাহিত্য যখন বাংলা সাহিত্যের অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছিল, সেই সময় আধুনিকতাকে পাশ কাটিয়ে গ্রাম বাংলার জীবন, প্রেম ও বিরহকে নানা আখ্যানের মাধ্যমে এঁকেছেন পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন।

'নকশী কাঁথার মাঠ' কবির তেমনই এক আখ্যানকাব্য যা প্রেম ও বিরহের গল্পের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনধারা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে, যা সাহিত্যকর্মটিকে নিঃসন্দেহে বাঙালির গ্রামীণ আত্মপরিচয়ের ধারক হিসেবে উপস্থাপন করে। আরেকভাবে বলা যায়, বিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যে স্রোত বইছিল, এটি সেই স্রোতের বিরুদ্ধে বাঁধ দিয়ে নিজস্ব সম্পদ রক্ষার একটা চেষ্টা যেন। তাই বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে এই বইটি পুনঃ পুনঃ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অসীম।

আখ্যানের শুরুতেই দুটি গ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায় যা ধু ধু মাঠ দ্বারা বিভক্ত। আর আছে জলীর বিল যেখানে দুই গ্রাম থেকে আসা দু'টি পথের মিলন ঘটেছে। গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনে সংঘাত বা বিবাদ রয়েছে। তারপরও তারা মিলেমিশে পাশাপাশি অবস্থান করছে– এই চিত্র যেন তারই বর্ণনা।

'এ গাঁর লোকে দল বাঁধিয়া ও গাঁর লোকের সনে,
কাইজ্জা ফ্যাসাদ করেছে যা জানেই জনে জনে।
এ গাঁর লোকও করতে পরশ্রম ও গাঁর লোকের বল,
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।
তবুও ভাল, এ গাঁও ও গাঁও, আর যে সবুজ মাঠ
মাঝখানে তার ধুলায় দোলে দুখান দীর্ঘল বাঁট,
দুই পাশে তার ধান কাউনের অথই রঙের মেলা,
এ গাঁর হাওয়ায় দোলে দেখি, ও গাঁয় যাওয়ার ভেলা।'

আমেরিকান আধুনিক কবি রবার্ট ফ্রস্ট-এর Good fences make good neighbors ধারণাটি এখানে অনুপস্থিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের চেয়ে সমষ্টিগত জীবনে অভ্যস্ত গাঁয়ের মানুষ প্রতিবেশীর মাঝে কোনো দেয়ালের অস্তিত্ব অন্তত না। শুধু যে দু'টি গ্রামের মানুষ পাশাপাশি মিলেমিশে অবস্থান করছে তাই-ই নয়, আখ্যানের তৃতীয় অধ্যায়ে সাজুর বর্ণনায় যেসব উপমা দেওয়া হয় তাতে গ্রামীণ জীবনে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রিত রূপটি দেখতে পাওয়া যায়।

'তুলসী-তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।
তুলসী-ফুলের মঞ্জুরি কি দেব দেউলের ধূপ!
জ্বলছে সোনার পঞ্চ প্রদীপ কার বা পূজা বয়ে।
মোর কথা যদি মনে পড়ে তবে পবির সিন্ধুরখানি।'

আবার অনাবৃষ্টির কারণে দরগায় সিন্নি দেওয়া বা 'নাইলা গানের ঝঙ্কার'–ইত্যাদি বিষয়গুলো কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পরিচয় বহন করে না। বৈশাখ বা চৈত্রের খরায় যখন মাঠ ঘাট ও জলাশয় শুকিয়ে যায় তখন কৃষকেরা বৃষ্টির প্রার্থনায় এই গান গায়। অপরদিকে গ্রামের নারী ও শিশুরা বউলা বিয়ের গান নামে একটি গান গাইত যা মেঘনারীর গান নামেও পরিচিত। বৃষ্টির প্রার্থনায় কুলা অথবা বদনা হাতে গ্রামের নারী ও শিশুরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে আর গান গায়।

'বারো মেঘের নামে নামে এমনি ডাকি ডাকি,
বাড়ি বাড়ি চলল তারা মাগুন হাঁকি হাঁকি।
কেউবা দিল এক পোয়া চাল, কেউবা ছটাকখানি,
কেউ দিল নুন, কেউ দিল ডাল, কেউবা দিল আনি।'

চেক ভাষার লেখক দুশান জভাভিতেল বলেন, জসীম উদ্‌দীন গ্রাম্য গান নকল করেন তা মনে করলে একেবারে ভুল হবে। লোকসাহিত্যের উপমা নিজের কবিতু শক্তি দিয়ে বদলিয়ে তিনি তাদের নতুন মানে সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য যে আখ্যানটি লেখার আগে কবি ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহের জন্য কিছুদিন উক্ত অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন। এ গীতিকার একটা প্রভাব দেখা যায় এই কাব্যে লেখা

> আখ্যানের নামকরণে যে নকশী কাঁথার উল্লেখ আছে তা মূলত বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য। গ্রামের নারীদের সৃজনশীলতা আর আবেগ অনুভূতির প্রতীক। নকশী কাঁথা সেলাইয়ের মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার নারীরা অতি যত্নের সাথে নিজ নিজ সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের অবসর সময় কাটান



গানগুলোর মধ্যে। এ গানগুলো আধুনিকতা বর্জিত গ্রামীণ বাংলা সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে যা কোনো ধর্মীয় বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। লোকগানগুলি বাংলার মানুষের কাব্য ও সুরের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও ভাবনার প্রকাশ করে। আবার আইরিশ আন্দোলনের কবি ইয়েটস যেমন তাঁর কবিতায় কেলটিক আধ্যাত্মিকতাকে তুলে ধরে সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছেন, নকশী কাঁথার মাঠ-এর কবিও যেন একই চেষ্টা করে গেছেন।

আখ্যানটির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে রূপাই এবং সাজুর যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তাতে রূপাইয়ের পাশাপাশি সাজুকে কোথাও কম করে দেখান নাই। রূপাই যেমন লাঠিখেলা এবং জারিগানে পারদর্শী সাজুও তেমনি নানাবানা এবং পিঠা বানানোতে দক্ষ। এ দক্ষতায় নারী-পুরুষ কেন্দ্রিক কোনো রকম সংঘর্ষ অনুপস্থিত।

রূপাই এর বর্ণনা :

'আখাড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানি,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দ্রী-বেত' যেন ও সকল কাজেই লাগে।'

রূপাই এর বর্ণনার মধ্যে বাংলার পুরুষের সাহসী ও দামাল রূপটি দেখা যায়। ফর্সা, গৌরবের স্মৃতি না, বরং কালো বরনের জয়গান করা হয়েছে এখানে। নিজ মাটিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষায় যে বীরত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে তা বাংলার তরুণদের বীরত্বের প্রতীক বলা যায়।

সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরণ চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।

সাজুর বর্ণনা :

'তাহার মতন চেকন 'সেওই' কে কাটিতে পারে,
নকশী করা 'পাকান পিঠায়' সবাই তারে হারে।
হাঁড়ির উপর চিত্র করা শিখেয়ে তোলা ফুল,
এই গাঁয়েতে তাহার মত নাইক সমতুল।'

গ্রামীণ পরিবেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা যে সমান এ বিষয়টিই এ বর্ণনায় উঠে আসে। সাজুর বাইরের রূপের পাশাপাশি তার স্বাধীন সত্তাকেও কবি এঁকেছেন নান্দনিকভাবে :

'পড়শিনা কয়, 'মেয়ে তো নয়, হলদি পাখীর ছা,
ডানা পেলেই পালিয়ে যেত, ছেড়ে তাদের গাঁ।'

গ্রামে যখন খরা চলছিল, তখন গ্রামের মেয়েরা বউনা বিয়ের গান করতে করতে মাগুন হেঁকে হেঁকে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গাঁয়ের ভালো মন্দে মেয়েরাও যে শামিল হতো– বিষয়টি এই বর্ণনায় উঠে এসেছে। অপরদিকে, রূপাই ও সাজুর মাঝে যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এতে গ্রামের লোকেরা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না এবং বিয়ের পর সাজুকে তার স্বামী এবং শ্বশুরের কাছে কোন বঞ্চনার শিকার হতে দেখা যায় না। রূপাই এবং সাজুর দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা– এটাই গ্রাম বাংলার শাশ্বত চিত্র।



For a limited time, receive **up to 20% off cruise fares and up to $750 in Onboard Credit per stateroom* —plus an additional $250 Onboard Credit when you book an Alaska sailing!**

Plus, with Always Azamara inclusions valued at over $4,500, along with longer stays in port, exclusive cultural performances, immersive destination experiences, and exceptional service from a crew that knows you by name, every cruise is designed to bring you closer to the people, places, and moments that matter most. Venture beyond the highlights, uncover hidden gems, and experience destinations with the time and depth they deserve.

Book by October 23, 2026, to take advantage of this exclusive offer.

ALWAYS + AZAMARA

OVER $4,500 IN VALUE - ALWAYS INCLUDED

- Variety of Dining Venues
- Beer, Wine, and Spirits
- Signature AzAmazing Evenings
- Onboard Gratuities
- Unlimited Self-Service Laundry

BOOK YOUR CRUISE: USBD TRAVELS & TOURS PH: 347-646-7979



USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

খবর www.khabor.com

ইরানের সঙ্গে সমঝোতা না হলে শীতে ইউরোপে তীব্র গ্যাস সংকটের শঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

হরমুজ প্রণালির অচলাবস্থা নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে কোনও চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে আসন্ন শীতে ইউরোপে তীব্র গ্যাস সংকট দেখা দিতে পারে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্যাস প্রতিবেদনে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছে প্যারিসভিত্তিক আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ)।

সংস্থাটি জানায়, আগামী বছরের শুরু পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকলে এবং মহাদেশটিতে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিলে ইউরোপের গ্যাস মজুত সক্ষমতা মাত্র ১০ শতাংশে নেমে আসতে পারে। সাধারণত মজুত ধারণক্ষমতার ৩০ শতাংশের নিচে নেমে গেলে ইউরোপীয় বাসাবাড়ি ও শিল্প-কারখানায় গ্যাস সরবরাহের গতি শ্লথ হতে শুরু করে। আইইএ সতর্ক করে বলেছে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে শীতের শেষের দিকের তীব্র ঠান্ডায় ইউরোপের জ্বালানি বাজার চরম ঝুঁকিতে পড়বে। একই সঙ্গে আগামী গ্রীষ্মে শূন্যপ্রায় মজুতাগারগুলো নতুন করে পূরণ করতে ইউরোপকে বড় ধরনের চাপে পড়তে হবে, যা যুদ্ধজনিত উচ্চ গ্যাসের দামকে দীর্ঘকাল চড়া রাখবে।

ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি ও হরমুজ সংকট

তবে এই পতনের পরও বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ইউরোপে গ্যাসের স্পট দাম আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯০ শতাংশ বেশি ছিল বলে উল্লেখ করেছে আইইএ।

অবরুদ্ধ সরবরাহ ও জার্মানির ঘাটতি

গত মার্চ থেকে হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকায় বিশ্বের মোট গ্যাস সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (২০ শতাংশ) অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

সৌদি আরব বা সংযুক্ত আরব আমিরাত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে পাইপলাইন দিয়ে বিকল্প পথ ব্যবহার করতে পারলেও কাতার তাদের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) অন্য কোনো পথে পাঠাতে পারছে না।

আইইএ জানিয়েছে, অক্টোবরের শেষ নাগাদও হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবহন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত থাকায় উত্তর গোলার্ধের আসন্ন শীতে এই ধাক্কা জ্বালানি বাজারকে আরও সংকুচিত করে তুলবে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের গ্যাস রপ্তানি বাড়ালেও তা দিয়ে কাতারের সরবরাহের শূন্যতা পুরোপুরি পূরণ হচ্ছে না। তদুপরি, ইউরোপীয় ক্রেতাদের চেয়ে বেশি দাম দিয়ে মার্কিন এলএনজি কিনে নিচ্ছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া।

এদিকে ইউরোপের প্রধান অর্থনীতি জার্মানির গ্যাস মজুত এখনো ধারণক্ষমতার দুই-তৃতীয়াংশের কম।



মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর হরমুজ প্রণালিতে ইরানের অবরোধ অবসানে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। এখন তিনি কীভাবে সেই অচলাবস্থা দূর করবেন, সেদিকেই তাকিয়ে আছে বিশ্ব।

গত মাসে বিভিন্ন প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, বুধবার থেকেই ইরানে নতুন করে বোমাবর্ষণ শুরু করতে পারেন ট্রাম্প। তবে মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস সোমবার জানিয়েছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ট্রাম্প জানিয়েছেন যে তিনি সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার আগে কূটনীতিকে আরও কিছুটা সময় দিতে চান।

ওদিকে, সোমবার কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনার পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে শান্তি আলোচনার অনুমোদন দিয়েছেন বলে দেশটির গণমাধ্যমে খবর এসেছে। এই খবরের পর তাৎক্ষণিকভাবে ইউরোপের বাজারে গ্যাসের দাম ১০ শতাংশেরও বেশি কমে প্রতি মেগাওয়াট-ঘণ্টা ৯৩ ইউরোর সামান্য ওপরে নেমে আসে।

অথচ শীত শুরুর আগে দেশটির অভ্যন্তরীণ আইন অনুযায়ী মজুত অন্তত ৮০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল। আইইএ সতর্ক করে বলেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই দুর্বল মজুত পরিস্থিতি মহাদেশটিকে প্রতিকূল আবহাওয়া ও বাজারের যেকোনো ধাক্কার মুখে আগের চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

গ্যাসের ঘাটতি নয়, সমস্যা চড়া দামে

তবে সম্ভাব্য সংকট নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন ফরাসি বহুজাতিক জ্বালানি জায়ান্ট টোটালএনার্জিসের প্রধান নির্বাহী প্যাট্রিক পুয়ানে। সোমবার তিনি বলেন, ইউরোপে হয়তো সরাসরি গ্যাস সরবরাহের ঘাটতি হবে না, তবে চরম মূল্য দিতে হবে।

পুয়ানে বলেন, "আমরা ধরে নিয়েছিলাম মানুষ আগেই আঁচ করতে পারবে যে গ্যাসের দাম দ্রুত বাড়বে। কিন্তু বাজার এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাল যেন এই গ্রীষ্মেই যুদ্ধ থেমে যাবে।" তিনি আরও বলেন, "বাস্তবতা হলো, অন্যদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি দাম দিয়ে জ্বালানি কিনতে হবে, হিসাব খুবই সাধারণ।"



গাম্বিয়া ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর আইসিজেতে মামলাটি করে

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার রায় ১৯ নভেম্বর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার করা ঐতিহাসিক মামলার রায় ঘোষণা হবে আগামী ১৯ নভেম্বর। মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিজে জানিয়েছে, নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে এ আদালতের পিস প্যালেসে ১৯ নভেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় শুরু হবে প্রকাশ্য অধিবেশন। সেখানে আদালতের প্রেসিডেন্ট বিচারক ইওয়াসাওয়া ইউজি রায় পড়ে শোনাবেন।

জাতিসংঘের সর্বোচ্চ এই আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে করা মামলাটি 'গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার' মামলা নামে পরিচিত। ১১টি দেশ এ মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছে।

রয়টার্স লিখেছে, গাম্বিয়া ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর আইসিজেতে মামলাটি করে। দেশটির অভিযোগ, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে দেশটির সেনাবাহিনীর অভিযান ছিল গণহত্যা।

ওই অভিযানের মুখে অন্তত ৭ লাখ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সব মিলিয়ে এখন প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে শরণার্থী জীবন কাটাচ্ছে।

হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে)।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওই অভিযানে কতটা ব্যাপক মাত্রায় হত্যা, ধর্ষণ ও জ্বালাও-পোড়াও চালিয়েছে, তার ভয়াবহ বিবরণ এসেছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কথায়।

জাতিসংঘের মিয়ানমারবিষয়ক তথ্যানুসন্ধান মিশনও বলেছে, ওই অভিযানে 'গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড' সংঘটিত হয়েছিল। তবে মিয়ানমার গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। দেশটির দাবি, ওই অভিযান ছিল সন্ত্রাসবিরোধী বৈধ কার্যক্রম।

এ মামলায় গাম্বিয়া আদালতের কাছে মিয়ানমারকে গণহত্যা সনদের অধীন বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ এবং ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ চেয়েছে।

একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ আর না ঘটার নিশ্চয়তা দেওয়ারও আবেদন করেছে দেশটি। আদালতের এখতিয়ারের ভিত্তি হিসেবে গাম্বিয়া ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদের নবম অনুচ্ছেদের কথা বলেছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সনদ বাস্তবায়ন বা ব্যাখ্যা নিয়ে রাষ্ট্রগুলোর বিরোধ আইসিজেতে তোলা যায়। গাম্বিয়ার আবেদনের সঙ্গে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও ছিল। ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি আদালত মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সনদে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

পাশাপাশি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রমাণ সংরক্ষণ এবং এ বিষয়ে নেওয়া পদক্ষেপের প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গাম্বিয়া ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর আইসিজেতে মামলাটি করে।

গাম্বিয়া সাত বছর আগে মামলার লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পর মিয়ানমার আদালতের এখতিয়ার ও মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল।

২০২২ সালের ২২ জুলাই রায়ে আদালত জানায়, মামলাটি শুনানির এখতিয়ার তাদের রয়েছে এবং গাম্বিয়ার আবেদন গ্রহণযোগ্য। এরপর মিয়ানমার তাদের জবাবি লিখিত বক্তব্য জমা দেয়। গাম্বিয়া ও মিয়ানমার পর্যায়ক্রমে নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে।

কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, মালদ্বীপ, স্লোভেনিয়া, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, বেলজিয়াম এবং আয়ারল্যান্ড–এই ১১টি দেশ এ মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছে।

গণহত্যা প্রমাণের কঠিন আইনি মানদণ্ড

রয়টার্স লিখেছে, আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যার অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন। কারণ, কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হত্যা বা নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে–এমনটি প্রমাণ করাই যথেষ্ট নয়।

অভিযোগকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে, অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে কোনো জাতীয়, নৃতাত্ত্বিক, ধর্ম বা বর্ণের গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে। ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদে এই অভিপ্রায়কে গণহত্যার অন্যতম মূল উপাদান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক দশকের বেশি সময় পর এবং ইতিহাসে মাত্র তৃতীয়বারের মত আইসিজে গণহত্যা-সংক্রান্ত কোনো মামলায় রায় দিতে যাচ্ছে। এ রায় ভবিষ্যতে আদালতে ওঠা গণহত্যার মামলাগুলোর ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে। এর মধ্যে গাজায় গণহত্যার অভিযোগে দক্ষিণ আফ্রিকার করা মামলাও রয়েছে। ইসরায়েল ওই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীন রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা নিয়ে সিদ্ধান্ত দেয়। এটি ব্যক্তির ফৌজদারি বিচার করে না। আদালতের রায় চূড়ান্ত এবং এর বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের জন্যও এই মামলা গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে আলোচনা চললেও তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

রয়টার্স লিখেছে, এ মামলার রায় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচারিক মূল্যায়ন এবং মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় দায় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে হ্যালোইন উইকেন্ডে সহিংসতায় অন্তত ১৩ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে হ্যালোইন উৎসবকে ঘিরে ব্যাপক বন্দুক সহিংসতায় অন্তত ১৩ জন নিহত ও ৯০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন।

দেশজুড়ে একাধিক গোলাগুলির ঘটনায় উৎসবের আনন্দ ম্লান হয়েছে।

সিএনএন জানিয়েছে, এসব সহিংসতাগুলো হ্যালোইনের পাশাপাশি ফুটবল খেলা ও কলেজ পার্টির মতো শরৎকালীন বিভিন্ন আয়োজনের সময় ঘটেছে। এটি কয়েক বছরের মধ্যে অন্যতম সবচেয়ে সহিংস হ্যালোইন উইকেন্ড ছিল। হ্যালোইনের আগের দিন সন্ধ্যা রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার ফেয়ারফিল্ডের এক দোকানে মৃত্যুর প্রথম ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, 'স্পিরিট হ্যালোইন' নামের এক দোকানে নির্বিচার গুলির ঘটনায় ৩১ বছর বয়সী এক গর্ভবতী নারী নিহত হন।

হ্যালোইনের দিন শনিবার রাতে অ্যালাবামার বার্মিংহামে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুটি গুলির ঘটনা ঘটে। নগরীটিতে অ্যালাবামা স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং অ্যালাবামা এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটির মধ্যকার 'ম্যাজিক সিটি ক্লাসিক' ফুটবল ম্যাচ শেষ হওয়ার কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। লিজিয়ন ফিল্ড স্টেডিয়ামের কাছে প্রথম গুলিবর্ষণের ঘটনায় একজন নিহত ও আরও আটজন আহত হন। কিছুক্ষণের মধ্যে নিকটবর্তী এক দোকানে গুলিবর্ষণের ঘটনায় আরও ছয়জন আহত হন।

এভারেস্টের কাছে দুই হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে পর্যটক নিহত



আন্তর্জাতিক ডেস্ক

নেপালের মাউন্ট এভারেস্ট অঞ্চলে অবতরণের চেষ্টার সময় দুটি হেলিকপ্টারের মধ্যে সংঘর্ষে এক পর্যটক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

মঙ্গলবার মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পের ঠিক নিচের একটি এলাকায় অবতরণ করতে গিয়ে হেলিকপ্টার দুটি সংঘর্ষে জড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪ হাজার ২০০ মিটার (১৩ হাজার ৭৮০ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত ফেরিচে গ্রামে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, নিহত ব্যক্তি ৪৭ বছর বয়সী এক ভারতীয় নাগরিক। তিনি চেন্নাইয়ের বাসিন্দা ছিলেন বলে নিশ্চিত করেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। আহতদের মধ্যে একজন নিউজিল্যান্ডের নাগরিক এবং অন্যজন নেপালি পাইলট। তবে দুটি হেলিকপ্টারে মোট কতজন আরোহী ছিলেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, সংঘর্ষের পর হেলিকপ্টার দুটি মাটিতে আছড়ে পড়ার সময় নিচে থাকা এক ডজনেরও বেশি মানুষ প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাচ্ছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার ২০ হাজার ব্যালট বাতিলের দাবি ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেরদিন সোমবার দেশটির সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের ২০ হাজারেরও বেশি নিবন্ধিত ভোটারের ব্যালট গণনা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার একটি আবেদন দ্রুত খারিজ করে দিয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের অভিযোগ অনুযায়ী, ডাকযোগে পাঠানো এসব ব্যালটের ভোটারদের মার্কিন নাগরিক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ আদালত বরাবর করা আবেদনে জানিয়েছিল, যেন ক্যালিফোর্নিয়ার নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা ডাকযোগে আসা ২০ হাজার ব্যালট পৃথক করে রাখেন, কারণ এসব আগাম ভোট অবৈধভাবে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা ট্রাম্প প্রশাসনের। কিন্তু বিচারপতিরা বিচার বিভাগের এই জরুরি আবেদনটি জমা পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা নাকচ করে দেন, জানিয়েছে রয়টার্স। এর ফলে মঙ্গলবার মধ্যবর্তী নির্বাচন শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে বিতর্কিত ব্যালট নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের তোলা দাবিগুলো খারিজ হয়ে গেল।

এসব ব্যালট গণনার বাইরে রাখা হলে তা হাজার হাজার ভোটারের ওপর প্রভাব ফেলতে এবং নির্বাচনের ফলাফলের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারত। রয়টার্স লিখেছে, সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তটি ট্রাম্পের জন্য আরও একটি পরাজয় হিসেবে গণ্য হল। আর ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন তার বিপাবলিকান দলীয় সঙ্গীরা মার্কিন কংগ্রেসের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার লড়াইয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখোমুখি হচ্ছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল অঙ্গরাজ্য ও এটি ডেমোক্র্যাটদের শক্ত ঘাঁটি। এই অঙ্গরাজ্যে প্রায় দুই কোটি ৬০ লাখ মানুষ ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত আছেন। মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে ক্যালিফোর্নিয়ার ৫২টি আসন আছে, যা অন্য যে কোনো অঙ্গরাজ্যের তুলনায় বেশি। ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন যে, ভোটার জালিয়াতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে আর ডেমোক্র্যাটরা অভিবাসীদের অবৈধভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে নির্বাচন চুরি করছে। এর জন্য তিনি অনেকাংশে ডাকযোগে ভোটদান পদ্ধতিকে দায়ী করেন, যা অনেক ডেমোক্র্যাটিক অঙ্গরাজ্যে অনুমোদিত। ট্রাম্প প্রশাসন অনাগরিকদের কথিত ভোট দেওয়ার বিষয়ের ওপর নজরদারিও জোরদার করেছে। কিন্তু একাধিক গবেষণা ও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের নিরীক্ষায় দেখা গেছে, অনাগরিকসহ নিবন্ধিত ভোটার নন, এমন ব্যক্তিদের ভোট দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। নির্বাচনী কর্মকর্তাদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে এবং নির্বাচনের ফলাফলের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইছে। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি নিম্ন আদালত নির্বাচনী কর্মকর্তাদের এ অবস্থানের পক্ষে রায় দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের স্বাধীনতা নিয়ে জাতিসংঘে উদ্বেগ

হুমকি ও নিষেধাজ্ঞার নিন্দা



শিবীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) বিচারক ও কৌসুলিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, হুমকি এবং চাপ প্রয়োগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ। আদালতের স্বাধীনতা নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বলে সতর্ক করেছেন আইসিসির প্রেসিডেন্ট বিচারক তোমোকো আকানে। সোমবার (২ নভেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আদালতের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে তিনি বলেন, নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মধ্যেও আইসিসি তার বিচারিক দায়িত্ব স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আকানে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে কোভিড-১৯ মহামারির পর এই প্রথম তাঁকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সরাসরি উপস্থিত না হয়ে আগে থেকে ধারণ করা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য দিতে হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

আইসিসি প্রেসিডেন্ট বলেন, আদালতের বিচারিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তদন্ত, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, অভিযোগ গঠন, বিচার, আপিল এবং ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে এগিয়ে চলছে। প্রতিবেদনের সময়কালে ২৩ হাজার ৫০০-এর বেশি ভুক্তভোগী আদালতের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে সাত হাজারের বেশি ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন।

আকানে আরও জানান, বর্তমানে আদালতের ৩৪টি প্রকাশ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকরের অপেক্ষায় রয়েছে। এসব পরোয়ানা বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। রোম সংবিধির আওতায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালতে হস্তান্তরের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে বলেও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আইসিসির ভূমিকা ও আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আদালতের কার্যক্রম নিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মতপার্থক্যও উঠে আসে। তবে আদালতের স্বাধীনতা রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের দায়মুক্তি বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান আকানে। তিনি বলেন, আইসিসি আইন ও প্রমাণের ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারিক দায়িত্ব পালন করে যাবে।

আদালতের ভবিষ্যৎ এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশ্ব সম্প্রদায় কী ভূমিকা রাখে, ইতিহাস তা মূল্যায়ন করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের মতো গুরুতর অপরাধের বিচার করে। জাতীয় আদালত কোনো ক্ষেত্রে এসব অপরাধের বিচার করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হলে আইসিসি তার এখতিয়ার অনুযায়ী ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের পাঁচ বিচারক নির্বাচনে জাতিসংঘে ভোট

শিবীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক

জাতিসংঘের প্রধান বিচারিক সংস্থা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) পাঁচটি শূন্য পদে বিচারক নির্বাচনের জন্য আজ মঙ্গলবার ভোট দিচ্ছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ। পাঁচটি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নয়জন প্রার্থী। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ পৃথকভাবে এবং একই সময়ে এ নির্বাচন পরিচালনা করছে। নির্বাচিত হতে হলে একজন প্রার্থীকে উভয় পরিষদেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদে অন্তত আটটি ভোট এবং সাধারণ পরিষদে অন্তত ৯৭টি ভোট প্রয়োজন।

প্রতিদ্বন্দ্বী নয়জন প্রার্থী হলেন যুক্তরাজ্যের ড্যাপো আকান্দে,



ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া আলাব্রুন, জর্ডানের মাহমুদ দাইফাল্লাহ হামুদ, পেরুর লুজ দেল কারমেন ইবানেজ কারানজা, সিয়েরা লিওনের চার্লস চেরনর জাল্লোহ, সিঙ্গাপুরের রেনা লি, কেনিয়ার ফিবি ওকোওয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার জিন-হিউন পাইক এবং ইকুয়েডরের মার্সেলো ভাসকেজ-বারমুদেজ। আইসিজে ১৫ জন বিচারক নিয়ে গঠিত। বিচারকেরা নয় বছরের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতি তিন বছর পরপর পাঁচটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচনে বিজয়ী বিচারকেরা ২০২৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

আইসিজের বিচারক নির্বাচনে সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের ভোটের গুরুত্ব সমান।



যুক্তরাজ্যের নৌ ও বিমানবাহিনীকে ‘সন্ত্রাসী’ ঘোষণা ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা এমআই৬-কে ‘শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠী’ এবং দেশটির নৌবাহিনী ‘রয়্যাল নেভি’ ও বিমানবাহিনী ‘রয়্যাল এয়ার ফোর্স’ (আরএএফ)-কে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করেছে ইরান। লন্ডনের ‘শত্রুতামূলক’ ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রোববার (১ নভেম্বর, 20 Rome 6) তেহরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে।

ইরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত এক বছরে ইরানের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে। বিবৃতিতে তেহরান অভিযোগ করে, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক আগ্রাসনে যুক্তরাজ্য সরাসরি অংশ নিচ্ছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ এখতিয়ারাধীন বিভিন্ন সামরিক ও লজিস্টিক ঘাঁটি এবং সুবিধা ব্যবহার করতে দিয়ে লন্ডন এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অংশীদার হয়েছে।

এছাড়া, গত ১৩ জুলাই যুক্তরাজ্যের নতুন ‘স্টেট থ্রেটস অ্যাক্ট ২০২৬’ আইনের আওতায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসকে (আইআরজিসি) নিষিদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের জবাবে তেহরান এই আইনি ও কূটনৈতিক পাল্টা ব্যবস্থা নিল।

ইরানের আইন অনুযায়ী, মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক আইআরজিসি-কে সন্ত্রাসী ঘোষণার বিরুদ্ধে তেহরানের যে ‘পাল্টা প্রতিরোধ আইন’ রয়েছে, তার ভিত্তিতেই ব্রিটিশ নৌ ও বিমানবাহিনীকে সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর আগে জুলাই মাসে যুক্তরাজ্যের ওই নতুন আইনের অধীনে আইআরজিসি-কে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, যুক্তরাজ্যে কেউ আইআরজিসি-কে সহায়তা বা সমর্থন করলে তার সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

বোমা হামলার হুমকিতে ইউরোপজুড়ে ফ্লাইট বিঘ্নিত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইউরোপজুড়ে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজগুলোতে ধারাবাহিক বোমা হামলার হুমকির ঘটনায় জরুরি তল্লাশি চালানোর ঘটনা ঘটেছে, পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশর কাছে একটি বিমানবন্দর কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল আর রায়ানএয়ারের একটি উড়োজাহাজকে রোম পর্যন্ত পাহারা দিয়ে নিয়ে গেছে ইতালির বিমানবাহিনী। পরবর্তীতে মঙ্গলবারের এসব হুমকির সবগুলোই ভুয়া বলে প্রমাণ হয়েছে; জানিয়েছে আল জাজিরা। কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, অন্তত সাতটি ফ্লাইট ও ইসরায়েলগামী একটি প্রমোদতরীকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। পরে সবগুলো ফ্লাইটই নিরাপদে অবতরণ করেছে আর প্রমোদতরীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি চালিয়ে কোনো বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। হুমকির কারণে যে এয়ারলাইন্সগুলোর ফ্লাইট বিঘ্নিত হয়েছে সেগুলো হল রায়ানএয়ার, উইজ এয়ার, ক্যাভিনেভিয়ান এয়ারলাইন্স এবং পোলিশ বিমান সংস্থা এলওটি। আয়ারল্যান্ডের সাশ্রয়ী বিমান সংস্থা রায়ানএয়ারের বিভিন্ন গন্তব্যের চারটি ফ্লাইটকে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কেউ এর দায় স্বীকার করেনি আর কর্মকর্তারাও কাউকে দায়ী করেননি। সোমবার বুলগেরিয়াগামী একটি উড়োজাহাজ মাঝ আকাশে থাকাকালে একই ধরনের হুমকি পেয়ে পথ ঘুরে হাঙ্গেরিতে গিয়ে নামে।

বিমানবন্দর বন্ধ

পোল্যান্ডে ওয়ারশগামী দুটি ফ্লাইটকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। কোপেনহেগেন থেকে আসা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এসকে৭৫১ ওয়ারশর শোপেন বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে। শোপেন বিমানবন্দরে উড়োজাহাজটিতে তল্লাশি চালানোর সময় একটি রানওয়ে বন্ধ রাখা হয়েছিল।

পোলিশ বার্তা সংস্থা পিএপিকে এয়ারলাইন্সটির মুখপাত্র অ্যালেক্সান্ড্রা লিন্ডগ্রেন কাউকজি বলেছেন, “উড়োজাহাজটি স্বাভাবিকভাবেই অবতরণ করেছে। যাত্রীরা মেনে গেছেন। এটি কোনো জরুরি অবতরণ ছিল না।”

শিক্ষার্থীদের কাছে ই-সিগারেট বিক্রি, কুয়েতে ৫ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বাড়ির ভেতরে লাইসেন্সবিহীন মুদি দোকান চালিয়ে স্কুল শিক্ষার্থীদের কাছে ইলেকট্রনিক সিগারেট বা ই-সিগারেট বিক্রির অভিযোগে কুয়েতে ৫ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কুয়েতের সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমসে মঙ্গলবার প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, কুয়েত সিটির সাদ আল-আবদুল্লাহ এলাকায় দেশটির জেনারেল ডিপার্টমেন্ট অফ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন কর্মকর্তারা অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

তবে গ্রেপ্তারকৃতদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

খবরে বলা হয়, একটি স্কুলের কাছাকাছি অবস্থিত ওই দোকানে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে ইলেকট্রনিক সিগারেট বিক্রির খবর পাওয়ার পর নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নেয়। তথ্য যাচাইয়ের পর নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সন্দেহভাজনদের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি চালান। তারা কীভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্ডার নিত, পণ্য প্রস্তুত করত এবং শেষে তা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিত সবই নজরদারি করা হয়।

প্রাণঘাতী ট্রেন দুর্ঘটনায় স্পেনের পরিবহনমন্ত্রীর পদত্যাগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

গত সপ্তাহের প্রাণঘাতী ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে পদত্যাগ করেছেন স্পেনের পরিবহনমন্ত্রী অস্কার পুয়েন্তে। দেশটিতে চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রাণঘাতী ট্রেন দুর্ঘটনা ছিল এটি।

রয়টার্স জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভুক্তভোগীদের জন্য সরকারের জরুরি সহায়তা প্যাকেজ এবং নতুন নিরাপত্তা পদক্ষেপ তুলে ধরার কয়েক ঘণ্টা পর তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ আগাম সংসদ নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন।২৯ নভেম্বর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার চার সপ্তাহেরও কম সময় আগে পদত্যাগ করলেন পুয়েন্তে। চলতি বছরে একই রেললাইনে দুটি প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার চাপ আর বইতে পারলেন না তিনি।

পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার পর কার্যকর থাকা স্থায়ী কমিটি ‘পার্মানেন্ট ডেপুটেশন’ এর আইনপ্রণেতাদের তিনি বলেন, “এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এ ধরনের ভয়াবহ দুটি দুর্ঘটনা ঘটার পর স্পেনের মতো একটি দেশ কোনো পরিবহনমন্ত্রীর পক্ষে স্বপদে বহাল থাকা সম্ভব নয়। ২৮ অক্টোবর স্পেনের উর্দা অঞ্চলে দুটি হাইস্পিড ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ৬৯ জন নিহত হন। এর এক সপ্তাহের মাথায় পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন তিনি। এক্সে এক পোস্টে পুয়েন্তের প্রশংসা করেছেন সানচেজ। পরিবহনমন্ত্রীর কাজের জন্য পুয়েন্তেকে ধন্যবাদ দিয়ে সানচেজ বলেছেন, “মন্ত্রী ভুক্তভোগীদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে কাজ করছেন।” পুয়েন্তে এর আগে তার পদত্যাগের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বলছেন যে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার দাবি, দুর্ঘটনার পর জরুরি উদ্ধারকাজ শুরু করা, তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও রেল নিরাপত্তা উন্নত করার প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। জানুয়ারিতে একই লাইনে, একই কোম্পানির অধীনে পরিচালিত আরেকটি ট্রেন দুর্ঘটনায় ৪৬ জন প্রাণ হারান।

ড্রোন ভূপাতিত, ৪ তেল ট্যাংকার ধ্বংস হয়েছে : আইআরজিসি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) জানিয়েছে, তারা হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি এমকিউ-৯ ড্রোন ভূপাতিত করেছে আর বিধি লঙ্ঘনকারী চারটি তেল ট্যাঙ্কার নৌ-মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়েছে।

ইরানি বার্তা সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, আইআরজিসির জনসংযোগ দপ্তর বুধবার সকালে দেওয়া এক বিবৃতিতে এসব কথা জানিয়েছে। বিবৃতিতে আইআরজিসি দাবি করেছে, তাদের নৌবাহিনী ও মহাকাশ বাহিনী শত্রুর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। “হরমুজ প্রণালির দক্ষিণে একটি নিষিদ্ধ জলপথ ধরে যাওয়ার চেষ্টার সময় বিধি লঙ্ঘনকারী চারটি তেল ট্যাংকার নৌ-মাইনে আঘাত করে ধ্বংস হয়ে গেছে, সেগুলো এখনো জ্বলছে। পাশাপাশি নিয়ম লঙ্ঘনকারী আরও দুটি জাহাজকে থামিয়ে আটক করা হয়েছে।” বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “এছাড়া এক অত্যন্ত কৌশলী অভিযানের মাধ্যমে আইআরজিসির মহাকাশ বাহিনী বিমান প্রতিরক্ষা কমীরা আজ (বুধবার) ভোর ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে (স্থানীয় সময়) উন্নত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে হরমুজ প্রণালির উপরে থাকা একটি এমকিউ-৯ ড্রোনকে সফলভাবে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ভূপাতিত করেছে। এটি ভূপাতিত করা এই ধরনের ৫৬তম ড্রোন।” বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “ইসলামের যোদ্ধারা, ট্রিগারে আঙুল রেখে, শিশু হত্যাকারী জায়নবাদী শাসনব্যবস্থা এবং আগ্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।” ২৮ ফেব্রুয়ারি কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ইরানে ব্যাপক হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানি পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগুলোতে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করলে দুপক্ষের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়।



যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইরান বিশ্বের তেল-গ্যাস সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালি কার্যকরভাবে বন্ধ করে রেখেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরানের তেল রপ্তানি ও বন্দরগুলোর ওপর নৌ-অবরোধ আরোপ করে রেখেছে মার্কিন বাহিনী। দুপক্ষের মধ্যে আট মাস ধরে চলা যুদ্ধে হরমুজ প্রণালি তেলবাহী ট্যাংকার ও পণ্যবাহী জাহাজগুলোর জন্য এক মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে।



USBD TRAVELS & TOURS

347-646-7979


LOYAL TO ROYAL
7-NIGHT SUMMER
CARIBBEAN
MAY 2028 — SEPTEMBER 2028
BOOKINGS OPEN WEEK OF
NOVEMBER 2, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

খবর www.khabor.com

পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসে রিছাং ঝরনা

ভ্রমণ ডেস্ক

চাকরিসূত্রে খাগড়াছড়িতে থাকা হচ্ছে কয়েক মাস ধরে। এর মধ্যে ঘুরে দেখা হয়েছে বেশ কিছু জায়গা। অথচ খাগড়াছড়ির অন্যতম আকর্ষণ রিছাং ঝরনায় যাওয়া হয়নি। কাছের সৌন্দর্যকে অনেক সময় আমরা অবহেলা করি, দূরের গন্তব্য খুঁজে বেড়াই। পরে বুঝতে পারি, হাতের কাছেও ছড়িয়ে আছে কত অমূল্য সৌন্দর্য।

ওয়াচ টাওয়ারে উপর থেকে ঝর্ণার যাওয়ার সিঁড়ি

ওয়াচ টাওয়ারে উপর থেকে ঝর্ণার যাওয়ার সিঁড়ি

সেই ভাবনা থেকেই এক ছুটির দিনে রওনা হই রিছাং ঝরনার উদ্দেশে। সঙ্গী সহকর্মী নুরুজ্জামান ও সাজ্জাদ। কাজের ব্যস্ততা, প্রতিদিনের একঘেয়েমি আর ক্লান্তি পেছনে ফেলে একটু প্রশান্তির খোঁজে আমাদের এই যাত্রা।

সবুজ পাহাড়ের পথে

ঝরনা যাওয়ার পথে স্থানীয় পাহাড়িদের জুম চাষের অপরূপ দৃশ্য

ঝরনা যাওয়ার পথে স্থানীয় পাহাড়িদের জুম চাষের অপরূপ দৃশ্য

ছুটির দিন মানেই ভ্রমণপ্রেমীদের কাছে নতুন কোনো গন্তব্যের হাতছানি। আমাদের অফিসেও এমন কয়েকজন আছেন, যাঁরা সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে নুরুজ্জামান ও সাজ্জাদকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হলো রিছাং ঝরনা দেখার অভিযান।

খাগড়াছড়ির পাহাড়ি পথ ধরে এগোতে এগোতে চারপাশের প্রকৃতি মন কেড়ে নেয়। সবুজ পাহাড়, আঁকাবাঁকা রাস্তা আর পাহাড়ি জনপদের জীবনযাপনড়াব মিলিয়ে যাত্রাপথই যেন ভ্রমণের আলাদা আকর্ষণ। গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই শহরের ব্যস্ততা ও কাজের ক্লান্তি অনেকটা দূরে সরে যায়।

পাহাড়ের বুক থেকে জলধারা

খাগড়াছড়ি জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় জলপ্রপাত রিছাং ঝরনা। ধারণা করা হয় ২০০২ সালের দিকে ঝরনাটি ভ্রমণপিপাসুদের নজরে আসে। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি হয়ে ওঠে জেলার পরিচিত পর্যটনকেন্দ্রগুলোর একটি।

ঝরনার সামনে সবাক্ষর লেখক

ঝরনার সামনে সবাক্ষর লেখক সবাক্ষর লেখক

'রিছাং' শব্দটি মারমা ভাষার। 'রি' অর্থ পানি আর 'সাং' অর্থ লাফিয়ে পড়া। অর্থাৎ উঁচু স্থান থেকে পানির লাফিয়ে পড়া। স্থানীয় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কাছে ঝরনাটি 'তেরাং তৈকালাই' নামে পরিচিত। তাঁদের ভাষায় 'তেরাং' অর্থ পানি আর 'তৈকালাই' অর্থ ওপর থেকে পড়া। গাড়ি থেকে নেমে ঝরনার কাছে পৌঁছানোর জন্য পাহাড়ি পথ ধরে এগোতে হয়। চাইলে মোটরসাইকেলে ঝরনার প্রবেশপথের কাছাকাছি যাওয়া যায়। তবে আমরা হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে হাঁটার বিকল্প নেই।

পথে চোখে পড়ে সবুজ পাহাড়, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, জুমঘর আর বুনো গাছপালা। কোথাও কোথাও ফুটে আছে নাম না জানা রঙিন বুনোফুল। চারপাশের এই দৃশ্য যেন প্রতিটি পদক্ষেপে নতুন করে মুগ্ধ করে।

স্থানীয়দের বাড়ি এরপর সামনে পড়ে প্রায় ২৫০ ধাপের সিঁড়ি।



সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে যাবেন যা জানা জরুরি

ভ্রমণ ডেস্ক

পর্যটকদের জন্য স্বপ্নের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ খুলে দিয়েছে। শুরু হয়েছে জাহাজ চলাচল। এখন পর্যটকরা সেন্ট মার্টিনে যেতে পারবেন এবং রাতে থাকতে পারবেন। তবে দ্বীপে যাওয়ার আগেই কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে রাখা জরুরি।

আগেই জাহাজের টিকিট কাটা

সেন্ট মার্টিন ভ্রমণের দিনতারিখ ঠিক হলে জাহাজের টিকিট কেটে নিন। এতে শেষ মুহূর্তে টিকিট না পাওয়া নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে না। টিকিট কাটতে জাহাজগুলোর ওয়েবসাইট থেকে টিকিট সংগ্রহ করুন। চাইলে জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকসেবা নম্বরে ফোন করেও টিকিট বুকিং করতে পারেন। আবার বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকেও টিকিট কিনতে পারেন।

যে যে জাহাজ যাবে সেন্ট মার্টিন

ভ্রমণের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করার আগেই জেনে নিন চলতি মৌসুমে কোন কোন জাহাজ চলাচলের অনুমতি পেয়েছে। এ মৌসুমে কক্সবাজারসেন্ট মার্টিন নৌপথে দশটির মতো জাহাজ চলাচল করবে। এর মধ্যে এমভি কর্ণফুলী এক্সপ্রেস, বে-ক্রুজার ১, এমভি বারো আউলিয়া, কেয়ারি সিন্দাবাদের টিকিট কাটতে পারেন।

জাহাজের ভাড়া সম্পর্কে ধারণা

সেন্ট মার্টিনগামী জাহাজে কোন শ্রেণির আসনে করে যাবেন, তার ভিত্তিতে ভাড়ার তারতম্য হবে। সাধারণ সিট, বিজনেস চেয়ার, মোজার্ট চেয়ার, বেড ও কেবিন সুবিধা অনুযায়ী যাওয়া-আসার টিকিটের দাম ৩ হাজার ৫০০ থেকে ১৫-২০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। টিকিট কাটার আগে আসনের ধরন, ভাড়া ও প্রাপ্যতা যাচাই করে নিন।

ট্রাভেল পাসও জরুরি

সেন্ট মার্টিন যেতে পর্যটকদের ট্রাভেল পাস নিতে হবে। তবে ট্রাভেল পাস নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আলাদাভাবে নিবন্ধনও করতে হবে না। জাহাজের টিকিট বুকিংয়ের পর নিবন্ধনসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানই সম্পন্ন করবে।

রিসোর্ট বুকিং

সেন্ট মার্টিনে ২৩০টির বেশি হোটেল, রিসোর্ট ও কটেজ রয়েছে। সেখানে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা আছে। তবে দ্বীপে গিয়ে হোটেল বা কটেজ ঠিক করার চেয়ে ভালো হবে যাওয়ার আগেই ঠিক করে রাখা। এতে যাওয়ার সাথে সাথে রিসোর্টে গিয়ে ফ্রেশ হতে পারবেন। আবার সময়ও নষ্ট হবে না।

রিসোর্টের ভাড়া সাধারণত আবাসনের ধরন ও সুবিধার ওপর নির্ভর করে। ভালো মানের রিসোর্ট ও হোটেলে এক রাতের ভাড়া ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তবে ৪-৬ হাজার টাকায় থাকতে স্ট্যান্ডার্ড মানের হোটেল বেছে নিতে পারেন। ১ হাজার ৫০০ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকার মধ্যে থাকতে ইকোনমি হোটেল ও রিসোর্ট বেছে নিতে পারেন। হোটেল ঠিক করার আগে ওয়েবসাইটে গিয়ে কোনো বিশেষ অফার বা ছাড় আছে কিনা দেখে নিন।

যা মনে রাখবেন

সেন্ট মার্টিনে গেলে প্রতিটি পর্যটককে ১০০ টাকা করে পরিবেশ সংরক্ষণ ফি দিতে হবে। দ্বীপে যাওয়ার সময় জাতীয় পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখুন। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পলিথিন ও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এড়িয়ে চলুন। সৈকতে গিয়ে উচ্চ শব্দ করা, রাতে দীর্ঘসময় আলো জ্বালিয়ে রাখা থেকে বিরত থাকুন। বন্ধুদের নিয়ে বারবিকিউ পার্টিতে মাতবেন না। এমনকি সৈকতে মোটরচালিত যানবাহন না চালিয়ে বাইসাইকেল চালাতে পারেন।

শুক্রবার (৬ নভেম্বর) সকালে কক্সবাজার শহরের নুনিয়ারছড়া ঘাট থেকে চলতি মৌসুমে প্রথমবারের মতো সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে ছেড়ে গেছে এমভি কর্ণফুলী ও এমভি টেকনাফ।

এর আগে বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) ৮৩৬ জন পর্যটক নিয়ে যাত্রা করা এমভি বারো আউলিয়া রাতেই কক্সবাজার ফিরে আসে।

জানা যায়, দ্বিতীয় দিনে এই ৩ জাহাজে করে সর্বমোট ১৫৫৮ জন পর্যটক সেন্টমার্টিন যাচ্ছেন। যাদের দুপুরের মধ্যে দেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপটিতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। এমভি বারো আউলিয়ায় ৬১৯ জন, এমভি কর্ণফুলীতে ৩৮৭ জন এবং এমভি টেকনাফে ৫৪৮ জন পর্যটক রয়েছেন।

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১ নভেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য দ্বীপ ভ্রমণের সুযোগ চালু হওয়ার কথা ছিল। তবে প্রশাসনিক অনুমোদন, নৌযান চলাচলের ছাড়পত্র এবং পরিবেশগত শর্ত পূরণ নিয়ে জটিলতায় নির্ধারিত সময়ে জাহাজ চলাচল শুরু করা যায়নি। সি ক্রুজ অপারেটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (স্কোয়াব) সাধারণ সম্পাদক হোসাইন ইসলাম বাহাদুর বলেন, 'আগামী বছরের ১৫ মার্চ পর্যন্ত অনুমোদিত ৩টি জাহাজ নিয়মিত চলাচল করবে। এসব জাহাজে সম্মিলিত ধারণক্ষমতা ২ হাজার ৩০০ জন। যেহেতু এবছর দৈনিক সাড়ে ৩ হাজার পর্যটক যাওয়ার অনুমতি আছে সেহেতু জাহাজ সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে পারে।'

নুনিয়ারছড়া ঘাটে পর্যটকদের নিরাপত্তায় জেলা প্রশাসন, বিআইডব্লিউটিএ,পুলিশ, কোস্টগার্ড সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।

নুনিয়ারছড়া ঘাটে পর্যটকদের নিরাপত্তায় জেলা প্রশাসন, বিআইডব্লিউটিএ, পুলিশ, কোস্টগার্ডসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা দেখা গেছে। সমুদ্রপথে সেন্টমার্টিন যাওয়ার যাত্রায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন পর্যটকেরা। তারা জানান, সরকারি নির্দেশনা মেনে চলতে তারা বদ্ধপরিকর। চট্টগ্রাম থেকে আসা পর্যটক আল মাহমুদ বলেন, সেন্টমার্টিন আমাদের দেশের সম্পদ, একজন নাগরিক হিসেবে দ্বীপের পরিবেশ রক্ষায় আমরা যারা সেখানে ঘুরতে যাই তাদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা রাখা উচিত বলে মনে করি। তবে টিকিটের মূল্য বেশি হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন অনেক পর্যটক। ঢাকার উত্তরার বাসিন্দা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, টিকিটের দাম একটু বেশি মনে হয়েছে, ভ্রমণ পিয়াসুদের সাধ্যের কথা বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করা হলে ভালো হত। আশা করি কর্তৃপক্ষ ভাড়া পর্যালোচনা করবে।

কাপ্তাই হ্রদের শান্ত জলে ক্লান্তি বিসর্জন

ভ্রমণ ডেস্ক

যে শহরে প্রতিনিয়ত ট্রাফিকের হর্ন, কংক্রিটের দেয়াল আর কাজের ব্যস্ততা মানুষের নিশ্বাস ভারী করে তোলে, সেই যান্ত্রিক ঢাকা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মনটা কিছুদিন ধরেই পাহাড়ি কোনো ঠিকানার সন্ধান করছিল। ফেসবুক আর গুগল সার্চ করে ঘাঁটাঘাঁটি করে সবুজ পাহাড়, মেঘের খেলা আর অথই নীল জলের কাপ্তাই হ্রদভ্রাব মিলিয়ে গন্তব্য হিসেবে চূড়ান্ত করলাম পাহাড়ের রানি রাঙামাটিকে। ছুটির দিন বাদেই রওনা দেওয়ার পরিকল্পনা করলাম, যেন প্রকৃতির শান্ত রূপটা নিখাদভাবে উপভোগ করা যায়।

ভ্রমণের শুরুটা হলো ঢাকার আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে। রাত তখন ৯টা। সেখান থেকে ছেড়ে যাওয়া ৯৫০ টাকা ভাড়ায় একটি নন-এসি বাসে চড়ে বসলাম। রাতে যানজট পেরিয়ে বাস যখন ধীরে ধীরে ঢাকা শহরের সীমানা পেরিয়ে মহাসড়কে উঠল, তখন থেকেই মাথার ভেতর থেকে কাজের চাপগুলো যেন হালকা হতে শুরু করল। রাতের দীর্ঘ জার্নি, গাড়ির মৃদু ঝাঁকুনি আর আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ পেরিয়ে যখন ঘড়ির কাঁটায় ভোর ৫টা বেজে ২৫ মিনিট, বাস এসে থামল রাঙামাটি শহরের রিজার্ভ বাজারে।

ততক্ষণে পুরো শহর যেন সবেমাত্র ঘুম ভেঙে চোখ খুলছে। ভোরবেলার পাহাড়ি বাতাস গায়ে লাগতেই মনটা জুড়িয়ে গেল। রিজার্ভ বাজারের একপাশে একটি চায়ের দোকানে



বসে থেকে অপেক্ষা করতে লাগলাম ভোরের মিষ্টি রোদের জন্য। সকালের আলো ফুটতেই সিএনজি ঠিক করে রওনা দিলাম বালেদী ব্রিজের পথে।

আগে থেকেই অনলাইনে বুকিং করা ছিল কাপ্তাই হ্রদের বুকে অবস্থিত একটি চমৎকার দ্বীপ-রিসোর্ট 'রাঙাদ্বীপ'। ছুটির দিন না হওয়ায় মাত্র ৪৮০০ টাকায় এক রাতের বুকিং করেছিলাম। ছুটির দিনে রিসোর্টে রুমভাড়া আরও বেড়ে যায়। সকাল ঠিক ৮টায় রিসোর্টের নিজস্ব ইঞ্জিনচালিত নৌকা এসে বালেদী ব্রিজের পাশে ভিড়ল।

নৌকায় রওনা দিয়ে চারপাশের কাপ্তাই হ্রদের বিশাল জলরাশি মনের সব ক্লান্তি একনিমেষে মুছে দিল। ইঞ্জিনচালিত নৌকার ঘড়ঘড় শব্দে হ্রদের শান্ত নীল-সবুজ পানি কেটে যখন নৌকাটি দ্বীপের দিকে এগোচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এক স্বর্গের দিকে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছালাম রাঙাদ্বীপ রিসোর্টে। হ্রদের ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপে গড়ে ওঠা এই রিসোর্টের পরিবেশ সত্যিই মুগ্ধ করার মতো। চারপাশে শুধু থইথই পানি আর দূরে সবুজ পাহাড়। কটেজগুলোর চমৎকার স্থাপত্যশৈলী আর রিসোর্টের ভেতরে থাকা সুইমিংপুল চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে দারুণভাবে মিশে আছে। রুমে ব্যাগ রেখে ফ্রেশ হয়ে সোজা চলে গেলাম তাদের নিজস্ব রেস্টুরেন্টে।

পাহাড়ি আবহাওয়ায় হ্রদের বাতাস গায়ে মেখে সকালের নাশতা খাওয়ার তৃপ্তিই ছিল আলাদা।

দুপুরের দিকে রিসোর্টের সুইমিংপুলে কিছুক্ষণ সুইমিং করে। পরে দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলবেলা আবার বের হলাম রিসোর্টটি ঘুরে দেখতে, আর বসে নিরিবিলি কিছুটা সময়ও কাটানো হলো।

পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন একটু একটু করে হেলে পড়ছে, আর সেই মিষ্টি রোদের আলোয় কাপ্তাই হ্রদের পানি সোনালি রূপ ধারণ করেছিল। সূর্যাস্তের সেই ক্ষণটি এত সুন্দর ছিল যে ইচ্ছা করছিল সময়টা সেখানেই থেমে যাক।

পরদিন সকালে পাখির কিচিরমিচির ঘুম ভাঙল। রিসোর্টের স্নিগ্ধ পরিবেশে সকালটা উপভোগ করে ১০টায় চেক-আউট করলাম। যেহেতু ছুটির দিন ছিল না, তাই রিসোর্টে যেমন অতিরিক্ত ভিড় বা বাড়তি খরচ ছিল না, তেমনি শহরের সাথ কাউন্টারে গিয়ে কোনো ঝামেলা ছাড়াই সহজে রাতের ঢাকার ফেরার টিকিট কেটে নিতে পেরেছি। টিকিট নিশ্চিত করার পর প্রথম গন্তব্য ছিল দৃষ্টিনন্দন পলওয়েল পার্ক।

পার্কের ভেতরে চারপাশের ল্যান্ডস্কেপিং ও লেকভিউ দারুণ। পলওয়েল পার্কের ঘাট থেকেই ১ ঘণ্টার জন্য ১ হাজার টাকায় একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভাড়া করে আবার ভেসে পড়লাম কাপ্তাই হ্রদের বুকে। নৌকায় চড়েই সোজা চলে গেলাম রাঙামাটির অন্যতম আইকনিক ল্যান্ডমার্কব্রিজুলন্ত সেতুতে।



মেজর লিগ সকার

নিউইয়র্ক সিটি এফসি অরল্যাটো সিটি ২-২

অরল্যাটো, ফ্লোরিডা

ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে জোনি শোরের গোলে অরল্যাটো সিটির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে নিউইয়র্ক সিটি এফসি (NYCFC)। শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ফ্লোরিডার অরল্যাটোতে অনুষ্ঠিত মেজর লিগ সকারের (গখঝ) ম্যাচটি ২-২ গোলে ড হয়েছে। ম্যাচের ১৮তম মিনিটে আলোনসো মার্তিনেজের গোলে এগিয়ে যায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। তবে ৩২তম মিনিটে ফরাসি তারকা আঁতোয়ান গিজম্যানের হেডে সমতায় ফেরে অরল্যাটো সিটি। বিরতির পর ৪৯তম মিনিটে মার্তিন ওহেদার গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিক দল। জয় যখন অরল্যাটোর নাগালের মধ্যে, মিনিটে মার্তিন ওহেদার ক্রস থেকে হেডে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান গিজম্যান। বিরতির আগে দুই দলই গোলের সুযোগ তৈরি করলেও আর কোনো গোল হয়নি। তিয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের নিয়ণ নেওয়ার চো করে অরল্যাটো। ৪৯তম মিনিটে ইভান আঙ্গুলোর ক্রস থেকে তৈরি হওয়া আক্রমণে বল পেয়ে গোল করেন মার্তিন ওহেদা। এতে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিক দল।

পিছিয়ে পড়ার পর সমতা ফেরাতে আক্রমণের গতি বাড়ায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। ম্যাচের ৮১তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করার সুযোগ পেয়েছিল দলটি। তবে টালেস মাগনোর নেওয়া শট লক্ষ্য হয়। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমতায় ফেরার সুযোগ হাতছাড়া করে



তখন যোগ করা সময়ের দশম মিনিটে জেমস স্যাটসের পাস থেকে গোল করে নিউইয়র্ক সিটি এফসিকে সমতায় ফেরান জোনি শোর। তাঁর শেষ মুহূর্তের গোলেই ২-২ ব্যবধানে শেষ হয় উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি।

শুর থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চো করে নিউইয়র্ক সিটি এফসি। একাধিক সুযোগ তৈরির পর ১৮তম মিনিটে গোলের দেখা পায় নিউইয়র্কের দলটি। হাসেস উলফের তৈরি করা আক্রমণ থেকে বল পেয়ে কাছ থেকে জালে পাঠান আলোনসো মার্তিনেজ। দলকে এগিয়ে দেওয়ার পরও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল নিউইয়র্ক সিটি এফসি। কিন্তু অরল্যাটোর গোলরক্ষক ম্যাক্সিম ক্রেপোর বাধায় আরও কয়েকটি আক্রমণ সফল হয়নি। ৩২তম মিনিটে মার্তিন ওহেদার ক্রস থেকে হেডে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান গিজম্যান। বিরতির আগে দুই দলই গোলের সুযোগ তৈরি করলেও আর কোনো গোল হয়নি। তিয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের নিয়ণ নেওয়ার চো করে অরল্যাটো। ৪৯তম মিনিটে ইভান আঙ্গুলোর ক্রস থেকে তৈরি হওয়া আক্রমণে বল পেয়ে গোল করেন মার্তিন ওহেদা। এতে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিক দল।

পিছিয়ে পড়ার পর সমতা ফেরাতে আক্রমণের গতি বাড়ায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। ম্যাচের ৮১তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করার সুযোগ পেয়েছিল দলটি। তবে টালেস মাগনোর নেওয়া শট লক্ষ্য হয়। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমতায় ফেরার সুযোগ হাতছাড়া করে নিউইয়র্কের দলটি। শেষ দিকে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে নিউইয়র্ক সিটি এফসি। যোগ করা সময়ের দশম মিনিটে জেমস স্যাটসের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের কাছাকাছি অবস্থান থেকে এক টাচে শট নেন জোনি শোর। তাঁর শট অরল্যাটোর গোলরক্ষককে পরাস্ত করে জালে জড়ায়। এই গোলেই ২-২ ব্যবধানে সমতায় ফেরে নিউইয়র্ক সিটি এফসি। শেষ মুহূর্তের গোলটি দলটিকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট এনে দেয়। ম্যাচে নিউইয়র্ক সিটি এফসি বল দখল ও আক্রমণের পরিসংখ্যানে এগিয়ে ছিল। দলটি ৫৩.৭ শতাংশ বল দখলে রাখে এবং মোট ১৭টি শট নেয়। বিপরীতে অরল্যাটো ৪৬.৩ শতাংশ বল দখলে রেখে ৯টি শট নেয়।

২-০ গোলে নিউ ইয়র্ক রেডবুলের কাছে হেরে গেল মেসির মায়ামি

হ্যারিসন, *নিউ জার্সি*

লিওনেল মেসি দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে মাঠে নামলেও নিউইয়র্ক রেড বুলসের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে ইন্টার মায়ামি। শনিবার, ২৪ অক্টোবর, নিউ জার্সির স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মেজর লিগ সকারের (গখঝ) ম্যাচে নিজেদের মাঠে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নেয় রেড বুলস।

ম্যাচের সপ্তম মিনিটে ইন্টার মায়ামির মিডফিল্ডার ক্যাসেমিরোর আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় নিউইয়র্ক রেড বুলস। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে মায়ামি সমতা ফেরানোর চেষ্টা করলেও গোলের দেখা পায়নি। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে এমিল ফর্সবার্গের গোল রেড বুলসের জয় নিশ্চিত করে।

ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খায় ইন্টার মায়ামি। সপ্তম মিনিটে নিজেদের জালে বল পাঠিয়ে বসেন মায়ামির মিডফিল্ডার ক্যাসেমিরো। সেই গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিক রেড বুলস।

প্রথম গোলের পর রেড বুলস নিজেদের রক্ষণ সংগঠিত রেখে মায়ামির আক্রমণ সামাল দেয়। বল দখলে এগিয়ে থাকলেও প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি মায়ামি। গোলরক্ষক ইথান হরভাথও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দলকে রক্ষা করেন।

ম্যাচের ৫৬তম মিনিটে রিকেলমে ফিলিপির পরিবর্তে মাঠে নামেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। তাঁকে নামিয়ে আক্রমণে নতুন গতি আনার চেষ্টা করে মায়ামি।

মেসি মাঠে নামার পরও রেড বুলসের রক্ষণ ভেদ করতে পারেনি সফরকারীরা। একাধিক আক্রমণ তৈরি করলেও কাঙ্ক্ষিত গোলটি আসেনি। মায়ামির গোলরক্ষক ডেইন সেন্ট ক্লেয়ারও প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকাতে কয়েকটি সেভ করেন।

নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এমিল ফর্সবার্গ। ক্যামেরন হার্পারের সহায়তায় গোলটি করেন রেড বুলসের এই ফরোয়ার্ড। এতে ২-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয় নিউইয়র্কের দলের।

এই জয়ের ফলে প্লে-অফের দৌড়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে রেড বুলস। অন্যদিকে, টানা তিনটি জয়ের পর হার মানতে হলো ইন্টার মায়ামিকে।

ম্যাচে ইন্টার মায়ামি ৬২ শতাংশ বল দখলে রাখে, কিন্তু সেই আধিপত্যকে গোলে রূপান্তর করতে পারেনি। রেড বুলসের গোলরক্ষক ইথান হরভাথ দুটি সেভ করে ক্লিন শিট নিশ্চিত করেন।

ম্যাচের আগে মেসির চলতি মেজর লীগ সকার (গখঝ) মৌসুমে গোলসংখ্যা ছিল ২৫ এবং অ্যাসিস্ট ১৫। তবে এই ম্যাচে তিনি গোল করতে পারেননি।

রেড বুলসের কাছে হারের পর ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। আগামী বুধবার, ২৮ অক্টোবর, নিজেদের মাঠে এফসি সিনসিনাটি (খন্ডঈ ঈরহপরহহধঃর)-এর মুখোমুখি হবে দলটি। ম্যাচ শুরু হবে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে।

নিয়মিত মৌসুমের শেষ পর্যায়ে পয়েন্ট অর্জন এবং প্লে-অফের আগে ছন্দ ফিরে পাওয়াই হবে মায়ামির লক্ষ্য। মেসি ও তাঁর সতীর্থরা পরের ম্যাচে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান, এখন সেটিই দেখার বিষয়।

ম্যাচের ফলাফল

নিউইয়র্ক রেড বুলস
২-০ ইন্টার মায়ামি

গোল

ক্যাসেমিরো – আত্মঘাতী গোল (৭')
এমিল ফর্সবার্গ (৯০+১')

ফুটবল ম্যাচ ৯০ মিনিট হওয়ার পেছনের গল্প জানেন কি?

স্পোর্টস ডেস্ক

ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। এই খেলার নিয়ম অনুযায়ী, একটি ম্যাচের নির্ধারিত সময় ৯০ মিনিট। দুই অর্ধে ৪৫ মিনিট করে খেলা হয়, মাঝখানে থাকে ১৫ মিনিটের বিরতি। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন, ফুটবল ম্যাচের সময় ৯০ মিনিট নির্ধারণ করা হলো কেন? এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস, কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা এবং গবেষকদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা। মজার বিষয় হলো, ফুটবলের প্রথম দিককার নিয়মকানুনে ম্যাচের নির্দিষ্ট সময়সীমার কোনো উল্লেখ ছিল না।

১৮৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ফুটবলের নিয়ম প্রকাশ করে। সেই নিয়ম প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সংস্থাটির প্রথম মহাসচিব এবেনেজার কব মর্লির। তবে সেখানে ম্যাচ কতক্ষণ চলবে কিংবা একটি দলে কতজন খেলোয়াড় থাকবেন, তা নির্ধারণ করা হয়নি। সে সময় ইংল্যান্ডের শেফিল্ড ছিল ফুটবলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব শেফিল্ড এফসি। পরের বছর ক্লাবটি নিজেদের কিছু নিয়ম প্রকাশ করে, যা 'শেফিল্ড রুলস' নামে পরিচিতি পায়। কিন্তু সেখানেও ম্যাচের সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না।

ফুটবল ইতিহাসবিদ অ্যাড্রিয়ান হার্ভির গবেষণা অনুযায়ী, ১৮৫০-এর দশকের শেষ দিকে শেফিল্ডের ম্যাচগুলোতে প্রতি দলে প্রায় ২০ জন করে খেলোয়াড় অংশ নিতেন। ম্যাচ চলত প্রায় দুই ঘণ্টা। এমনকি ১৮৬২ সালেও খেলার সময় নিয়ে কোনো সর্বজনীন নিয়ম ছিল না। কোনো ম্যাচ এক ঘণ্টায় শেষ হতো, আবার কোনোটি গড়াত তিন ঘণ্টা পর্যন্ত।

প্রথম ৯০ মিনিটের ম্যাচ কবে? ইতিহাসে ৯০ মিনিটের নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত প্রথম ফুটবল ম্যাচের সন্ধান পাওয়া যায় ১৮৬৬ সালের ৩১ মার্চ। লন্ডনের ব্যাটারসি পার্কে শেফিল্ড এফসির বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল লন্ডনের বিভিন্ন ক্লাবের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল।

ইতিহাসবিদদের ধারণা, শেফিল্ড থেকে লন্ডনে যাতায়াতের জন্য ট্রেনের সময়সূচির বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই ম্যাচটির সময় ৯০ মিনিট নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই সময়সীমা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর ধারাবাহিকতায় ১৮৭১ সালে এফএ কাপের প্রথম আসরের নিয়মেও প্রতিটি ম্যাচের সময় দেড় ঘণ্টা নির্ধারণ করা হয়। ৯০ মিনিটের পেছনে কি রয়েছে সংখ্যার রহস্য? তবে ফুটবল ম্যাচের সময় ৯০ মিনিট হওয়ার পেছনে শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাই নয়, সংখ্যার ব্যবহার নিয়েও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইংরেজ গবেষক পিটার সেডন।



শেষ মুহূর্তের গোলে আটলান্টাকে হারাল নিউইয়র্ক এফসি

নিউইয়র্ক

নাটকীয় ম্যাচে আজ ২৮ অক্টোবর আটলান্টা ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি এফসি (এনওয়াইসিএফসি)। নিউ ইয়র্কের সিটি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচের ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে বার্থোলোমিউ ট্রাওরের গোলে জয় নিশ্চিত করে নিউইয়র্কের দলটি। ম্যাচের ৭০ মিনিটে নিকোলাস ফার্নান্দেজের গোলে এগিয়ে যায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। তবে শেষ দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আটলান্টা ইউনাইটেড। ৮৮ মিনিটে ব্রিল এমবোলোর গোলে সমতায় ফেরে আটলান্টা। এতে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। মনে হচ্ছিল, দুই দলকে হয়তো পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হবে। কিন্তু যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে গোল করে সেই সম্ভাবনা শেষ করে দেন ট্রাওরে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গোলে ২-১ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হয় নিউইয়র্ক সিটি এফসির। ৭০ মিনিটে ফার্নান্দেজের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর নিউইয়র্ক সিটি এফসি জয়ের পথে ছিল। কিন্তু ৮৮ মিনিটে এমবোলোর গোল ম্যাচে নতুন উত্তেজনা ফিরিয়ে আনে। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ে ট্রাওরের গোলই পার্থক্য গড়ে দেয়। শেষ মুহূর্তের এই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট পায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। অন্যদিকে, শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় আটলান্টা ইউনাইটেডকে। **চূড়ান্ত ফল:** নিউইয়র্ক সিটি এফসি ২-১ আটলান্টা ইউনাইটেড

গোলদাতা

৭০ মিনিট – নিকোলাস ফার্নান্দেজ (নিউইয়র্ক সিটি এফসি)
৮৮ মিনিট – ব্রিল এমবোলো (আটলান্টা ইউনাইটেড)
৯০+৫ মিনিট – বার্থোলোমিউ ট্রাওরে (নিউইয়র্ক সিটি এফসি)

বিরাটের ৩৮তম জন্মদিনে তার ১০ বিশ্বরেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক

বিরাট কোহলির ৩৮তম জন্মদিনে ফিরে দেখা যাক তার ক্যারিয়ারের ১০টি অবিশ্বাস্য রেকর্ড। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শতরানের রেকর্ড থেকে দ্রুততম ২৮ হাজার রান, রয়েছে একাধিক ঐতিহাসিক কীর্তি।

বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার বিরাট কোহলি। ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর গত ১৮ বছরে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম বড় ম্যাচ উইনার হয়ে উঠেছেন তিনি। ব্যাট হাতে গড়েছেন একের পর এক রেকর্ড। এ কারণে ভক্তদের কাছে তিনি পরিচিত 'রান মেশিন' নামে।

১৯৮৮ সালের ৫ নভেম্বর দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার ৩৮ বছরে পা দিলেন তিনি। জন্মদিনের এই বিশেষ দিনে ফিরে দেখা যাক তার ক্যারিয়ারের এমন ১০টি রেকর্ড, যা ভাঙা যেকোনো ক্রিকেটারের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরির মালিক বিরাট কোহলি। এখনও পর্যন্ত তার ঝুলিতে রয়েছে ৫৫টি সেঞ্চুরি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন সচিন টেন্ডুলকর। তার সেঞ্চুরির সংখ্যা ৪৯। বর্তমান ক্রিকেটে একদিনের ম্যাচের সংখ্যা তুলনামূলক কমে আসায় কোহলির এই রেকর্ডের কাছাকাছি পৌঁছানোও আগামী প্রজন্মের ব্যাটারদের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

আইপিএলের ইতিহাসেও বিরাটের নামের পাশে রয়েছে এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড। ২০১৬ সালের আইপিএলে ১৬টি ম্যাচ খেলে ৯৭৩ রান করেছিলেন তিনি। এখনও পর্যন্ত আইপিএলের এক মৌসুমে কোনও ব্যাটার এত রান করতে পারেননি। দীর্ঘদিন ধরে অক্ষত রয়েছে কোহলির এই রেকর্ড। এক মৌসুমে প্রায় হাজার রান করার এই নজির ভাঙতে হলে ধারাবাহিকতার পাশাপাশি অসাধারণ ফর্মও প্রয়োজন। বিরাট কোহলি এমন একটি রেকর্ড রয়েছে, যা ক্রিকেটের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বৈধ বল না করেই উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে তার। ২০১১ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে কেরিয়ারের প্রথম বলটি ওয়াইড করেছিলেন কোহলি।

Carnival
CHOOSE FUN®

ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

4-DAY Western Caribbean CRUISE FROM TAMPA

Sun, Sea & Unforgettable Moments!



SAILING DATE
NOV 1, 2026
(4 NIGHTS)

ROUNDTRIP FROM
TAMPA, FL

FROM $309 PP

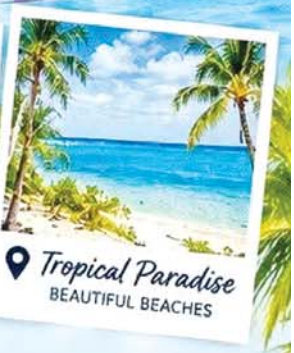
SPECIAL OFFER
75% OFF 2ND GUEST
+ UP TO $400 INSTANT SAVINGS
+ $100 BONUS
ON ELIGIBLE PROMOTION TERMS

ITINERARY

DAY 1 NOV 1		TAMPA, FLORIDA Departure: 4:00 PM
DAY 2 NOV 2		FUN DAY AT SEA Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 3 NOV 3		COZUMEL, MEXICO Arrival: 8:00 AM Departure: 5:00 PM
DAY 4 NOV 4		AT SEA Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 5 NOV 5		TAMPA, FLORIDA Arrival: 8:00 AM


COZUMEL Mexico


Vibrant Culture
SHOP · DINE · EXPLORE


Tropical Paradise
BEAUTIFUL BEACHES

WHY CHOOSE CARNIVAL?

World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness

PREMIUM FUN AWAITS


Stunning Pools & Decks


World-Class Entertainment


Comfortable Staterooms


Make Memories at Sea

BOOK YOUR CRUISE TODAY!

Cruise Travel Agency
(Illustrative)

Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

Your Dream Vacation Starts Here!


LOYAL TO ROYAL
EUROPE
2028 SEASON
(PART ONE)
BOOKINGS OPEN WEEK OF
OCTOBER 12, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

Higher Ground

How New York is Raising a Park to Hold Back the Sea

Shibbir Ahmed, New York



When nature retaliates, even the most powerful cities on Earth can find themselves utterly defenseless. New York remains a grim witness to this reality. During those ill-fated 48 hours of Hurricane Sandy in 2012, 44 New Yorkers lost their lives, two million people were plunged into sudden darkness, and $19 billion in wealth evaporated in the blink of an eye. Standing on those very ruins, New York has refused to surrender. Instead, the city has launched an unprecedented "climate war." To suppress the ravenous waves of the Atlantic and the relentlessly rising sea levels, a massive $2 billion (approx. 24,000 crore BDT) megaproject is being carved directly through the Manhattan waterfront.

A recent on-site report by the United Nations has revealed the thrilling realities of this ultra-modern engineering feat-a saga blending science, architecture, and the raw survival of millions.

An Impregnable Fortress Disguised as a Park The most magical transformation of this master plan is unfolding across Manhattan's historic East River Park. Just north of the Williamsburg Bridge, the roar of giant cranes and heavy machinery echoes day and night. Millions of tons of specialized soil brought from the riverbed are being deposited to raise the entire park up to 10 feet (3 meters) above sea level.

Yet, what meets the eye is only one-third of the actual reality. Below the surface lies an invisible, titanic shield. Extending 100 feet (30 meters) deep into the reclaimed earth along the riverbank are massive concrete and steel piles. These piles were driven with immense force, crushing ancient shipwreck remains and forgotten piers to anchor themselves directly into bedrock. Right above them runs a colossal, hidden floodwall. While it appears to be an ordinary recreation park on top, it conceals a state-of-the-art fortress beneath. Preparing for the Surge: When the City Locks Down Automatically The impacts of climate change are no longer a distant future; they are a merciless present-day reality. Data from the World Meteorological Organization (WMO) indicates that the rate of global sea-level rise has doubled since satellite measurements began in 1993. For a city boasting 520 miles of coastline, the ultimate threat is no longer just a singular superstorm, but the creeping menace of the everyday high tide. Kathryn Prybylski, New York City's Assistant Commissioner of the Bureau of Coastal Resilience, issued a stark warning: "Without these walls, many New Yorkers would face regular tidal flooding in the decades ahead-once, twice, or even 10 times a month. It would disrupt daily commutes and change how people send their children to school."

To counter this, the entire system has been engineered with incredible foresight. If a severe storm approaches, no human deployment will be required inside the park itself. Elsewhere along the waterfront, 18 massive sliding floodgates will be swung shut, while farther south, nearly 100 mechanicals 'flip-up' barriers will rise from the ground to block incoming surges. The blueprint successfully factors in an extra 30 inches (76 centimeters) of sea-level rise. With 90 percent of the project now operational, the city stands structurally prepared for volatile weather events.

Global Disparity: The Luxury of Rich Cities vs. the Anguish of South Asia While New York's $2 billion megaproject wins global applause, it simultaneously exposes a cruel, naked economic disparity in global climate politics. The United Nations has explicitly pointed out that wealthy megacities like New York, Miami, or Guangzhou possess the capital to build multi-billion-dollar defenses to save themselves. But for low-lying, developing cities in South Asia, the roar of rising seas is an immediate death knell. According to UN reports, permanent inundation puts more than 14 million people across South Asia-particularly in low-lying hubs like Dhaka, Kolkata, and Mumbai-at catastrophic risk of losing their homes forever. Pacific island communities in Fiji, Vanuatu, and the Solomon Islands have already begun fleeing their ancestral lands.

Navid Hanif, a representative from the UN's Department of Economic and Social Affairs (DESA), noted: "What New York is doing is a commendable step forward and a message to all big cities. But it is also a reminder that funding must be accessible so that less developed nations are not left to drown."

Life Beyond the Wall: Where Dreams Flourish The most beautiful aspect of this project is that it is not a concrete jungle built at the expense of the environment. The newly elevated East River Park is carpeted with lush green lawns. It features modern running tracks, children's playgrounds, sports fields, and community barbecue spots. In the evenings, as the sun sets over the Brooklyn skyline, local residents gather to walk their dogs and breathe freely. Liz, a neighborhood resident walking her dog, shared her thoughts: "We're in this park twice a day, every day. We love it! We don't always think about what is built underneath, but the beautiful life we enjoy on top is a perfect example of how climate resilience can help people enjoy their lives." As New York races toward its final 2027 completion date, this project offers a definitive message to the world: fighting climate change does not mean simply cowering in fear of the ocean. It means adapting intelligently, embracing nature, and elevating the very quality of human life.

Adam Hamilton Makes History in Kansas, Ends 94-Year Democratic Senate Drought

Kansas, USA



In a stunning political upset in the 2026 U.S. midterm elections, Democrat Adam Hamilton has made history by defeating Republican incumbent Senator Roger Marshall in traditionally conservative Kansas. The victory ends a 94-year Democratic drought in the state's U.S. Senate elections, marking the first time since 1932 that a Democrat has won a Senate seat in Kansas. Hamilton's historic victory is being viewed as a major political setback for President Donald Trump and the Republican Party, raising questions about public support for the administration's leadership and policies ahead of the final two years of Trump's presidency.

According to preliminary election results, Hamilton secured approximately 52.1 percent of the vote, compared with 44.9 percent for Marshall, as nearly 90 percent of the votes had been counted. The Associated Press has reported Hamilton as the winner of the race. Hamilton, the founding pastor of Church of the Resurrection, one of the largest United Methodist congregations in the United States, presented himself as an independent-minded and moderate Democrat. His campaign focused heavily on economic affordability, healthcare, energy costs and bringing political divisions to an end. The race attracted national attention because Kansas has long been considered a reliably Republican state. President Trump carried Kansas by approximately 16 percentage points in the 2024 presidential election, making Hamilton's victory particularly significant. Political analysts point to several factors behind the Democratic breakthrough. Rising living costs, dissatisfaction with the Trump administration, and public concerns over U.S. involvement in international conflicts, including the war involving Iran, appear to have contributed to the shifting political landscape. Agricultural concerns and the rising costs of fuel, fertilizer and other essential farming supplies also became important issues for voters in the largely agricultural state. Abortion rights and reproductive freedom further energized Democratic voters, particularly women and younger voters, in a state where reproductive rights have become a major political issue. Marshall also faced criticism over his past medical practice, particularly reports that he had sued hundreds of patients over unpaid medical bills when he worked as an obstetrician. The controversy became an issue during the campaign and added to the pressure on the Republican incumbent. Hamilton's victory carries significance beyond Kansas. It demonstrates that even traditionally Republican states may be competitive for Democrats when economic concerns, candidate appeal and dissatisfaction with national leadership converge. The historic result could also have major implications for control of the U.S. Senate.



First Palestinian-American Aber Kawas Makes History in New York

Shibbir Ahmed, New York

A historic milestone has been achieved in New York State politics following the 2026 U.S. midterm elections. Democratic candidate Aber Kawas has won the New York State Senate seat in District 12 (SD-12), marking a breakthrough in the state's political history. According to projections by major U.S. news outlets, Kawas secured approximately 75 percent of the vote, defeating Republican candidate Han-Khon To by a wide margin, with around 90 percent of ballots counted. With this victory, Kawas is set to become the first Palestinian-American woman who wears a hijab to be elected to the New York State Legislature. The district, which covers parts of Queens in New York City, has become a significant political battleground for progressive candidates. Kawas, a grassroots organizer backed by the Democratic Socialists of America (DSA), campaigned on a platform focused on affordable housing, universal healthcare, immigrant rights, and anti-war policies. Following her projected victory, Kawas celebrated the historic achievement in a brief post on the social media platform X, writing: "We made history." Political analysts view her strong performance as a significant milestone for the progressive movement in New York. Her victory also reflects growing support among voters, particularly younger generations, for candidates advocating progressive policies and social justice. The result is also being viewed in the broader context of growing political opposition to the Trump administration's conservative policy agenda.

‘Dhakai Muslin’ ready to spread wings on global market

Harun Al Nasif, Dhaka

The legendary ‘Woven Air’- Dhakai Muslin- has returned from the pages of fairy tales into reality, thanks to the visionary initiative of the government, relentless genome research by scientists, and the magic of marginal women artisans’ fingers. The traditional ‘Dhakai Muslin’, which is famous for its exceptionally delicate cotton weave, now fully prepared to spread its wings in the global market commercially, following the restoration of the ancient thread-making technology and the raw material.

The ‘Dhakai Muslin’, as transparent as a shred of white cloud, as serene as morning dew, and as light as a thread floating in the air, was acclaimed as a top global luxury brand in the Roman, Greek, and Arab empires since 500 BC. During the Mughal era, its prestige reached such a pinnacle that the finest version of Muslin, ‘Malmal Khas’, was exclusively reserved for emperors. Depending on the design and quality, Muslin—the artistic pride and ultimate excellence of Bengali weaving—had various poetic names such as ‘Ab-e-Rawan’ (flowing water) and ‘Shabnam’ (morning dew). The historic accounts of an entire saree easily fitting inside a matchbox or passing through a small ring bear testament to the unimaginable fineness of Muslin.

Around 170 years ago, towards the end of the 18th century, the aggression of cheap mill-made fabrics from Manchester by the British East India Company, horrific physical torture on local weavers (such as severing their thumbs), and the imposition of punitive taxes choked the life out of this industry. Furthermore, the unique raw material required for Muslin—the ‘Phuti Karpas’ cotton plant grown exclusively in the Meghna river basin—eventually went completely extinct from nature, putting the final nail in the coffin of the industry. The original ‘Dhakai Muslin’ was exhibited for the last time at the Great Exhibition in London in 1850, after which it became mere history. Weaving Dhakai Muslin was not just ordinary manual labour; it was a complex folk science intertwined with weather conditions. The ultra-fine thread of ‘Phuti Karpas’ tends to snap in dry air.

2026 US Midterm Elections

Democrats Win Senate in Major Blue Wave

Shibbir Ahmed, Washington, Dc



Democrats have scored a major victory in the 2026 U.S. midterm elections, regaining control of the Senate and making significant gains across the country in a strong rebuke to President Donald Trump and the Republican Party. The results have reshaped the political landscape in Washington and could substantially influence the final two years of Trump’s presidency.

The biggest Democratic breakthrough came in the Senate, where the party regained control after winning several closely contested races in states traditionally considered Republican strongholds. According to the Associated Press, Democrats secured major victories in Texas, Kansas, South Carolina, North Carolina and Ohio, delivering a significant setback to the Republican Party.

In Texas, Democrat James Talarico defeated Republican Ken Paxton in a closely watched Senate race.

The victory represents a major political shift in a state that has long been dominated by Republicans. In Ohio, former Democratic Senator Sherrod Brown defeated Republican Jon Husted, returning to the Senate. In North Carolina, former Governor Roy Cooper secured a victory over Republican candidate Michael Whatley.

Democrats also celebrated major victories in gubernatorial races across the country. In Texas, Gina Hinojosa defeated Republican Governor Greg Abbott, making history as the state’s first Latina governor. In Georgia, Democrat Keisha Lance Bottoms won the governorship, while Amy Acton secured victory in Ohio and Rob Sand won in Iowa. These victories further strengthened the Democratic Party’s position in several key states. Control of the House of Representatives, however, remained uncertain as vote counting continued in several districts. Democrats were moving closer to securing a majority, but the final outcome had not yet been determined in the latest election-night reporting. The balance of power in the House will be crucial in determining how much influence Democrats can exercise over the federal legislative agenda.

The election results reflect widespread voter concerns about the rising cost of living, inflation, healthcare expenses, energy prices and the country’s foreign policy, including the war involving Iran. Dissatisfaction with the direction of the country and concerns about government accountability also played important roles in shaping voter sentiment.

The Democratic victory in the Senate could significantly complicate President Trump’s legislative agenda during the remaining two years of his term. With control of the Senate, Democrats will have greater influence over legislation, congressional investigations, government oversight and confirmation of presidential nominees.

If Democrats also secure control of the House, the administration could face even greater scrutiny through congressional hearings and investigations. A divided Congress would make it more difficult for the president to advance major legislative priorities without bipartisan support.

The 2026 midterm elections are therefore more than a change in congressional control. They represent a significant political message from American voters and could reshape the national political debate ahead of the 2028 presidential election. For Republicans, the results mark a major setback; for Democrats, they offer renewed momentum and an opportunity to challenge the Trump administration’s policies.

Bangladesh Exports to US Grow 11.51% in Four Months

Kamal Uddin Chowdhury, DHAKA



Bangladeshi product export to the United States markets has increased by 11.51 percent during the July-October period in the 2026-27 fiscal year. The growth reflects the continued competitiveness of Bangladeshi products in one of the world’s most important consumer markets. According to the latest statistics of the Export Promotion Bureau (EPB), Bangladesh earned US$3.35 billion from exports to the US during the first four months of FY2026-27, compared to US$3.00 billion in the corresponding period of the previous fiscal year.

The US market alone accounted for nearly one-fifth of Bangladesh’s total merchandise export earnings during the period, underscoring its strategic importance to the country’s export-oriented economy. The performance also indicates that demand for Bangladeshi products in the American market remains strong despite persistent global economic uncertainties, changing consumer behaviour and increasing competition among exporting countries. Overall, Bangladesh earned US$17.09 billion from merchandise exports during July-October of FY2026-27, registering a 5.88 percent growth over the corresponding period of FY2025-26. The export earnings from the US market, therefore, grew at a substantially faster rate than the country’s overall export growth, further strengthening America’s position as Bangladesh’s leading export destination. Talking to Mohammad Hasan Arif, Vice Chairman and Chief Executive (Additional Secretary) of the EPB, said the encouraging performance in the US market reflects the growing competitiveness of Bangladeshi products in the global marketplace. “The United States continues to be Bangladesh’s most important export destination. Achieving 11.51 percent growth in such a large and competitive market is highly encouraging for our export sector,” he said. He said Bangladeshi exporters had been able to maintain the confidence of international buyers through timely shipment of products, improved quality and adherence to international compliance standards, despite uncertainties in the global economy. “The strong growth in the US market demonstrates the resilience of our exporters and the sustained demand for Bangladeshi products, particularly in major consumer segments,” he added.

Alongside the strong performance in traditional export destinations, Bangladesh is also making progress in expanding its presence in emerging markets, particularly in the Middle East and other non-traditional destinations. According to EPB data, Turkey emerged as the fastest-growing export destination among the major markets during the July-October period of FY2026-27, recording an impressive growth of 82.69 percent.

Bangladesh’s exports to Turkey increased to US$292.15 million during the four-month period, compared to US$159.92 million in the corresponding period of the previous fiscal year. Exports to Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) also recorded notable growth, increasing by 15.52 percent and 12.93 percent respectively. Spain also registered double-digit growth, indicating an expansion of Bangladesh’s export opportunities beyond its conventional major markets.

Commenting on the broader export outlook, Arif said Bangladesh was making significant progress in diversifying its export markets. “Alongside the traditional destinations, we are witnessing encouraging growth in several emerging markets, especially in the Middle East. This will help create a more balanced export basket and reduce dependence on a few major destinations,” he said. Market diversification is considered increasingly important for Bangladesh as greater geographical distribution of exports can help reduce vulnerability to economic slowdowns, changing trade policies and demand fluctuations in individual markets. Apart from the United States, the United Kingdom and Germany continued to be among Bangladesh’s most important export destinations during the July-October period. The UK ranked second, with exports worth US$1.74 billion, while Germany secured the third position with US$1.57 billion. Spain and the Netherlands occupied the fourth and fifth positions respectively among Bangladesh’s major export markets. The strong performance in these European destinations highlights the continued importance of the European market to Bangladesh’s export earnings, particularly for its major manufactured products. The United States, the United Kingdom and Germany together accounted for a substantial portion of the country’s export earnings during the period.

Carnival
CHOOSE FUN®

ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!

4-Day The Bahamas Cruise
FROM MIAMI

Small Getaway Big Memories

Sun, Sand & Endless Smiles




Half Moon Cay™
PRIVATE ISLAND PARADISE


Celebration Key™
NEWEST PORT OF FUN


Miami
FLORIDA

SAILING DATE
NOV 29 – DEC 03, 2026
(4 NIGHTS)

ROUNDTRIP FROM
MIAMI, FL

SHIP
Carnival Sunrise®

ITINERARY


DAY 1 NOV 29
MIAMI, FLORIDA
Departure: 6:00 PM


DAY 2 NOV 30
AT SEA
Relax & Enjoy Onboard Activities


DAY 3 DEC 01
HALF MOON CAY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 4:00 PM


DAY 4 DEC 02
CELEBRATION KEY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 5:00 PM


DAY 5 DEC 03
MIAMI, FLORIDA
Arrival: 8:00 AM

Escape to Paradise

FROM **$199 PP***
Average per person, based on 2-person room

4 DAYS OF ISLAND VIBES, OCEAN BREEZES & UNFORGETTABLE FUN!

CHOOSE YOUR PERFECT CABIN


INTERIOR
From **$199 PP**


OCEANVIEW
From **$280 PP**


BALCONY
From **$484 PP**


SUITE
From **$828 PP**

WHY CARNIVAL SUNRISE?

World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness

MORE FUN AWAITS!

- Stunning Pools & Decks
- Live Shows & Nightlife
- Delicious Dining Options
- Shore Excursions & More!



More Beaches More Smiles More Carnival

Cruise Travel Agency
(Illustrative)

Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

Your Dream Vacation Starts Here!

ইউটিউব চ্যানেল খুলে ফারিয়ার আহ্বান



বিনোদন প্রতিবেদক

চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া বড় পর্দায় অভিনয় আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব উপস্থিতির পর এবার নতুন মাধ্যমে যুক্ত হলেন। ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের পরিসর আরও বাড়াতে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন তিনি।

আবেদনময়ী ছবি প্রকাশ করে ক্যাপশনে ভক্তদের মন্তব্যের ঘর দেখার অনুরোধ জানান ফারিয়া। তার এমন ইঙ্গিতপূর্ণ আহ্বানের পর পোস্টটি ঘিরে অনুসারীদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। আবেদনময়ী ছবি পোস্ট করে ভক্তদের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন কৌশলী আহ্বান– দয়া করে মন্তব্যের ঘর দেখেন। মন্তব্যের ঘরে এক নেটিজেন অভিনেত্রীর ভিডিও শেয়ার করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশংসাও করেছেন। নতুন ইউটিউব চ্যানেলে কী ধরনের ভিডিও বা কনটেন্ট প্রকাশ করবেন নুসরাত, তা নিয়ে এখন অনুসারীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। চ্যানেলটির মাধ্যমে ভক্তদের জন্য কী চমক অপেক্ষা করছে, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

২০১৫ সালে 'আশিকী' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় নুসরাত ফারিয়ার। জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনার সিনেমাটি পরিচালনা করেন অশোক পতি। পরের বছর 'বাদশা: দ্য ডন' সিনেমায় অভিনয় করেন তিনি। বাবা যাদব পরিচালিত এই ছবিতে তার সহশিল্পী ছিলেন ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা জিৎ। বাদশা: দ্য ডন' নুসরাতের অভিনয়জীবনে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়। সিনেমাটিতে অভিনয়ের জন্য বাংলাদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিভাগে টেলি সিনে পুরস্কারও অর্জন করেন তিনি।

সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১২০০ কোটি টাকা

৫৩ পেরিয়ে ঐশ্বরিয়া

বিনোদন ডেস্ক

একটা সময় ছিল, বিশ্বসুন্দরী বলতে এ তল্লাটের মানুষ একজনকেই চিনত: তিনি ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। রূপে, গ্ল্যামারে, অভিনয়ে নিজেকে এতটা উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন তিনি, তাকেই আদর্শ মেনেছে তরুণদের অনেকে। বলিউডের নন্দিত এ অভিনেত্রীর ৫৩তম জন্মদিন ছিল গতকাল।

১৯৭৩ সালের ১ নভেম্বর ভারতের কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে জন্ম নেন ঐশ্বরিয়া। বাবার চাকরির সুবাদেই পরিবারের সঙ্গে মুম্বাই আসেন তিনি। ছোটবেলাতেই দীক্ষা নিয়েছেন ধ্রুপদি নাচের। শিখেছেন ভরতনাট্যমও। ১৯৯১ সাল থেকে তিনি মডেলিং শুরু করেন। ১৯৯৪ সালে জিতে নেন মিস ওয়ার্ল্ড খেতাব।

এর তিন বছর পর সিনেমায় আসেন ঐশ্বরিয়া। মণি রত্নমের তামিল সিনেমা 'ইরুবার' (১৯৯৭) দিয়ে অভিষেক হয় তার। প্রথম সিনেমা দিয়েই নজর কাড়েন তিনি। একই বছর 'অউর পেয়ার হো গায়া' দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় তার। তবে হিন্দি সিনেমায় তার সাফল্যের শুরুটা হয় শাহরুখ খানের সঙ্গে, ২০০০ সালের 'জোশ' দিয়ে। একই বছর শাহরুখের সঙ্গে 'মহাব্বতে' দিয়ে ঐশ্বরিয়া খ্যাতির চূড়ায় ওঠেন। অতঃপর তার ক্যারিয়ারে একে একে যোগ হয়েছে 'দেবদাস' 'চোখের বালি' 'রেইনকোট' 'গুজারিশ' 'ধুম ২' 'যোধা আকবর' 'এথিরাম' 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' 'সর্বজিৎ' 'পন্নিয়িন সেলভান'-এর মতো সিনেমায়।

অভিনয়ের জন্য দুইবার ফিল্মফেয়ার, ছয়বার আইফা, ছয়বার স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডসহ ভারত ও এর বাইরে প্রায় দেড়শ পুরস্কার-সম্মাননা পেয়েছেন ঐশ্বরিয়া। ২০০৯ সালে তিনি ভূষিত হয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পদ্মশ্রীতে। সাফল্যমণ্ডিত এ ক্যারিয়ারে দর্শকের ভালোবাসা ও পুরস্কারের পাশাপাশি সম্পদও গড়েছেন ঐশ্বরিয়া। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের তথ্য অনুযায়ী, অভিনেত্রীর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আনুমানিক)। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। তিন দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অভিনয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন ঐশ্বরিয়া। এসব কাজ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে তার এই বিপুল সম্পদ।



৪১ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক সারা

বিনোদন প্রতিবেদক

বলিউডে নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন অভিনেত্রী সারা আলী খান। ২০১৮ সালে 'কেদারনাথ' সিনেমার মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেকের পর থেকেই ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন সাইফ আলী খানের কন্যা। অভিনয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার মাধ্যমেও নিয়মিত আয় করছেন তিনি। সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে অভিনেত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ ও তার পারিশ্রমিকের হিসাব।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে সারার সম্পদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১৯ সালে তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩ কোটি টাকা।

২০২১ সালে তা বেড়ে আনুমানিক ২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০২৫ সালে সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৪ কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সারার মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪১ কোটি টাকা। অর্থাৎ কয়েক বছরের ব্যবধানে তার সম্পদে এসেছে বড় ধরনের পরিবর্তন।

অভিনয় থেকে পাওয়া পারিশ্রমিক সারার আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। ইন্ডাস্ট্রি সূত্রের বরাতে জানা গেছে, একটি সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রায় ৩ কোটি টাকা নিয়ে থাকেন তিনি। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় অংশ নিয়েও মোটা অঙ্কের অর্থ আয় করেন। একটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনী প্রচারণায় অংশ নিতে তার পারিশ্রমিক প্রায় ১ কোটি টাকা বলে জানা গেছে।

বিলাসবহুল জীবনযাপনেও পিছিয়ে নেই এ অভিনেত্রী। তার গাড়ির সংগ্রহে রয়েছে বেশ কয়েকটি দামি এসইউভি।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মার্সিডিজ-বেঞ্জ জি-ক্লাস জি ৩৫০ডি এবং জিপ কম্পাস।

এদিকে কাজ নিয়েও বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন সারা। বলিউডে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করতে নিয়মিত নতুন নতুন সিনেমায় কাজ করছেন তিনি। গত ২৩ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত স্পাই-কমেডি ঘরানার সিনেমা 'উড়তা তীর'। করণ জোহরের প্রযোজনায় নির্মিত ছবিটিতে আয়ুষ্মান খুরানার বিপরীতে অভিনয় করেছেন সারা। অভিনয়, বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ড প্রচারণা– সব মিলিয়ে নিজের ক্যারিয়ার ও আর্থিক অবস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এ বলিউড অভিনেত্রী।



যেভাবে ১৩ হাজার কোটি টাকার সাম্রাজ্য গড়লেন শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক

টেলিভিশনের অভিনেতা হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু। এরপর সিনেমা, প্রযোজনা, ভিএফএক্স, ক্রিকেট, বিজ্ঞাপন ও নানা ব্যবসায় বিনিয়োগ। তিন দশকের বেশি সময় ধরে এভাবেই নিজের সাম্রাজ্য গড়েছেন শাহরুখ খান। হুরুন ইন্ডিয়ার ২০২৬ সালের হিসাব অনুযায়ী, তার সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার কোটি রুপি বা ১৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। কিন্তু কীভাবে একের পর এক পদক্ষেপে এ বিপুল সম্পদের মালিক হলেন বলিউডের বাদশাহ? বলিউডে শাহরুখ খানের পরিচয় শুধু একজন অভিনেতা হিসেবে নয়। তিনি প্রযোজক, ব্যবসায়ী, ক্রিকেট দলের মালিক এবং বিনোদনশিল্পের একজন সফল উদ্যোক্তা। পর্দায় তার অভিনয় যেমন দর্শককে মুগ্ধ করেছে, তেমনি পর্দার বাইরেও তার ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত তৈরি করেছে আলাদা পরিচিতি। আজ তার সম্পদের পরিমাণ হাজার কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। অথচ এ যাত্রার শুরুটা ছিল একেবারেই সাধারণ।



১৯৬৫ সালের ২ নভেম্বর দিল্লিতে জন্ম শাহরুখের। বাবা মীর তাজ মোহাম্মদ খান ছিলেন ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী, মা লতিফ ফাতিমা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। দিল্লির সেন্ট কলম্বাস স্কুলে পড়াশোনা শেষে হংসরাজ কলেজে ভর্তি হন। পরে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় গণযোগাযোগ বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করলেও অভিনয়ের টানে তা শেষ করেননি। থিয়েটার ও টেলিভিশনে কাজ করতে করতেই তৈরি হয় বড় পর্দায় যাওয়ার স্বপ্ন।


LOYAL TO ROYAL
ALASKA
2028 SEASON
BOOKINGS OPEN WEEK OF
SEPTEMBER 28, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

শীতের আগেই সচেতনতা

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতেই আসে নানা পরিবর্তন। এর প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকেও। লিখেছেন– মুনিয়া আক্তার

শীত আসার আগে থেকেই অনেকের ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। কারও ঠোঁট ফাটে, কারও মুখে দেখা দেয় টানটান ভাব, আবার কারও ত্বকে চুলকানি ও অস্বস্তি তৈরি হয়। তাই শীত পুরোপুরি শুরু হওয়ার অপেক্ষা না করে, এখন থেকেই ত্বকের যত্নে বাড়তি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সঠিক পরিচর্যা ও কিছু অভ্যাসের পরিবর্তন ত্বককে রাখতে পারে সুস্থ, কোমল ও সতেজ।

শীতের আগমনে বাতাসের আর্দ্রতা কমতে শুরু করে। ফলে ত্বক থেকে স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। পাশাপাশি অতিরিক্ত গরম পানি দিয়ে গোসল, কড়া সাবান ব্যবহার এবং ত্বকের ধরন অনুযায়ী প্রসাধনী ব্যবহার না করাও শুষ্কতার কারণ হতে পারে। যাদের ত্বক আগে থেকেই শুষ্ক বা সংবেদনশীল, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেশি দেখা দিতে পারে। তাই আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ত্বকের পরিচর্যার রুটিনেও কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি।

শীতের আগে ত্বকের যত্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আর্দ্রতা ধরে রাখা। এ জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী ভালো মানের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। মুখ ধোয়ার পর ত্বক সামান্য ভেজা থাকতেই ময়েশ্চারাইজার লাগালে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সুবিধা হয়। শুষ্ক ত্বকের জন্য ক্রিমভিত্তিক ময়েশ্চারাইজার এবং তৈলাক্ত ত্বকের জন্য হালকা, নন-কমেডোজেনিক ময়েশ্চারাইজার বেছে নেওয়া যেতে পারে। হাত-পা ও শরীরের অন্যান্য শুষ্ক অংশেও নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে, তবে অতিরিক্ত পরিষ্কার করতে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক তেল নষ্ট করা যাবে না। এ জন্য মৃদু ও সাবানমুক্ত ক্লিনজার ব্যবহার করা ভালো। দিনে দুবার মুখ পরিষ্কার করাই সাধারণত যথেষ্ট। খুব গরম পানি দিয়ে মুখ ধোয়া বা গোসল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। মুখ মোছার সময় তোয়ালে দিয়ে জোরে ঘষা উচিত নয়; বরং আলতোভাবে চেপে পানি মুছে নিতে হবে।

অনেকের ধারণা, শীতকালে রোদের তীব্রতা কম থাকায় সানস্ক্রিন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। ধারণাটি ঠিক নয়। মেঘলা দিনেও সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। তাই বাইরে যাওয়ার ১৫ থেকে ২০ মিনিট আগে এসপিএফ ৩০ বা তার বেশি মানের ব্রড-স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। দীর্ঘ সময় বাইরে থাকলে দুই ঘণ্টা পরপর এবং ঘাম হলে আরও আগে পুনরায় লাগাতে হবে।

শীতের শুরুতেই ঠোঁট শুষ্ক ও ফাটতে পারে। তাই নিয়মিত পেট্রোলিয়াম জেলি বা ময়েশ্চারাইজিং উপাদানযুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করা ভালো। ঠোঁটের শুষ্ক চামড়া টেনে তোলা বা বারবার জিহ্বা দিয়ে ভেজানো উচিত নয়।

একইভাবে হাত-পায়ের যত্নেও অবহেলা করা যাবে না। প্রতিবার হাত ধোয়ার পর হ্যান্ড ক্রিম ব্যবহার করতে হবে। পায়ের গোড়ালি শুষ্ক হলে রাতে ময়েশ্চারাইজার বা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে মোজা পরা যেতে পারে।

মরা কোষ দূর করতে এক্সফোলিয়েশন বা ত্বকের ওপরের মৃত কোষ পরিষ্কারের পদ্ধতি কাজে আসতে পারে। তবে অতিরিক্ত স্ক্রাবিং ত্বকের সুরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল করে জ্বালাপোড়া ও শুষ্কতা বাড়াতে পারে। তাই ত্বকের ধরন বুঝে মৃদু এক্সফোলিয়েটর ব্যবহার করতে হবে। সংবেদনশীল ত্বকে এটি ব্যবহারের আগে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।

ত্বকে লালচে ভাব, জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি দেখা দিলে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

ত্বকের সুস্থতা শুধু বাহ্যিক পরিচর্যার ওপর নির্ভর করে না। সুষম খাবারও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, ফলমূল, বাদাম, ডিম ও মাছ রাখা যেতে পারে। এসব খাবারে থাকা ভিটামিন, খনিজ ও প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বকের স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে।



মডেল : প্রিয়ন্তী। ■ ছবি : রাহুল রায় মিশুক

রূপশৈলী

সৌন্দর্যে ভিন্ন কিছু

নাদিয়া আফরিন

টমেটোর লাল রঙের প্রধান উপাদান লাইকোপিন। এটি এক ধরনের শক্তিশালী জারণরোধী উপাদান, যা শরীরের কোষকে ক্ষতিকর জারণপ্রক্রিয়ার প্রভাব থেকে সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ও পরিবেশদূষণের কারণে ত্বকের কোষে যে ক্ষতি হতে পারে, তা মোকাবিলায় জারণরোধী উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। টমেটোতে রয়েছে ভিটামিন সি, যা কোলাজেন তৈরিতে সাহায্য করে। কোলাজেন ত্বকের গঠন ও দৃঢ়তা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয়।

শসার প্রায় ৯৫ শতাংশই পানি। তাই শরীরের পানির চাহিদা পূরণে শসা সহায়ক খাবার। পর্যাপ্ত পানি গ্রহণ শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ও ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। শসায় অল্প পরিমাণে ভিটামিন সি ও অন্যান্য উপকারী উদ্ভিজ্জ উপাদানও রয়েছে। সালাদে শসা রাখলে খাবারে সতেজতা আসে।

গাজরের কমলা রঙের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিটা ক্যারোটিন। শরীর এই উপাদান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটামিন এ তৈরি করে। ভিটামিন এ ত্বকের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, কোষের পুনর্গঠন ও সুস্থতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি বিটা ক্যারোটিন জারণরোধী উপাদান হিসেবেও কাজ করে। নিয়মিত পরিমিত গাজর খেলে শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে পারে।

টমেটো, শসা ও গাজরের পাশাপাশি সালাদে রাখা যায় ক্যাপসিকাম, লালশাকের কচি পাতা, লেটুসপাতা, বাঁধাকপি, মুলা, বিট, ব্রকলি ও পেঁয়াজ। ক্যাপসিকামে রয়েছে ভিটামিন সি, যা কোলাজেন তৈরিতে সহায়তা করে। বাঁধাকপি ও ব্রকলিতে রয়েছে বিভিন্ন ভিটামিন ও জারণরোধী উপাদান। বিটে আছে বিটালেইন নামের উদ্ভিজ্জ উপাদান। অন্যদিকে লেটুসপাতা ও মুলা শরীরে পানি ও আঁশের জোগান দেয়। এসব সবজি একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা যায় রঙিন ও পুষ্টিকর সালাদ।



মডেল : প্রভা।

সৌন্দর্যের রানি শ্রীমঙ্গল

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্

আপনি যদি শহরের কোলাহল ও কর্মব্যস্ত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে একটু প্রশান্তি খুঁজছেন? তাহলে কোন চিন্তা না করে বেরিয়ে পড়েন শ্রীমঙ্গলের দিকে। যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা শ্রীমঙ্গলে নয়নাবিরাম সৌন্দর্য্য উপভোগ করবেন।

প্রতিবারের ন্যায় বলতে গেলে আমাদের গল্প একি হঠাৎ করে কোন পরিকল্পনা ছাড়া এবারের গন্তব্যস্থল শ্রীমঙ্গল। এ যাত্রায় আমার সফরসঙ্গী ছিল মারুফ, আকাশ, সাখাওয়াত, রাশেদ, শফিক, মিশু, কাফি, তামিম। কক্সবাজার থেকে সরাসরি সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম সবাই। সিলেট এর আগে তিনবার এসেছিলাম ঘুরতে। সিলেট আমার সবসময় পছন্দের জায়গার মধ্যে অন্যতম। এক রাত সবাই সিলেট অবস্থান করে সকালে শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

রাতের সিলেট পৌঁছে আরও একটা মজার ঘটনা কি জানেন ছোট ভাই আবিদ তাদের বন্ধুদের নিয়ে সিলেটে ছিল তার সঙ্গে রেল স্টেশনে দেখা। ট্রেনের টিকিট পেতেও আরও একটু বেগ পেতে হয়েছে কারণ আমরা আগে থেকে টিকিট করতে পারি নাই। গিয়ে অনেক চেষ্টা করে সকালের টিকিট পেলাম, আমাদের ট্রেন ছিল কালনী এক্সপ্রেস। এটি সাধারণত সিলেট শহর থেকে সকাল ৬:১৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করে। যদি কোন সিডিউল পরিবর্তন না হয় তাহলে সকাল ৮:৩০ মিনিটে শ্রীমঙ্গল পৌঁছায়। সিলেট থেকে শ্রীমঙ্গলের ট্রেন যাত্রাটি সত্যি ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। জীবনে কিছু কিছু স্মৃতি আছে আপনি চাইলে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন নাহ। কিন্তু ঐ সময় এবং মূহুর্ত সবসময় আপনার স্মরণে থাকবে এ যাত্রাটি ঠিক তেমন। এ যাত্রায় ট্রেনে বসে আপনি উপভোগ করতে পারবেন দু'পাশে সবুজ চা বাগানের মাঝ দিয়ে রাস্তা। সামনেই চোখে পড়বে পথের দু'পাশে উঁচু-নিচু পাহাড়, লেবু ও আনারসের বাগান। উপভোগ করতে পারেন পাহাড়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য এ প্রাকৃতিক সৌন্দয্য দেখলে আপনি হারিয়ে যাবেন এক স্বপ্নের রাজ্যে। এ দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা শ্রীমঙ্গল পৌঁছালাম। ঐ দিকে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে আমাদরে অপেক্ষায় ছিলেন নির্ঝর, স্বচ্ছ। তারা দু'জন অমায়ীক ছেলে, তারা আমার নেপাল ভ্রমণের সফর সঙ্গী ছিল। নেপালের গল্প একদিন আপনাদের শোনাব সময় করে। আমাদের সফর যেহেতু একদিনের ছিল সেই জন্য আমরা আগে থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। আমাদের যেকোন ভ্রমণের যাবতীয় সবকিছুর পরিকল্পনা ও খরচের দায়িত্বে থাকেন বন্ধু মারুফ। আমরা পৌঁছে চাঁদের গাড়িতে করে সারাদিনে শ্রীমঙ্গলের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, নুরজাহান চা বাগান, মাধবপুর লেক, লাল টিলা, বধ্যভূমি, শমশের নগর গলফ মাঠ, খাসিয়া পান পুঞ্জি ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণ করলাম। আমাদরে এ যাত্রায় আরও আনন্দ ময় করেছিল আমাদের ড্রাইভার মামা। সে গুরু জেমসের পিউর ভক্ত। সারা রাস্তায় সে আমাদের গান শুনিয়ে অনেক উজ্জিবীত করেছিল।

প্রতিটি ভ্রমণে গেলে আমার বারবার মনে পড়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক একটি কথা তিনি তার শিষ্য লেখক লেখক আহমদ ছফাকে বলেছিলেন– যখন কোন নতুন জায়গায় যাইবেন পয়লা দুইটা জিনিস জানার চেষ্টা করবেন, ওই জায়গার মানুষ কি খায় আর পড়ালেখা কি করে। কী পরে আর কী খায় এ দুইটা জিনিস না জানলে একটা জাতির কোন কিছু জানন যায় না। আমি সবসময় এ দুটি বিষয় ঘুরে দেখার চেষ্টা করি। এইবার আসা যাক আমাদের মূল ভ্রমণের গল্পে। সারি সারি চা বাগানের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ সড়ক ধরে ৯ কিলোমিটার পথ এগিয়ে আমারা প্রথমে গিয়েছিলাম লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে। যাওয়ার পথে আপনি পাহাড়ি রাস্তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। গাড়ি থেকে নেমে আমরা সকলে টিকেট সংগ্রহ করে এ জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ করলাম। আমার মনেহয় এ উদ্যানে হচ্ছে শ্রীমঙ্গলের আরেক বিস্ময়। দেশের সবচেয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত পাহাড় লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান। ১ হাজার ২শ' হেক্টর এলাকা জুড়ে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের উঁচু-নিচু টিলায় কয়েক হাজার প্রজাতির লক্ষ লক্ষ সুউচ্চ বৃক্ষ আপনাকে বিমোহিত করবে। একটু ভেতরের দিকে গেলেই দেখা যাবে বড় বড় বৃক্ষরাজির মগডালে উল্লুক, বানরসহ নানা প্রাণীর লাফালাফি। উদ্যানে রয়েছে আরও বিস্ময় চোখে পড়তে পারে মেছোবাঘ, ভাল্লুক, হরিন, বিভিন্ন জাতের সাপ, বনমোরগ, বন বিড়াল, উল্লুক, বানর, খাটাস প্রভৃতি প্রাণী। এ বনে রয়েছে আড়াই হাজারের অধিক প্রজাতির পাখি, দশ প্রজাতির সরিসৃপ এবং বাঘ, ভাল্লুক, সিভিটকেট, বানর, হরিণসহ অর্ধ শতাধিক প্রজাতির বন্যপ্রাণী। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ভেতরে মাগুরছড়া খাসিয়া পান পুঞ্জি রয়েছে। এ খাসিয়া পান পুঞ্জিতে পৌছাতে হলে আপনাদের প্রায় ১ঘন্টা হাটতে হবে। শ্রীমঙ্গলের সবুজ ঘেরা অপরূপ এক প্রান্তর নুরজাহান টি-গার্ডেন বা নুরজাহান চা বাগান। কথিত আছে মোঘল সম্রাজ্ঞী নুরজাহান বেগমের নাম অনুসারে এ চা বাগানের নামকরণ করা হয়েছে। চা বাগানগুলো শ্রীমঙ্গলকে সবুজ চাদরে ঢেকে রেখেছে। চা বাগনগুলোর নান্দনিক সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বাগানের বুক চিড়ে চলে যাওয়া ছড়া ও হ্রদগুলো। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাধপুর লেক। সকাল থেকে বিভন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা ক্লান্ত ছিলাম সেই জন্য আমরা রওনা দিলাম লাঞ্চ করতে। যেহেতু আমাদের আজকে আবার ব্যাক করতে হবে সেই জন্য আমরা লাঞ্চ শেষ করে রওনা দিলাম নিজেরদের ক্লান্তি দূর করতে।

রেসিপি

জলপাইয়ের তিন পদ

জলপাইয়ের আচার



যা লাগবে : জলপাই ৫০০ গ্রাম, চিনি আধা কাপের একটু কম (কিংবা স্বাদমতো), শর্ষেবাটা ২ টেবিল চামচ (ভিনেগার দিয়ে মিহি ও পাতলা করে বেটে নিতে হবে), রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, আস্ত পাঁচফোড়ন আধা চা-চামচ, পাঁচফোড়নের গুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, সাদা ভিনেগার এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ, লবণ স্বাদমতো, আস্ত শুকনা মরিচ ৫টি, শর্ষের তেল আধা কাপের একটু বেশি।

যেভাবে করবেন : ভালো করে ধুয়ে ও মুছে জলপাইগুলো হালকা করে চিরে নিতে হবে। এতে ভেতরে মসলা ঢুকে আরও ভালোভাবে সেদ্ধ হবে। কড়াইয়ে তেল গরম করে আস্ত শুকনা মরিচ আর রসুনকুচি দিয়ে হালকা ভেজে নিতে হবে। এরপর আস্ত পাঁচফোড়নে শর্ষেবাটা, হলুদ ও মরিচগুঁড়া একটু কষিয়ে জলপাই দিয়ে ৪ মিনিট কম আঁচে ভাজতে হবে। এবার ভিনেগার, চিনি ও লবণ দিয়ে আস্তে আস্তে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। কম আঁচে জলপাই সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। সেদ্ধ হয়ে গেলে পাঁচফোড়নের গুঁড়া দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে আরও ৩ মিনিট রান্না করে নামিয়ে ফেলতে হবে।

জলপাই রসুনের ঝাল



যা লাগবে : জলপাই সেদ্ধ এক কেজি, দেশি রসুনের কোয়া আধা কেজি, বোম্বাই মরিচ ১০ থেকে ১২টা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, আদা ও রসুনবাটা এক টেবিল চামচ, লবণ ও বিট লবণ স্বাদমতো, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টা, সরিষার তেল ২ কাপ, চিনি আধা কাপ, সিরকা আধা কাপ।

যেভাবে : জলপাই বোঁটা ফেলে ধুয়ে সেদ্ধ করে চটকে নিন। অন্য একটি বাটিতে রসুনের কোয়া, বোম্বাই মরিচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, বিট লবণ, লবণ, চিনি একসঙ্গে মেখে রেখে দিন। এবার কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে তেজপাতার ফোড়ন দিন। পরে বাটিতে রাখা উপকরণ দিয়ে রান্না করুন ৫-৭ মিনিট। জলপাই দিয়ে আবার নেড়ে রান্না করুন। চুলার তাপ বাড়ানোই থাকবে। তেল ছেড়ে এলে চুলার তাপ কমিয়ে নেড়েচেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল এ মৌসুমের জলপাই রসুনের ঝাল আচার।

জলপাই চাটনি



যা লাগবে : সেদ্ধ জলপাই চটকানো ১ কেজি, চিনি ১ কেজি, বিট লবণ ৩ টেবিল চামচ, জিরা ভাজা গুঁড়া ২ চা চামচ, পাঁচফোড়ন গুঁড়া ২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ চা চামচ, রসুন কুচি ২ টেবিল চামচ, সরিষার তেল দেড় কাপ।

যেভাবে করবেন : জলপাইয়ের সঙ্গে চিনি, বিট লবণ, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে জ্বাল দিন। এর মধ্যে তেল দিয়ে জ্বাল দিন। রসুন কুচি বাদে সব মসলা দিয়ে জ্বাল করুন। অন্য পাত্রে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে তাতে রসুন কুচি দিয়ে লালচে করে নিয়ে নামিয়ে নিন। কাচের বোয়ামে আচার ঢেলে দিয়ে ঠান্ডা করে ২ দিন রোদে রেখে সংরক্ষণ করুন।

খবর
www.khabor.com



রাতে সূর্যের আলো বিক্রির পরিকল্পনা

প্রযুক্তি ডেস্ক

ফোনের স্টোরেজ দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে? এই ৭ কার্যকর উপায়ে মিলবে সমাধান ডাটা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আসছে বাংলা এআই স্মার্টফোন কেনার আগে শুধু র‍্যাম নয়, যেসব বিষয় জানা জরুরি সাধারণ সিম নাকি ই-সিম, ফোন কেনার আগে জেনে নিন কোনটি ভালো রাতেও সূর্যের আলো কেনা যাবে–এমন এক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশভিত্তিক স্টার্টআপ রিফ্লেক্ট অরবিটাল। মহাকাশে বিশাল আয়নার মতো প্রতিফলক স্থাপন করে সূর্যের আলো পৃথিবীর নির্দিষ্ট এলাকায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটি। এর মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন, দুর্যোগকবলিত এলাকায় আলোর ব্যবস্থা এবং উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় সহায়তা করার লক্ষ্য তাদের।

প্রযুক্তিটি পরীক্ষার জন্য ভারতের মহাকাশ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের সঙ্গে দুটি রকেট উৎক্ষেপণের চুক্তি করেছে রিফ্লেক্ট অরবিটাল। তবে প্রতিষ্ঠানটির এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, মহাকাশের আয়না থেকে প্রতিফলিত আলো রাতের আকাশ ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

কী পরিকল্পনা রিফ্লেক্ট অরবিটালের?

রিফ্লেক্ট অরবিটাল নিম্ন পৃথিবী কক্ষপথে (এলইও) ১৮ মিটার বাই ১৮ মিটার আকারের বিশাল আয়না স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। এসব আয়না নির্দিষ্ট দিকে ঘুরিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও পৃথিবীর নির্দিষ্ট এলাকায় আলো ফেলা যাবে।

প্রাথমিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত আয়নাগুলো প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসের একটি এলাকায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে পারবে। গ্রাহকেরা যে এলাকার জন্য অর্থ দেবেন, সেখানে আলো ধরে রাখতে আয়নাগুলোর অবস্থান ও দিক পরিবর্তন করা হবে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রথম পরীক্ষামূলক অভিযান ২০২৭ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে পরিচালনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে ৫০ হাজার স্যাটেলাইটের লক্ষ্য রিফ্লেক্ট অরবিটালের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩৫ সালের মধ্যে কক্ষপথে ৫০ হাজার স্যাটেলাইট স্থাপন করা হবে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, প্রতিফলিত আলো চাঁদের আলোর মতো হবে। স্যাটেলাইটের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোর উজ্জ্বলতা ও স্থায়িত্বও বাড়বে।

এই প্রকল্পে 'ইয়ারেন্ডিল-১' নামের পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হবে। গ্রাহকেরা একটি অ্যাপের মাধ্যমে পৃথিবীর যে এলাকায় আলো চান, সেটি নির্বাচন করতে পারবেন।

বায়ুমণ্ডল নিয়ে উদ্বেগ

তবে এই পরিকল্পনার একটি বড় চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। ২০২৫ সালের আগস্টে প্রকাশিত একটি গবেষণায় মডেল ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে, প্রতিফলিত সূর্যালোক বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় কীভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, বায়ুমণ্ডলের অণু ও অ্যারোসল আলোর কিছু অংশ আশপাশের আকাশে ছড়িয়ে দেয়। আবার পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছানো আলো প্রতিফলিত হয়ে ওপরের দিকে ওঠে এবং দ্বিতীয়বার ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যে নির্দিষ্ট এলাকায় আলো ফেলার পরিকল্পনা করা হবে, বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বিস্তৃত এলাকায় আলোর প্রভাব পড়তে পারে। গবেষণার মডেল অনুযায়ী, আয়না ১৪ কিলোমিটার দূরে থাকলেও পৃথিবীর পৃষ্ঠে তৈরি হওয়া আলোর আভা পূর্ণিমার চাঁদের আলোর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হতে পারে।

এর অর্থ, যেসব এলাকার মানুষ এই আলোর জন্য অর্থ দেননি, তারাও এর প্রভাবে পড়তে পারেন। তবে গবেষণার এসব ফলাফল গাণিতিক মডেলভিত্তিক পূর্বাভাস। বাস্তবে প্রযুক্তিটি পরীক্ষা করার পরই এর প্রকৃত প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রকল্পটির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পরিবেশবাদী সংগঠন এ উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশনের (এফসিসি) কাছে অনুমোদন বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন।

সূত্র: এনডিটিভি

চ্যাটজিপিটি কি ধীরে ধীরে ভুলিয়ে দিচ্ছে মানুষের স্মৃতি?

প্রযুক্তি ডেস্ক

স্মার্টফোন কেনার আগে শুধু র‍্যাম নয়, যেসব বিষয় জানা জরুরি সাধারণ সিম নাকি ই-সিম, ফোন কেনার আগে জেনে নিন কোনটি ভালো কোনো তথ্য মনে রাখতে হবে না, জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মাথা ঘামাতে হবে না, এমনকি সঠিক শব্দ খুঁজে বের করারও প্রয়োজন নেই। কয়েকটি শব্দ লিখে চ্যাটজিপিটিকে নির্দেশ দিলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য, সারসংক্ষেপ কিংবা জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) এই সুবিধা মানুষের কাজ ও শেখার পদ্ধতিকে সহজ করে তুলেছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, এআইয়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কি মানুষের স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, উদ্বেগের বিষয় শুধু এআই ব্যবহারের পরিমাণ নয়; বরং এআই যখন মানুষের হয়ে চিন্তা করা, তথ্য মনে রাখা ও সমস্যা সমাধানের কাজ করতে শুরু করে, তখন শেখার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কতটা বাধাগ্রস্ত হয়, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের চেন্নাইয়ের গ্লেনিগলস হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক নিউরোসার্জন ও বিভাগীয় প্রধান ডা. নাইজেল পিটার সিমস বলেন, মানুষের মস্তিষ্কের শেখা ও মনে রাখার ক্ষমতা তথ্যের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। তার ভাষায়, মানুষের মস্তিষ্ক শেখা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তন ও মানিয়ে নিতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নিউরোপ্লাস্টিসিটি। অর্থাৎ মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে সংযোগ তৈরি ও শক্তিশালী হওয়ার ক্ষমতা।

কীভাবে স্মৃতি তৈরি ও সংরক্ষিত হয়?

কোনো কিছু মনে রাখার প্রক্রিয়া শুধু তথ্য জমা রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রথমে মস্তিষ্ক তথ্য গ্রহণ করে, পরে তা সংরক্ষণের উপযোগী করে এবং প্রয়োজনের সময় স্মৃতি থেকে ফিরিয়ে আনে। মনোযোগ, পুনরাবৃত্তি, পূর্বজ্ঞান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মস্তিষ্কের গভীরে অবস্থিত হিপোক্যাম্পাস নতুন স্মৃতি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নতুন কিছু শেখার সময় মস্তিষ্ক তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে এবং এমন স্নায়বিক সংযোগ তৈরি করে, যা পরবর্তী সময়ে সেই তথ্য মনে করতে সাহায্য করে।

নিজের স্মৃতি থেকে তথ্য মনে করার এই অনুশীলনকে বলা হয় অ্যাকটিভ রিকল। এটি শেখার একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। শুধু সামনে তথ্য দেখে চিনে নেওয়ার পরিবর্তে নিজের চেষ্টা দিয়ে তথ্য মনে করার অভ্যাস স্মৃতিশক্তি চর্চায় সহায়তা করে।

এআইয়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার প্রভাব

চ্যাটজিপিটির মতো এআই টুল দীর্ঘ লেখা সংক্ষেপ করতে পারে, প্রবন্ধ লিখতে পারে, অপরিচিত বিষয় বুঝিয়ে দিতে পারে এবং জটিল সমস্যার সমাধানও প্রস্তাব করতে পারে। তবে সমস্যা তৈরি হয় যখন মানুষ নিজের চিন্তা ও শেখার পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে এআইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ডা. সিমসের মতে, প্রাপ্তবয়স্করা অতিরিক্ত এআইনির্ভর হয়ে পড়লে নিজের স্মৃতি থেকে তথ্য মনে করা এবং স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করার অনুশীলনের সুযোগ কমে যেতে পারে। প্রতিবার শেখা কোনো বিষয় নিজে মনে করার চেষ্টা করলে স্মৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্নায়বিক সংযোগ শক্তিশালী হতে সহায়তা করে।

শিশুদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের উদ্বেগ রয়েছে। তারা যদি নিজেরা চেষ্টা না করে এআইয়ের মাধ্যমে সব কাজ সম্পন্ন করে, তাহলে যুক্তি প্রয়োগ, মনোযোগ ধরে রাখা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা চর্চার সুযোগ হারাতে পারে।

গবেষণায় কী উঠে এসেছে?

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি মিডিয়া ল্যাবের 'ইয়োর ব্রেইন অন চ্যাটজিপিটি' শীর্ষক একটি গবেষণা আলোচনায় এসেছে। গবেষকেরা ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফি (ইইজি) পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় কেউ চ্যাটজিপিটির সহায়তায় এবং কেউ এআই ব্যবহার না করে প্রবন্ধ লেখেন।

গবেষণায় দেখা যায়, এআইয়ের সহায়তা নেওয়া অংশগ্রহণকারীদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামগ্রিক সংযোগ তুলনামূলক কম ছিল। তবে গবেষণাটি প্রাথমিক পর্যায়ের এবং এর ফলাফল দিয়ে এআই ব্যবহারে স্থায়ী স্মৃতিশক্তি হ্রাস কিংবা মস্তিষ্কের শারীরিক ক্ষতি হয়–এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ নেই।

ডা. সিমসও সতর্ক করে বলেছেন, এআই ব্যবহারের কারণে স্থায়ী স্মৃতিশক্তি হ্রাস বা মস্তিষ্কের শারীরিক ক্ষতি হয়, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ এখনো নেই।

তার মতে, শেখার কাজে এআইকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা এবং সম্পূর্ণ শেখার প্রক্রিয়াটিই এআইয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া–দুটি এক বিষয় নয়। এআইয়ের দেওয়া তথ্য যাচাই করা, প্রশ্ন করা, উত্তর বিশ্লেষণ করা এবং নিজে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা জরুরি। প্রযুক্তিকে মানুষের চিন্তাশক্তির বিকল্প নয়, বরং সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করাই হওয়া উচিত।



বড় হামলার শিকার ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম 'বাইন্যান্স'

প্রযুক্তি ডেস্ক

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বাইন্যান্সে বড় ধরনের সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, হ্যাকাররা তাদের সিস্টেম থেকে প্রায় ৬৩০ কোটি মার্কিন ডলার সমমূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করেছে। অনলাইন নিরাপত্তা ও বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাথমিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, এটি বৈশ্বিক ক্রিপ্টো খাতের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ সাইবার চুরির ঘটনা হতে পারে। বাইন্যান্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চুরি হওয়া সম্পদের প্রায় অর্ধেক তারা তাৎক্ষণিকভাবে ফ্রিজ বা অকার্যকর করতে পেরেছে। তবে বাকি বিপুল পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি এখনো হ্যাকারদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে দুটি শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য বলছে, উত্তর কোরিয়াসংশ্লিষ্ট একটি কুখ্যাত হ্যাকার দল এতে জড়িত থাকতে পারে। ব্লকচেইনভিত্তিক গোয়েন্দা সংস্থা টিআরএম ল্যাবসের (TRM Labs) মতে, বাইন্যান্সে হামলার পদ্ধতির সঙ্গে উত্তর কোরিয়াসংশ্লিষ্ট সাইবার হামলায় ব্যবহৃত কৌশলের মিল রয়েছে। বিশেষ করে গত বছর ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম বাইবিট (ইুনরঃ) থেকে ১৫০ কোটি ডলার চুরির ঘটনার সঙ্গে এ হামলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। হামলার সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেনি বাইন্যান্স। তবে এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, অপরাধীদের পরিচয় শনাক্ত এবং তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে একাধিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে তারা। এ ঘটনার পর বাইন্যান্সের নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং ব্যবহারকারীদের আমানত কতটা সুরক্ষিত, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।



ক্রিপ্টো ব্যবহারে বিশ্বে ৫৬তম বাংলাদেশ :

বাংলাদেশে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে এর লেনদেন বাড়ছে। আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান চেনালাইসিসের (ঈযধরহধযুংরং) 'দ্য ২০২৬ জিওগ্রাফি অব ক্রিপ্টো রিপোর্ট' অনুযায়ী, চলতি বছর তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে ১১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৬তম। তালিকায় প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভারত ষষ্ঠ, পাকিস্তান ২৫তম এবং শ্রীলঙ্কা ৮২তম অবস্থানে রয়েছে। ২০২৫ সালে বৈশ্বিক ক্রিপ্টো ব্যবহারের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের পর বিশ্বজুড়ে ক্রিপ্টো অর্থনীতি মন্দা কাটিয়ে উঠেছে। এ সময়ে ক্রিপ্টোকারেন্সির মোট বাজারমূল্য প্রায় ৫০ শতাংশ বা ২ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার কমলেও অন-চেইন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে। আগের মেয়াদের ৯ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে তা কমে ৯ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ১ দশমিক ৬ শতাংশ কম। চলতি বছরের সূচক তৈরিতে চারটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো সার্ভিস ফ্লো, অভ্যন্তরীণ পিয়ার-টু-পিয়ার (পিং২পি) কার্যক্রম, আন্তসীমান্ত লেনদেন এবং অন-চেইন ব্যালেন্স। তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিপ্টো ব্যবহারে শীর্ষে রয়েছে ব্রাজিল। ২৫২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি নিয়ে লাতিন আমেরিকার দেশটি সূচকের প্রতিটি উপাদানেই এগিয়ে রয়েছে। ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। এ সময়ে বিটকয়েনের দাম একপর্যায়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালেও পরে ডলারের হিসাবে বড় দরপতনের মুখে পড়ে। শীর্ষ অবস্থান থেকে এর দাম সর্বোচ্চ ৬৭ হাজার ডলার পর্যন্ত কমেছিল। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, সার্ভিস ইনফ্লো, অভ্যন্তরীণ পিয়ার-টু-পিয়ার কার্যক্রম এবং আন্তসীমান্ত স্থানান্তর মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো অর্থনীতির কার্যক্রম আগের মেয়াদের তুলনায় মাত্র ১ দশমিক ৬ শতাংশ কমেছে। বাংলাদেশে বিটকয়েন, ইথেরিয়াম, রিপল ও লাইটকয়েনের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভিন্ন কাজে লেনদেন করা হয়। ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউয়ের ২০২৩ সালের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪৩ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে ভার্চুয়াল মুদ্রা কোনো দেশের বৈধ কর্তৃপক্ষ ইস্যু করে না। ফলে এসব মুদ্রার বিপরীতে কোনো আর্থিক দাবি স্বীকৃত নয়। বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থাও এসব মুদ্রার লেনদেন অনুমোদন করে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক মো. মহিউদ্দিন গণমাধ্যমকে বলেন, বাংলাদেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল মুদ্রার লেনদেন বৈধ নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে চেনালাইসিসের সূচক কোনো দেশের সরকারি বা আইনি স্বীকৃতি বিশ্লেষণ করে না। বরং বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ বা তৃণমূল পর্যায়ে কী পরিমাণ বাস্তব লেনদেন ও কার্যক্রম হচ্ছে, তা পর্যালোচনা করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?

USBD VOICE নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone

- Get your free Business number today.
- Unlimited Calling to US and Canada.
- Music on Hold.
- Virtual Auto Attendant.
- Receive and Call from anywhere in the world.
- and many more ....



*Tax and 3 years contract required.

CALL NOW 888-383-7188

Address: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

http://usbdvoice.com

নীল ঢেউয়ে ভেসে গেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায় তৈরি করেছেন। আইওয়ায় জশ টুরেক রিপাবলিকান অ্যাশলি হিনসনকে হারিয়ে সিনেট আসনটি ডেমোক্র্যাটদের হাতে ফিরিয়ে এনেছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে আইওয়ায় উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। সেই রাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের এই সাফল্য এবারের নির্বাচনের অন্যতম বড় চমক। টেক্সাসে জেমস তালারিকো রিপাবলিকান কেন প্যাক্সটনকে পরাজিত করে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা টেক্সাসে ডেমোক্র্যাটদের এই জয় জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। তালারিকো বিজয় ভাষণে বলেন, 'আমরা টেক্সাসকে আবার ফিরিয়ে নিয়েছি।' ওহাইওতে সাবেক ডেমোক্র্যাট সিনেটর শেরড ব্রাউন রিপাবলিকান জন হুস্টেডকে পরাজিত করে আবার সিনেটে ফিরেছেন। মেইনে সাবেক অঙ্গরাজ্য সিনেট নেতা ট্রয় জ্যাকসন দীর্ঘদিনের রিপাবলিকান সিনেটর সুসান কলিন্সকে হারিয়েছেন। আইওয়া, কানসাস ও টেক্সাসের পাশাপাশি এসব রাজ্যের ফলাফল সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নর্থ ক্যারোলাইনায় সাবেক গভর্নর রয় কুপার রিপাবলিকান মাইকেল হোয়াটলিকে পরাজিত করে সিনেট আসনটি ডেমোক্র্যাটদের হাতে তুলে দিয়েছেন। মিশিগানেও ডেমোক্র্যাটদের আসন ধরে রাখার পাশাপাশি ইতিহাস গড়েছেন আবদুল এল-সায়েদ। রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক কংগ্রেসম্যান মাইক রজার্সকে পরাজিত করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন। অবসর নিতে যাওয়া ডেমোক্র্যাট সিনেটর গ্যারি পিটার্সের স্থলাভিষিক্ত হবেন এল-সায়েদ। নির্বাচনী প্রচারণায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখে পড়লেও বিজয় ভাষণে তাঁদের উদ্দেশে কটাক্ষ করেন তিনি। ভ্যান্সকে 'হাবিবি' বলে সম্বোধন করে এল-সায়েদ বলেন, আগামী জানুয়ারিতে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে ভ্যান্সকেই তাঁকে সিনেটে শপথবাক্য পাঠ করাতে হবে। তিনি এই পরিস্থিতিকে 'ডেলিশাস আয়রনি' বা চমৎকার পরিহাস বলে উল্লেখ করেন। ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে বলেন, তাঁর নাম উচ্চারণ করতে সমস্যা হলে শপথের পর তাঁকে শুধু 'সিনেটর' বলে ডাকলেই চলবে।

এবারের নির্বাচনে সিনেটে আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। মিনেসোটা থেকে ডেমোক্র্যাট পেগি ফ্লানাগান রিপাবলিকান মিশেল টাফোয়াকে পরাজিত করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আদিবাসী আমেরিকান নারী সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন। মিনেসোটার বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্লানাগানের এই বিজয় মার্কিন রাজনীতিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে ডেমোক্র্যাট ক্রিস পাপাস রিপাবলিকান সাবেক সিনেটর জন সুনুনুকে পরাজিত করে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে নির্বাচিত প্রথম প্রকাশ্যে সমকামী পুরুষ হওয়ার ইতিহাস গড়েছেন। অন্যদিকে মিশিগানের আবদুল এল-সায়েদের বিজয় মুসলিম আমেরিকানদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে নতুন অধ্যায় তৈরি করেছে। প্রতিনিধি পরিষদেও ডেমোক্র্যাটদের সাফল্য ছিল ব্যাপক। এবারের নির্বাচনে তারা দুই ডজনের বেশি আসন রিপাবলিকানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এমনকি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প যে কয়েকটি আসনে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন, সেসব এলাকাতেও ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। ইন্ডিয়ানার পঞ্চম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে ডেমোক্র্যাট জে ডি ফোর্ড তিনবারের নির্বাচিত রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান ভিক্টোরিয়া স্পার্টজকে পরাজিত করেছেন। টেক্সাসের সীমান্তবর্তী এলাকায় লাতিন গ্র্যামি বিজয়ী সংগীতশিল্পী ববি পুলিডো রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান মনিকা দে লা ক্রুজকে হারিয়েছেন। আইওয়ার চারটি কংগ্রেশনাল আসনের মধ্যে তিনটিতেই ডেমোক্র্যাটরা জয় পেয়েছেন। ক্রিস্টিনা বোহানান, সারাহ ট্রোন গ্যারিয়ট ও লিন্ডসে জেমসের বিজয় রাজ্যটিতে দলটির শক্ত অবস্থান ফিরে পাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রতিনিধি পরিষদের নতুন স্পিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হাউজে ডেমোক্র্যাটদের নেতা হাকিম জেফরিস স্পিকার নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হবেন। নতুন কংগ্রেস ২০২৭ সালের ৩ জানুয়ারি অধিবেশন শুরু করলে সদস্যদের ভোটে স্পিকার নির্বাচন করা হবে। ফলে জেফরিসের স্পিকার হওয়া এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত নয়, তবে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁকে এই পদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

গভর্নর নির্বাচনেও ডেমোক্র্যাটদের সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। জর্জিয়ায় কিশা ল্যান্স বটমস, ওহাইওতে অ্যামি অ্যাক্টন, আইওয়ায় রব স্যান্ড এবং টেক্সাসে জিনা হিনোজোসা রিপাবলিকানদের কাছ থেকে গভর্নর পদ ছিনিয়ে নিয়েছেন। জর্জিয়ায় বটমসের বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পেতে যাচ্ছে ইতিহাসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী গভর্নর। তিনি রাজ্যটিরও প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর হতে যাচ্ছেন। ওহাইওতে অ্যামি অ্যাক্টন রাজ্যটির প্রথম নির্বাচিত নারী গভর্নর হওয়ার ইতিহাস গড়েছেন। টেক্সাসে জিনা হিনোজোসার বিজয়ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘদিন রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাজ্যটিতে ১৯৯০ সালের পর এই প্রথম ডেমোক্র্যাট গভর্নর নির্বাচিত হলেন। আইওয়ায় রব স্যান্ডের জয়ের মধ্য দিয়ে দুই দশক পর রাজ্যটিতে ডেমোক্র্যাট গভর্নর ফিরে আসছেন।

ঢাকা মেডিকেলে দালালের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান। পরিদর্শনকালে এক রোগীর স্বজন অভিযোগ করেন, উন্নত চিকিৎসার কথা বলে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক দালাল তাঁর কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। এ ছাড়া চিকিৎসক না পাওয়া, প্রয়োজনীয় ওষুধের সংকট এবং সেবা পেতে দীর্ঘ অপেক্ষার অভিযোগও তুলে ধরেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দুদক চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিশনের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যায়। প্রতিনিধিদল হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে। এ সময় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতা, ভোগান্তি এবং বিভিন্ন অভিযোগ শোনেন দুদক চেয়ারম্যান। রোগীদের অভিযোগে উঠে আসে, হাসপাতালের আশপাশে সক্রিয় কিছু দালাল চিকিৎসার জন্য আসা অসহায় মানুষকে বিভ্রান্ত করে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বিশেষ করে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে এমন রোগীদের স্বজনেরা পরিস্থিতির চাপে এসব প্রলোভনের শিকার হতে পারেন। পরিদর্শনকালে এক রোগীর স্বজন দুদক চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করেন, একজন দালাল তাঁর কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা নিয়েছে। অন্য হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে অর্থ নেওয়ার পর ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায় বলে অভিযোগকারীর দাবি। ঘটনাটি শুনে দুদক চেয়ারম্যান অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয়, অর্থ লেনদেনের প্রমাণ কিংবা এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। শুধু দালাল চক্র নয়, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা নিয়েও একাধিক অভিযোগ উঠে আসে। রোগী ও স্বজনদের কেউ কেউ জানান, প্রয়োজনের সময় চিকিৎসক পাওয়া যায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ না থাকায় বাইরে থেকে কিনতে হয় বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। চিকিৎসা নিতে এসে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা এবং সেবা পেতে হয়রানির অভিযোগও সামনে আসে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদক চেয়ারম্যান হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম ফরহাদ হোসেনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। দুদক চেয়ারম্যান সরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানে রোগীদের হয়রানি বন্ধ, সেবার মান উন্নয়ন এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেন। দুদকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে নজরদারি অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন পরিচালনা করা হতে পারে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন। বিশেষ করে জরুরি বিভাগে দুর্ঘটনায় আহত, গুরুতর অসুস্থ ও সংকটাপন্ন রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্বজনদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে দালালদের প্রতারণার অভিযোগ বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। চিকিৎসাসেবা পাওয়ার অনিশ্চয়তা কিংবা প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবকে কাজে লাগিয়ে রোগীদের অন্যত্র পাঠানোর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি হাসপাতালগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে আলোচিত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগীদের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যকেন্দ্র, অভিযোগ জানানোর কার্যকর ব্যবস্থা এবং দালালদের বিরুদ্ধে নিয়মিত নজরদারি নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে চিকিৎসক ও ওষুধের প্রাপ্যতা এবং রোগীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়েও কার্যকর তদারকি প্রয়োজন।

যে কোনো মূল্যে ডিসেম্বরে দেশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সরে আসেননি। ২০২৪ সালে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন দমনে তার সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রাণহানির অভিযোগ ওঠে। পরে বাংলাদেশের একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই সময়ের সহিংসতায় প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হয়েছেন। তবে শেখ হাসিনা তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি ট্রাইব্যুনালের রায়ও প্রত্যাখ্যান করে বিচারপ্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বাংলাদেশ সরকার একাধিকবার শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। তবে ভারত তাকে বাংলাদেশে ফেরত দেয়নি। এর আগে আগস্টে শেখ হাসিনা জানিয়েছিলেন, তিনি ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে ইমেইলে দেওয়া জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, দমৃত্যু যদি আমার নিয়তি হয়, তাহলে আমি আমার নিজের দেশের মাটিতে, আমার নিজের মানুষের মাঝে মরতে চাই। তাই আমি বাংলাদেশে ফিরব। সেই সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হয়নি।' অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানায়, গত সপ্তাহে শেখ হাসিনার কাছে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল এবং বুধবার তিনি তার জবাব দেন। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫ বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে গ্রেপ্তার হতে পারেন। তবে কীভাবে তিনি ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরবেন, সে বিষয়ে তিনি কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি। তিনি বলেন, দেশে ফিরলে তাকে গ্রেপ্তার, কারাবন্দি, নির্যাতন এমনকি হত্যা করা হতে পারেড়এ সম্ভাবনা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। “আমি জানি, দেশে ফিরলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। আমাকে কারাবন্দি, নির্যাতন কিংবা এমনকি হত্যা করা হতে পারে। আমি এসব সম্ভাবনা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। কিন্তু দূর থেকে আমার মানুষদের কষ্ট দেখতে দেখতে জীবনের বাকি সময় কাটাতে পারি না,” অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। প্রায় ১৮ মাস দেশ পরিচালনার পর তার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে ও শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী তারেক রহমান বিপুল জয় নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। নির্বাচনে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারেনি। দলটির রাজনৈতিক কার্যক্রমও নিষিদ্ধ রয়েছে। দলের শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন অথবা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন, ২০২৪ সালের আগস্টের পর থেকে তার দলের অন্তত ২০ হাজার নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন। এছাড়া হাজার হাজার নেতাকর্মী গ্রেপ্তার, নির্যাতন কিংবা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

হামের টিকা কেনায় অনিয়মের অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পালনকালে টিকা সংগ্রহ ও বিতরণে কী ধরনের সমস্যা হয়েছিল, কেন সময়মতো প্রয়োজনীয় টিকা নিশ্চিত করা যায়নি এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোনো দায় রয়েছে কি না, তা অনুসন্ধান করবে কমিশন। দেশে হামের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব এবং শিশুমৃত্যু নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে সরকারের এই পদক্ষেপ এলো। সরকার গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিশনের সভাপতি করা হয়েছে হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচারপতি মামনুন রহমানকে। অন্য দুই সদস্য হলেন বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনসের (বিসিপিএস) সভাপতি অধ্যাপক ডা. মওদুদ হোসেন আলমগীর এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ এন এম মঈনুল ইসলাম। কমিশন অব ইনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর ৩ ধারার ক্ষমতাবলে কমিশনটি গঠন করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করা অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে হামের টিকা সংগ্রহ ও বিতরণে সম্ভাব্য অনিয়ম এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হবে। কমিশনকে প্রধানত তিনটি বিষয়ে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, হামের টিকা কেনা ও বিতরণে বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান এবং কোনো অনিয়ম বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঘটেছে কি না, তা নির্ধারণ। দ্বিতীয়ত, এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের সংকট প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান। তৃতীয়ত, তদন্তের সময় সামনে আসা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারের কাছে সুপারিশ তুলে ধরা। তদন্ত কমিশন দেশের যেকোনো স্থানে পরিদর্শন করতে পারবে। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা অন্য যেকোনো ব্যক্তিকে তলব ও জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে হামের টিকার ঘাটতির আশঙ্কা নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফের পক্ষ থেকে আগেই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। গত ২০ মে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স জানান, টিকার সংকট নিয়ে তৎকালীন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে পাঁচ থেকে ছয়টি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে অন্তত ১০টি বৈঠকও হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনের আগে ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে সম্ভাব্য টিকাসংকটের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এসব সতর্কবার্তার পরও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় টিকা সংগ্রহ ও বিতরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল কি না, তা তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে। তবে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল বলেই নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেনড়এমন সিদ্ধান্ত এখনই টানা যায় না। দেশে চলতি বছর হামের প্রাদুর্ভাব জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর ঘটনা টিকাদান কর্মসূচির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যের ভিত্তিতে ৫ নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ১৫ মার্চ থেকে দেশে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্ত হয়ে দুই লাখের বেশি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একই প্রতিবেদনে নিশ্চিত ও সন্দেহভাজন মিলিয়ে ১ হাজার ২৬৯ জনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই সংখ্যা কেবল পরীক্ষায় নিশ্চিত হামে মৃত্যুর সংখ্যা নয়; এতে সন্দেহভাজন মৃত্যুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কাছে সময়মতো টিকা সংগ্রহ, সরবরাহ এবং শিশুদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শতাধিক কারখানায় উৎপাদন বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রচলিত ১২ হাজার ৫০০ টাকার ন্যূনতম মাসিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বাসাভাড়া, যাতায়াত ও পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বর্তমান বেতনে জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

নতুন মজুরি কাঠামো নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও কত টাকা বৃদ্ধি করা হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ অব্যাহত রয়েছে। শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ করেন। কোথাও শ্রমিকেরা কাজে যোগ না দিয়ে কর্মবিরতি পালন করেন, আবার কোথাও উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

পুলিশের তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শতাধিক কারখানায় উৎপাদন বন্ধ থাকার কথা জানানো হয়েছে। তবে সব কারখানা একই কারণে বন্ধ ছিল কি না এবং কতক্ষণ উৎপাদন বন্ধ ছিল, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব স্পষ্ট নয়। আশুলিয়া দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তৈরি পোশাক উৎপাদনকেন্দ্র। এখানে অসংখ্য কারখানায় বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কাজ করেন। ফলে এই অঞ্চলে দীর্ঘ সময় উৎপাদন বন্ধ থাকলে পোশাক সরবরাহ ও রপ্তানি কার্যক্রমে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে।

শ্রমিকদের একাংশ বলছেন, বিদ্যমান ন্যূনতম মজুরি দিয়ে পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও যাতায়াতের ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁদের আয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে দাবি করছেন তাঁরা। বর্তমানে প্রচলিত ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা করার দাবি বাস্তবায়িত হলে সর্বনিম্ন মজুরিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটবে।

তবে ৩০ হাজার টাকার দাবিটি আন্দোলনরত শ্রমিকদের একটি অংশের। সব শ্রমিক সংগঠন বা পোশাকশিল্পের সব শ্রমিকের অভিন্ন দাবি হিসেবে এটিকে উপস্থাপন করা যথাযথ হবে না। শ্রমিক প্রতিনিধিদের মতে, শুধু মূল বেতন নয়, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য ভাতার বিষয়টিও নতুন মজুরি কাঠামোয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শ্রমিক অসন্তোষের মধ্যেই পোশাকশিল্পের জন্য নতুন মজুরি কাঠামো নির্ধারণের উদ্যোগ আলোচনায় রয়েছে। মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়, শিল্পের উৎপাদন সক্ষমতা এবং মালিকপক্ষের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বেতন পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে নতুন মজুরি কাঠামোয় সর্বনিম্ন বেতন কত হবে, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের তথ্য পাওয়া যায়নি।

সিটি গ্রুপের জন্য ৩ হাজার কোটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলোচনা তৈরি করেছে। সাধারণভাবে ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনগত ও নিয়ন্ত্রক বিধিনিষেধ রয়েছে। এসব বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকের আমানতকারীদের অর্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ঋণ পরিশোধে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সিটি গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের মাধ্যমে নতুন চলতি মূলধন অর্থায়নের পথ তৈরি করা হয়েছে।

চলতি মূলধন ঋণ সাধারণত প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা, কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদন ব্যয় এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে খাদ্যপণ্যের কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রস্তাবিত অর্থায়নের মোট পরিমাণ ৩ হাজার কোটি টাকা। এই অর্থ আটটি ব্যাংকের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। সিন্ডিকেট ঋণব্যবস্থায় একাধিক ব্যাংক যৌথভাবে একটি বড় ঋণসুবিধায় অংশ নেয়। এতে একটি ব্যাংকের ওপর সম্পূর্ণ অর্থায়নের চাপ না পড়ে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে ঋণের ঝুঁকি ও দায়িত্ব বণ্টিত হয়। তবে একাধিক ব্যাংক অর্থায়নে অংশ নিলেই ঋণ আদায়ের ঝুঁকি দূর হয়ে যায় না। ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক সক্ষমতা, নগদ অর্থপ্রবাহ, জামানতের মান এবং ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সিটি গ্রুপ দেশের খাদ্যপণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত একটি বড় শিল্পগোষ্ঠী। প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদন কার্যক্রমে অর্থের সংকট তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক কার্যক্রমে প্রভাব পড়তে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে চলতি মূলধন অর্থায়ন উৎপাদন সচল রাখতে সহায়ক হতে পারে। তবে বিশেষ ছাড়ের কার্যকারিতা নির্ভর করবে অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের ওপর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং ব্যাংকিং খাতে ঋণশৃঙ্খলা বজায় রাখার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ ছাড় দেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ পরিশোধের দায় থেকে মুক্ত হচ্ছে না। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অর্থায়নের ক্ষেত্রে জামানত এবং ঋণ পরিশোধসংক্রান্ত শর্ত বহাল থাকবে। ফলে ঋণ অনুমোদন, অর্থ ছাড়, অর্থের ব্যবহার এবং পরিশোধের প্রতিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর যথাযথ তদারকি প্রয়োজন হবে। বিশেষ করে নতুন অর্থায়নের অর্থ পুরোনো ঋণের দায় মেটানোর পরিবর্তে নির্ধারিত উৎপাদন ও আমদানি কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ বিধিগত ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যাংকিং খাতে নীতিগত প্রশ্নও তৈরি করতে পারে। একদিকে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সচল রাখা, কর্মসংস্থান এবং সরবরাহব্যবস্থা বজায় রাখার বিষয় রয়েছে। অন্যদিকে ঋণ পরিশোধে নিয়মিত প্রতিষ্ঠান এবং খেলাপি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক নীতির সমান প্রয়োগের প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ।

৩৫ কোটি টাকার বেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোট ৩৯ কোটি ৮৩ লাখ ৯৮ হাজার ৩৩৫ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০২০-২০২১ করবর্ষ পর্যন্ত তাঁর মোট গ্রহণযোগ্য বৈধ আয় ছিল ৮ কোটি ৫৪ লাখ ৬৪ হাজার ১৩৫ টাকা। একই সময়ে পারিবারিক ও অন্যান্য খাতে তাঁর ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ২৩ লাখ ৭৪ হাজার ৫৯৬ টাকা। ফলে বৈধ আয় থেকে ব্যয় বাদ দিলে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ৩০ লাখ ৮৯ হাজার ৫৩৯ টাকা। অন্যদিকে, দায়দেনা বাদ দিয়ে তাঁর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ পাওয়া যায় প্রায় ৩৯ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। এই হিসাবের ভিত্তিতে দুদক দাবি করেছে, তাঁর ৩৫ কোটি ৫৩ লাখ ৮ হাজার ৭৯৬ টাকার সম্পদ অর্জনের গ্রহণযোগ্য বৈধ উৎস পাওয়া যায়নি। দুদকের অনুসন্ধান শুরু হওয়ার পর ২০২০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সালাহউদ্দিন রিপনকে নিজের এবং তাঁর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নামে অর্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, দায়দেনা এবং আয়ের উৎসের বিবরণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে ২০২০ সালের ২৩ জুন তিনি কমিশনের কাছে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। ওই বিবরণীতে তিনি ৪১ কোটি ৯২ লাখ ২৩ হাজার ৮৭৫ টাকার স্থাবর সম্পদ এবং ৪ কোটি ২৮ লাখ ৭২ হাজার ২০৯ টাকার অস্থাবর সম্পদের তথ্য দেন। একই সঙ্গে ৬ কোটি ৩৬ লাখ ৯৭ হাজার ৭৪৯ টাকার দায়দেনা দেখান। দুদকের যাচাইয়ে দায়দেনা বাদ দিয়ে তাঁর নিট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩৯ কোটি ৮৪ লাখ টাকা পাওয়া যায়। দুদকের তথ্য অনুযায়ী, সালাহউদ্দিন রিপন রাজধানীর মতিঝিলের মেসার্স এল আর ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী। অনুসন্ধানে ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০২০-২০২১ করবর্ষ পর্যন্ত তাঁর ব্যবসা থেকে ৫ কোটি ৭৪ লাখ ১৯ হাজার ৬৭৫ টাকা আয় হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। অথচ একই সময়ের সম্পদ বিবরণীতে তিনি ৪১ কোটি ৯২ লাখ টাকার বেশি স্থাবর সম্পদ অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন। দুদকের অভিযোগ, ব্যবসা থেকে অর্জিত আয়ের তুলনায় স্থাবর সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় সম্পদ অর্জনের ঘোষিত উৎসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কমিশনের দাবি, বৈধ ব্যবসার আয় দেখিয়ে সম্পদের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য দেওয়া হয়েছে। দুদক জানিয়েছে, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং সম্পদ বিবরণীতে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে সালাহউদ্দিন রিপনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ও ২৬(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে। আইনের ২৭(১) ধারা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলের অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে ২৬(২) ধারা সম্পদ বিবরণীতে মিথ্যা বা অসত্য তথ্য দেওয়ার অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

সমুদ্রের গ্রাস থেকে নিউ ইয়র্ককে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পার্ক' জুড়ে। উইলিয়ামসবর্গ ব্রিজের উত্তর প্রান্তে কান পাতলেই শোনা যায় বিশাল সব ক্রেন আর ভারী যন্ত্রপাতির গর্জন। নদী থেকে লাখ লাখ টন বিশেষ মাটি এনে পুরো পার্কটিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ ফুট (৩ মিটার) উঁচুতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যা চোখে দেখা যাচ্ছে, তা আসলে আসল সত্যের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ! মাটির নিচে লুকিয়ে আছে এক অদৃশ্য দানবীয় ঢাল। নদীর পাড় ঘেঁষে মাটির প্রায় ১০০ ফুট (৩০ মিটার) গভীর পর্যন্ত গেঁথে দেওয়া হয়েছে কংক্রিট ও ইস্পাতের বিশাল সব খাম্বা (পাইল), যা মাটির নিচে থাকা যেকোনো প্রাচীন জাহাজের ধ্বংসাবশেষ বা পুরনো জেটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সরাসরি পাথুরে স্তরে গিয়ে ঠেকেছে। এর ঠিক ওপরেই গড়ে তোলা হয়েছে এক অভেদ্য ফ্লাডওয়াল বা বন্যা প্রতিরোধক দেয়াল। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি সাধারণ বিনোদন পার্ক মনে হলেও, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে আস্ত একটি আধুনিক দুর্গ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন আর কোনো দূরবর্তী ভবিষ্যৎ নয়, এটি বর্তমানের এক নির্মম বাস্তব। ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের (ডগঙ) তথ্য বলছে, ১৯৯৩ সালের পর থেকে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধির গতি দ্বিগুণ হয়েছে। ৫২০ মাইলের দীর্ঘ উপকূলরেখা থাকা নিউ ইয়র্কের জন্য আসল ভয় এখন আর বড় কোনো সুপারস্টর্ম নয়, বরং প্রতিদিনের সাধারণ জোয়ার। নিউ ইয়র্ক সিটির ব্যুরো অব কোস্টাল রেজিলিয়েন্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্যাথরিন প্রিবিলস্কি এক হুঁশিয়ারিতে বলেন, দএই দেয়াল না থাকলে আগামী দিনগুলোতে নিউ ইয়র্কবাসীদের মাসে ১০ থেকে ১৫ বার, এমনকি প্রতিদিনও জোয়ারের পানিতে রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ার মুখোমুখি হতে হতো। স্তব্ধ হয়ে যেত কর্মজীবন, বন্ধ হয়ে যেত শিশুদের স্কুলে যাওয়া।' এই বিপদ ঠেকাতে পুরো সিস্টেমটিকে করা হয়েছে অত্যন্ত চতুর। কোনো বড় ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্রই এই পার্কে কোনো মানুষের যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। উপকূলের অন্য প্রান্তে থাকা ১৮টি বিশাল স্লাইডিং ফ্লাডগেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এবং দক্ষিণের অংশে প্রায় ১০০টি মেকানিক্যাল 'ফ্লিপ-আপ' ব্যারিয়ার মাটির নিচ থেকে সটান ওপরের দিকে উঠে এসে পানির তোড় আটকে দেবে। সমুদ্রের পানি যদি আরও ৩০ ইঞ্চিও (৭৬ সেন্টিমিটার) বাড়ে, তাহলেও এই দেয়াল টপকাতে পারবে না। বর্তমানে এর ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন এবং সাময়িকভাবে যেকোনো বড় দুর্যোগ মোকাবিলায় শহরটি এখন প্রস্তুত। নিউ ইয়র্কের এই ২ বিলিয়ন ডলারের মহাপ্রকল্প যখন বিশ্বজুড়ে হাততালি কুড়াচ্ছে, ঠিক তখনই এটি বিশ্ব জলবায়ু রাজনীতির এক চরম ও নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক বৈষম্যকে নগ্ন করে দিয়েছে। জাতিসংঘ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, নিউ ইয়র্ক, মিয়ামি কিংবা চীনের গুয়াংজুর মতো ধনী মেগাসিটিগুলোর বিলিয়ন ডলার খরচ করে নিজেদের বাঁচানোর বিলাসিতা রয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার নিচু অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য সমুদ্রের এই পানির তর্জন-গর্জন সরাসরি এক 'মৃত্যুঘণ্টা'। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্থায়ীভাবে উপকূল তলিয়ে যাওয়ার কারণে দক্ষিণ এশিয়ারড়বিশেষ করে বাংলাদেশ (ঢাকা ও উপকূলীয় অঞ্চল) এবং ভারতের (কলকাতা ও মুম্বাই)-এর প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখেরও বেশি মানুষ তাদের ভিটেমাটি হারিয়ে চিরতরে উদ্বাস্তু হওয়ার চরম ঝুঁকিতে রয়েছেন।

নিউইয়র্কে পাঁচ প্রশাসনিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

এবং বাস্তবে সব আবেদন দুই মাসে নিষ্পত্তি হওয়ার নিশ্চয়তা এক বিষয় নয়।
নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন দপ্তর প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পণ্য ও সেবা সংগ্রহ করে। এসব সরকারি চুক্তিতে অংশগ্রহণের জন্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জটিল কাগজপত্র, অনুমোদন এবং দীর্ঘ অপেক্ষার প্রক্রিয়া সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন সংস্কার উদ্যোগে সরকারি চুক্তি অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজ করা এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ধাপ কমানোর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এর ফলে যোগ্য ক্ষুদ্র ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সিটি সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করার সুযোগ আরও সহজ হতে পারে। জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন খাদ্য, নির্মাণ, পরিচ্ছন্নতা, পরিবহন, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্যও এ ধরনের পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক। তবে সরকারি চুক্তির নিয়ম সহজ হওয়া মানেই কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান চুক্তি পাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। নিউইয়র্কে আবাসন সংকট এবং বাড়িভাড়ার উচ্চমূল্য দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সমস্যা হিসেবে আলোচিত হচ্ছে।
নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদনের ক্ষেত্রে একাধিক সিটি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।
এতে প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
নতুন সংস্কার পরিকল্পনায় বিভিন্ন দপ্তরের অনুমোদন প্রক্রিয়া সমন্বিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সিটি প্রশাসনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১৮টি দপ্তর ও সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০ ধরনের অনুমোদন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে নির্মাণ প্রকল্পের প্রশাসনিক জটিলতা কমানো এবং অনুমোদনের সময় সংক্ষিপ্ত করার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে নতুন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলেও ভবন নির্মাণের নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপণ, পরিবেশ ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনগত শর্ত অনুসরণ করতে হবে। নিউইয়র্কের সড়ক উন্নয়ন, বাস লেন, সাইকেল লেন এবং অন্যান্য অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। নতুন সংস্কার প্রস্তাবের একটি উদ্দেশ্য হলো এসব প্রকল্পের প্রশাসনিক সমন্বয় উন্নত করা। সিটি প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, অনুমোদনের অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব কমিয়ে নাগরিক সেবামূলক প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের পরিবেশ তৈরি করা হবে। এতে গণপরিবহন, পথচারীদের নিরাপত্তা এবং সড়ক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো উপকৃত হতে পারে। তবে পৃথক প্রকল্পের অর্থায়ন, পরিকল্পনা, পরিবেশগত পর্যালোচনা ও নির্মাণসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা বহাল থাকবে। নির্বাচনে পাঁচটি সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর মেয়র জোহরান মামদানি ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছেন। মেয়র প্রশাসনের বক্তব্য অনুযায়ী, সিটি সরকারের সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ করা এবং নাগরিকদের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে অযথা অপেক্ষা কমানো এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। ব্যবসা পরিচালনা, আবাসন নির্মাণ ও সরকারি সেবার অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা কমানোর মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এসব সংস্কার কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করবে বাস্তবায়ন, দপ্তরগুলোর সমন্বয় এবং সেবাগ্রহীতাদের অভিজ্ঞতার ওপর। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসা, রেস্তোরাঁ, নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা আউটডোর ডাইনিংয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ হওয়ার সম্ভাব্য সুবিধা পেতে পারেন।
অন্যদিকে নির্মাণ ও আবাসন খাতের উদ্যোক্তারা সমন্বিত অনুমোদনব্যবস্থা কার্যকর হলে প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করতে অপেক্ষাকৃত কম সময় ব্যয় করতে পারেন।
সিটি সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করতে আগ্রহী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও সরকারি চুক্তির প্রক্রিয়া সহজ হওয়ার ফলে নতুন সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারবেন। তবে এসব সুবিধা কোনো নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত নয়। যোগ্যতার শর্ত পূরণকারী সব আবেদনকারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নিয়ম কার্যকর হবে। ব্যালটের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ধাপ। তবে সব পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছেড়এমন নয়। নতুন নিয়ম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতি, প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন এবং নির্দেশনা জারি করতে হতে পারে। এ কারণে ব্যবসায়ী, বাড়ির মালিক এবং আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট সিটি দপ্তরের সর্বশেষ নিয়ম ও নির্দেশনা অনুসরণ করা প্রয়োজন। নিউইয়র্কের প্রশাসনিক সংস্কার কতটা দ্রুত কার্যকর হবে এবং সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ীরা কতটা সুবিধা পাবেন, তা আগামী দিনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট হবে। সিটি প্রশাসনের সামনে এখন প্রধান কাজ হলো ভোটারদের অনুমোদিত সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করা এবং প্রতিশ্রুত প্রশাসনিক পরিবর্তনের সুফল নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

ডিভি লটারি বন্ধের বিল

শেষ পৃষ্ঠার পর

পৃথক পথ হিসেবে পরিচিত। কর্মসূচিটি বন্ধ হলে বর্তমানে যোগ্য দেশগুলোর ভবিষ্যৎ আবেদনকারীদের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। তবে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ডিভি লটারির যোগ্যতা আগে থেকেই নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের আওতায় রয়েছে। ফলে এই বিল উত্থাপনের কারণে বাংলাদেশের আবেদনকারীদের জন্য নতুন কোনো সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছেড়এমন দাবি যথাযথ নয়। প্রস্তাবিত বিলটি আইনে পরিণত হতে হলে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে হবে। প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের অনুমোদনের পাশাপাশি প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর অথবা সংবিধানসম্মত বিকল্প প্রক্রিয়া প্রয়োজন হবে। শুধু কমিটিতে পাঠানো কিংবা বিলের ওপর আলোচনা শুরু হওয়াকে আইন পাস হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। ৫ নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়া সরকারি নথি অনুযায়ী, বিলটি উত্থাপিত অবস্থায় রয়েছে। ফলে ডিভি লটারি বাতিলের সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছেড়এমন তথ্য সঠিক নয়। অভিবাসনপ্রত্যাশীদের উচিত কংগ্রেস ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুসরণ করা।

নিউ হ্যাম্পশায়ারে সপ্তমবারের

শেষ পৃষ্ঠার পর

জয়লাভের মাধ্যমে তিনি সপ্তম মেয়াদের জন্য ভোটারদের সমর্থন পেয়েছেন।
২০২৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চারজন প্রার্থীর বিজয়ের খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে আবুল খান একমাত্র রিপাবলিকান প্রার্থী। অন্য তিনজন ডেমোক্র্যাট পার্টির হয়ে জয়ী হয়েছেন। ফলে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যেই রয়েছে। আবুল খানের পুনর্নির্বাচন প্রবাসী বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় থাকা এবং বারবার নির্বাচিত হওয়া অভিবাসী বংশোদ্ভূত রাজনীতিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জর্জিয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চম

শেষ পৃষ্ঠার পর

নীতিনির্ধারণী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এবারের নির্বাচনে তাঁর বিপরীতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় সাধারণ নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন হয়নি। তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া এবং ভোটের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা পৃথক নির্বাচনী পরিস্থিতি। তাঁর বিজয়ের সংবাদে এই পার্থক্য উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ।
জর্জিয়ায় শেখ রহমানের ধারাবাহিক নির্বাচনী সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি অভিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক উপস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত। অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় তাঁর অবস্থান দক্ষিণাঞ্চলের বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

কানেকটিকাটে তৃতীয় মেয়াদে

শেষ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য সিনেটগুলো শিক্ষা, পরিবহন, স্থানীয় করনীতি, স্বাস্থ্যসেবা এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব বিষয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকার ভোটারদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের কাজে অংশ নেন। মাসুদুর রহমানের পুনর্নির্বাচন কানেকটিকাটসহ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের জন্য উল্লেখযোগ্য সংবাদ।

নর্থ ক্যারোলাইনার সিনেটে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্র্যাট এবং একজন রিপাবলিকান। হাসিব ফাতেমির জয় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য নর্থ ক্যারোলাইনায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি অভিবাসীদের অংশগ্রহণ শুধু ব্যবসা, শিক্ষা ও পেশাজীবী কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; স্থানীয় ও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের নির্বাচনী রাজনীতিতেও তাঁদের উপস্থিতি রয়েছে। হাসিব ফাতেমির বিজয় সেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ।

কুইন্সে আইসের অভিযান প্রস্তুতিতে সিটির জায়গা ব্যবহার, মামলা করার হুঁশিয়ারি মামদানির

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক সিটির মালিকানাধীন পার্কিং এলাকা ফেডারেল অভিবাসন অভিযানের প্রস্তুতিকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টকে (আইস) আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্ক করেছেন মেয়র জোহরান মামদানি। সিটি প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া সরকারি জায়গা ব্যবহার অব্যাহত থাকলে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছেন তিনি। সোমবার (২ নভেম্বর) মেয়রের কার্যালয় থেকে জানানো হয়, কুইন্সের ফ্লাশিং মেডোজ করোনা পার্ক এবং ব্রঙ্কসের ভ্যান কর্টল্যান্ড পার্কসংলগ্ন সিটির পার্কিং এলাকা অভিবাসন অভিযানের প্রস্তুতি ও সমন্বয়ের কাজে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়ে সিটির জায়গা অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে মামদানি প্রশাসন।
কুইন্সের ফ্লাশিং মেডোজ করোনা পার্ক নিউইয়র্কের অন্যতম বৃহৎ জনপরিসর। এই পার্কের আশপাশে বিভিন্ন অভিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ও যাতায়াত রয়েছে। সিটি প্রশাসনের অভিযোগ, পার্কের পার্কিং এলাকা ফেডারেল অভিবাসন অভিযানের প্রস্তুতিকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ঘটনা ঘটেছে। অভিবাসন অভিযান পরিচালনার আগে ফেডারেল কর্মকর্তারা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি, কর্মী ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সমবেত করতে পারেন। এ ধরনের স্থানকে অভিযানের প্রস্তুতি বা সমন্বয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মেয়রের কার্যালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, নিউইয়র্ক সিটির মালিকানাধীন জায়গা এ ধরনের কার্যক্রমে ব্যবহার করতে হলে সংশ্লিষ্ট অনুমতির প্রশ্ন রয়েছে। মামদানি প্রশাসন জানিয়েছে, অনুমোদন ছাড়া সিটির সম্পত্তি ব্যবহারের বিষয়টি তারা মেনে নেবে না। শুধু কুইন্স নয়, ব্রঙ্কসের ভ্যান কর্টল্যান্ড পার্কসংলগ্ন সিটির জায়গা নিয়েও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। মেয়রের কার্যালয় জানিয়েছে, উভয় স্থানে ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের বিষয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। সিটি প্রশাসনের অবস্থান হলো, স্থানীয় সরকারের মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবহার এবং তার অনুমোদনসংক্রান্ত নিয়ম মানতে হবে। তবে ফেডারেল সরকারের অভিবাসন আইন প্রয়োগের ক্ষমতা এবং সিটি সরকারের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার অধিকার দুটি পৃথক আইনগত বিষয়। এ কারণে বিরোধ আদালতে গড়ালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার সীমা ও সম্পত্তি ব্যবহারের নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। মেয়র মামদানি ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো চিঠিতে সিটির জায়গা অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। সিটি প্রশাসন জানিয়েছে, এ ধরনের ব্যবহার অব্যাহত থাকলে তারা আইনগত প্রতিকার চাইতে পারে।
তবে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চিঠি পাঠানোর অর্থ এই নয় যে ইতোমধ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এটি সম্ভাব্য আইনি পদক্ষেপের আগে আনুষ্ঠানিক আপত্তি জানানোর ঘটনা। ফেডারেল কর্তৃপক্ষ চিঠির জবাবে কী অবস্থান নিয়েছে কিংবা জায়গা ব্যবহারের বিষয়ে তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমতি রয়েছে কি না, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের তথ্য পাওয়া যায়নি। নিউইয়র্কে বাংলাদেশিসহ বিশ্বের বিভি-ন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক অভিবাসী বসবাস করেন।

২০২৭ সালের নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার তারিখ ঘোষণা

তিন যুগ পূর্তিতে বিশেষ আয়োজন

খবর ডেস্ক

প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ২০২৭ সালের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২৮ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব। নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে (জেপিএসি) মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বসবে বইমেলার ৩৬তম আসর। তিন যুগ পূর্তি উপলক্ষে এবারের আয়োজনকে বিশেষভাবে সাজানোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন আয়োজকেরা। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আগ্রহী প্রকাশকদের আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করার অনুরোধ জানিয়েছে মেলা কর্তৃপক্ষ। গত ২ নভেম্বর ইধহমষধ ইঁষষবঃরহ এবং ৩ নভেম্বর চ্যানেল আই অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বইমেলার তারিখ, স্থান ও প্রস্তুতির তথ্য জানানো হয়। ১৯৯২ সালে শুরু হওয়া নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষাভাষীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই বইমেলা শুধু বই বিক্রি বা প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি প্রবাসী লেখক, প্রকাশক, সাহিত্যিক, পাঠক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র হিসেবেও ভূমিকা পালন করছে।
বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরে বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে আয়োজিত উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে নিউইয়র্কের এই বইমেলা অন্যতম। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, তিন যুগের পথচলাকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২৭ সালের মেলায় বিশেষ আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আগামী বছরের বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে।

মেলার সময়সূচি ও স্থান

তারিখ: ২৮-৩১ মে ২০২৭
স্থান: Jamaica Performing Arts Center (JPAC)
ঠিকানা: 153-10 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11432
আয়োজক: মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
আসর: ৩৬তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

চার দিনব্যাপী আয়োজনে বাংলা বই প্রদর্শন, সাহিত্য আলোচনা, লেখক-পাঠক মতবিনিময় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকার প্রত্যাশা রয়েছে। তবে অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, আমন্ত্রিত লেখক ও শিল্পীদের চূড়ান্ত তালিকা এবং প্রতিদিনের বিস্তারিত কর্মসূচি এখনো প্রকাশ করা হয়নি। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাংলা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বইমেলায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। আগ্রহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা বইয়ের প্রচার ও প্রসারে এই আয়োজন নতুন সুযোগ তৈরি করবে। প্রবাসী পাঠকদের কাছে বাংলাদেশের নতুন বই পৌঁছে দেওয়া এবং প্রকাশকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করাও বইমেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ২০২৬ সালের ২২ থেকে ২৫ মে একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ৩৫তম আসর। চার দিনের ওই আয়োজনে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২৫টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। মেলায় প্রদর্শিত হয় প্রায় ১০ হাজার বই। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন বইমেলার উদ্বোধন করেন। জনপ্রিয় লেখক সাদাত হোসাইনসহ বিভিন্ন সাহিত্যিকের সঙ্গে পাঠকদের সরাসরি সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের সুযোগ ছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. রেহমান সোবহান। বাংলা সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মহাশ্বেতা দেবী, তপন রায়চৌধুরী এবং শামসুদ্দীন আবুল কালামকে স্মরণ করা হয়। এ ছাড়া সংগীত, নৃত্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা বইমেলায় বিশেষ মাত্রা যোগ করে। গত বছরের বইমেলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ভারী বৃষ্টির কারণে কিছু কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছিল। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও পাঠকদের অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে শেষ দিনে নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকে আগত পাঠকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। আয়োজকদের কাছে এই অংশগ্রহণ প্রবাসে বাংলা বই ও সাহিত্যচর্চার প্রতি পাঠকদের আগ্রহের পরিচায়ক। নিউইয়র্কে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নতুন প্রজন্মের অনেকের দৈনন্দিন শিক্ষা ও যোগাযোগের প্রধান ভাষা ইংরেজি। এমন বাস্তবতায় বাংলা বইমেলা শিশু-কিশোরদের মাতৃভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে। বইমেলায় শিশুতোষ সাহিত্য, গল্প, কবিতা এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিবিষয়ক বইয়ের উপস্থিতি নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। অভিভাবকদের জন্যও সন্তানদের বাংলা বইয়ের সঙ্গে পরিচিত করানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ এই আয়োজন। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা প্রবাসী লেখকদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ একটি সাহিত্যিক পরিসর। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লেখক ও প্রকাশকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা ও পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়। বিশেষ করে প্রবাসে বসবাসকারী বাংলা ভাষার লেখকদের নতুন বই পাঠকের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এ ধরনের আয়োজন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে মুসলিম সিনেটর নির্বাচিত আবদুল এল-সায়েদ

খবর ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন সিনেটে নির্বাচিত হয়েছেন মিশিগানের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আবদুল এল-সায়েদ। গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক কংগ্রেস সদস্য মাইক রজার্সকে পরাজিত করেন। এই বিজয়ের মাধ্যমে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষে প্রথমবারের মতো মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হলো। ৪২ বছর বয়সী আবদুল এল-সায়েদ একজন চিকিৎসক ও সাবেক জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা। মিশিগানের বিদায়ী ডেমোক্র্যাট সিনেটর গ্যারি পিটার্সের আসনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনী প্রচারে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং রাজনীতিতে বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সীমিত করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। নির্বাচনী প্রচারের সময় তাঁর ধর্মীয় পরিচয় এবং মধ্যপ্রাচ্যনীতি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর কিছু বক্তব্যের সমালোচনা করেন। অন্যদিকে এল-সায়েদ এসব আক্রমণের বিরোধিতা করেন এবং অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকে নির্বাচনী আলোচনার কেন্দ্রে রাখার চেষ্টা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এর আগে মুসলিম প্রার্থীরা প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হলেও সিনেটে কেউ নির্বাচিত হননি। আবদুল এল-সায়েদের বিজয় তাই মার্কিন রাজনীতিতে ধর্মীয় ও অভিবাসী বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কুইন্সে স্টেট সিনেট নির্বাচনে জয়ী ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আবের কাওয়াস

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের কুইন্সে স্টেট সিনেটের ১২ নম্বর ডিস্ট্রিক্ট থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মুসলিম নারী আবের কাওয়াস। গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন তিনি। তাঁর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অ্যাস্টোরিয়া, লং আইল্যান্ড সিটি, সানিসাইড, উডসাইড ও জ্যাকসন হাইটসের অংশ রয়েছে। ফিলিস্তিনি শরণার্থী পরিবারের সন্তান আবের কাওয়াস দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন। অভিবাসী অধিকার, সাশ্রয়ী আবাসন এবং ভাড়াটিয়াদের স্বার্থরক্ষার বিষয়গুলো তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্ব পেয়েছে। এবারের নির্বাচনে তিনি নিউইয়র্কের মুসলিম ও ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। আবের কাওয়াসের নির্বাচনী প্রচারে নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির সমর্থন ছিল। কুইন্সের বিভিন্ন অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তাঁর প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাচ্ছেন। জ্যাকসন হাইটস ও আশপাশের এলাকায় বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী বসবাস করেন। ফলে আবের কাওয়াসের নির্বাচনী সাফল্য এসব এলাকার বাসিন্দাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আবাসন, গণপরিবহন, শিক্ষা এবং অভিবাসী অধিকারসংক্রান্ত রাজ্য পর্যায়ের নীতিনির্ধারণে তাঁর ভূমিকা আগামী দিনে স্থানীয় কমিউনিটির নজরে থাকবে।

নিউ জার্সিতে প্রথম মুসলিম কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত অ্যাডাম হামাউই

খবর ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের ১২তম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যাডাম হামাউই। গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী গ্রেগ মেলেকে পরাজিত করেন। এর মাধ্যমে নিউ জার্সি থেকে প্রথম মুসলিম হিসেবে মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচিত হওয়ার ইতিহাস গড়েন তিনি। ৫৬ বছর বয়সী হামাউই একজন প্লাস্টিক সার্জন এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক। তিনি ইরাক যুদ্ধের সময় সেনা চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চিকিৎসাসেবার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি মানবিক কার্যক্রমেও তাঁর অংশগ্রহণ রয়েছে। ২০২৪ সালে গাজায় চিকিৎসাসেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে অংশ নেন হামাউই। সেখানে আহত ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসা দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর পরিচিতি বাড়ায়। নির্বাচনী প্রচারে স্বাস্থ্যসেবা, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং পররাষ্ট্রনীতিসংক্রান্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে। নিউ জার্সিতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মানুষের বসবাস রয়েছে। হামাউইর বিজয় এই অঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের নতুন অধ্যায়। কংগ্রেসে তাঁর ভূমিকা স্বাস্থ্যসেবা, অভিবাসন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তাসংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে।

বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলন



আইরিন রহমান, নিউ ইয়র্ক

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, মিথ্যা মামলা, নিপীড়ন ও সামাজিক হেনস্থার প্রতিবাদে এবং পিরোজপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা মানিক পশারির দাফন নিয়ে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার তীব্র নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রবাসীরা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত নবান্ন রেস্তোরায় জেনোসাইড '৭১ ফাউন্ডেশন ইউএসএ-এর উদ্যোগে এক জনাকীর্ণ প্রতিবাদী সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সংগঠক ড. প্রদীপ রঞ্জন কর এবং পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো: মনজুর চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য ও মুক্ত আলোচনায় প্রবাসে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার গভীর ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জানান।

বক্তারা অত্যন্ত গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতীক এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মৃতির স্মারক ঢাকা সেনানিবাসের ঐতিহাসিক 'শিখা অনির্বাণ' নিভিয়ে বা অবজ্ঞা করে রাখা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এই গৌরবোজ্জ্বল শিখা পুনরায় প্রজ্বলন করার জন্য তারা বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান।

একই সাথে পিরোজপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা মানিক পশারির মৃত্যুর পর তাঁর দাফন এবং গার্ড অব অনার নিয়ে যে অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তারা বলেন যে, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার মরদেহের প্রতি এমন অসম্মান ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দেওয়ার ঘটনা বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর চলমান পরিকল্পিত নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সংহতি জানিয়ে প্রবাসের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সম্মুখসমরের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সম্মানিত উপদেষ্টা মণ্ডলী, সাংবাদিক হাফিকুল ইসলাম খোকন এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ পূর্বাঞ্চলের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক।

সম্মুখসমরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে সংহতি প্রকাশ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা খুরশীদ আনোয়ার বাবলু।

সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুয়েল আহমেদ, সহসভাপতি জনাব টি. মোল্লা এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি নুরুজ্জামান সরদার।

এছাড়াও নতুন প্রজন্মের তরুণ ও ছাত্রনেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান প্রজন্ম'৭১ ও নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা শিবলী সাদিক, কাজল মাহমুদ, কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন জয় (জেড. এ. জয়), সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর এইচ. মিয়া এবং সাবেক ছাত্রনেতা শহিদুল ইসলাম।

নাগরিক সমাজ ও নারীদের পক্ষে সংহতি জানান রীনা আবেদীন এবং বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শক্তি দাসগুপ্ত। সংবাদ সম্মেলনের শেষভাগে বীর মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ভৌগোলিকভাবে দূরে থাকলেও বাংলাদেশের মাটিকে স্বাধীন করতে রক্ত দেওয়া সন্তানরা প্রবাসে বসে কোনো অন্যায্য ও মুক্তিযোদ্ধা-বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড মুখ বুজে সহ্য করবে না। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় সম্মান ফেরা করতে আন্তর্জাতিক মহলে লবিং ও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সংবাদ সম্মেলন সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

কর্মক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে

২ কোটি ৯৫ লাখ ডলার দিতে রাজি লকহিড মার্টিন

শিব্বীর আহমেদ, *ওয়াশিংটন ডিসি*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন কর্মক্ষেত্রে বর্ণ ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে মোট প্রায় ২ কোটি ৯৫ লাখ ডলার দিতে সম্মত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) এবং সমান কর্মসংস্থান সুযোগ কমিশন (EEOC) মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) এ সমঝোতার ঘোষণা দিয়েছে। সমঝোতা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে ২ কোটি ২০ লাখ ডলার দেবে লকহিড মার্টিন। অন্যদিকে, বৈষম্যের অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত এক হাজারের বেশি বর্তমান ও সাবেক কর্মীকে দেওয়া হবে ৭৫ লাখ ডলারের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বেথেসডায় প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর অবস্থিত। বিচার বিভাগের অভিযোগ, ২০১৯ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি ফেডারেল সরকারের সঙ্গে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে বর্ণ ও লিঙ্গনিরপেক্ষ নিয়োগ, পদোন্নতি ও পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে কিছু ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে কর্মসংস্থানসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি চুক্তিতে বৈষম্যবিরোধী আইন মেনে চলার বিষয়ে মিথ্যা প্রত্যয়ন দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সঙ্গে সমঝোতাটি করা হয়েছে False Claims Act-এর আওতায়। এ আইনের অধীনে সরকারি চুক্তি বাস্তবায়নে মিথ্যা তথ্য বা প্রত্যয়ন দেওয়ার অভিযোগ নিষ্পত্তিতে লকহিড মার্টিন ২ কোটি ২০ লাখ ডলার দিতে রাজি হয়েছে। সমান কর্মসংস্থান সুযোগ কমিশন এর সঙ্গে পৃথক সমঝোতার আওতায় এক হাজারের বেশি কর্মী ৭৫ লাখ ডলারের বেশি আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবেন।

২০২৫ সালে সমান কর্মসংস্থান সুযোগ কমিশন এর চেয়ারম্যান আন্দ্রেয়া লুকাসের দায়ের করা কমিশনারস চার্জে অভিযোগ করা হয়, লকহিড মার্টিনের বিভিন্ন কর্মমূল্যায়ন, বোনাস ও অন্যান্য পারিশ্রমিক নির্ধারণে শ্বেতাঙ্গ কর্মীদের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্য করা হয়েছে। অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল প্রতিষ্ঠানটির 'Compensation Adder' বা 'Comp Adder' নামের একটি বেতন-প্রণোদনা কর্মসূচি। ২০২১ সাল থেকে চালু এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ব্যবসায়িক বিভাগের শীর্ষ ২০ শতাংশ কর্মীকে বার্ষিক সাধারণ বেতন বৃদ্ধির অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হতো।

বিচার বিভাগের অভিযোগ, শুরুতে কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও মেধাভিত্তিক মানদণ্ডে মনোনয়ন দেওয়া হলেও চূড়ান্ত তালিকা তৈরির আগে কর্মীদের বর্ণ ও লিঙ্গের ভিত্তিতে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা হতো। কোনো বিভাগে নির্দিষ্ট বর্ণ বা লিঙ্গের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে মানবসম্পদ বিভাগের কিছু কর্মকর্তা ব্যবস্থাপকদের ওপর তালিকা পরিবর্তনের চাপ সৃষ্টি করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে শ্বেতাঙ্গ বা সংখ্যালঘু নন–এমন কর্মীদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছে সরকার। বিচার বিভাগের নথিতে একজন মানবসম্পদ কর্মকর্তার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ঈঙ্গিত বা অফফবৎ তালিকায় বর্ণগত সংখ্যালঘু কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে সমপরিমাণ অ-সংখ্যালঘু কর্মীকে বাদ দিতে হবে। এ ছাড়া নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বর্ণ ও লিঙ্গভিত্তিক লক্ষ্য পূরণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সরকার।

প্রতিষ্ঠানটির কিছু প্রশিক্ষণ, মেন্টরশিপ ও নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচিতে কর্মীদের বর্ণ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এই নিষ্পত্তির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে লকহিড মার্টিনের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট টিম বুহারের দায়ের করা হুইসেলব্লোয়ার মামলা। ফলস ক্লাইমস এক্ট (False Claims Act) এর অধীনে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ বা প্রতারণার অভিযোগে কোনো ব্যক্তি সরকারের পক্ষে মামলা করতে পারেন এবং আদায় হওয়া অর্থের একটি অংশ পেতে পারেন। সমঝোতা অনুযায়ী, টিম বুহার ৪৪ লাখ ডলার পাবেন। সমান কর্মসংস্থান সুযোগ কমিশন চেয়ারম্যান আন্দ্রেয়া লুকাস বলেন, টাইটেল ৭ সিভিল রাইটস এক্ট (Title VII of the Civil Rights Act) অনুযায়ী নিয়োগকর্তাদের প্রত্যেক কর্মীকে ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সুযোগ, পারিশ্রমিক ও পুরস্কার বর্ণ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যাবে না। তিনি বলেন, বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তির (উউও) উদ্যোগের নামে পরিচালিত বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ড শনাক্ত ও প্রতিকার করা সমান কর্মসংস্থান সুযোগ কমিশন এর অন্যতম অগ্রাধিকার। এই সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত এক হাজারের বেশি কর্মী উল্লেখযোগ্য আর্থিক সুবিধা পাবেন। বিচার বিভাগের কর্মকর্তারাও বলেন, সরকারি অর্থে পরিচালিত চুক্তিতে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পারিশ্রমিক নির্ধারণে বর্ণ ও লিঙ্গনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে হবে।

রিপাবলিকানদের শোচনীয় পরাজয়ের পাঁচ মূল কারণ

খবর

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিপুল জয় তুলে নিয়ে পুরো কংগ্রেসের (প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট) নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। সাধারণত এসব নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দলকে মাশুল গুনতে হলেও, রিপাবলিকানদের এই পরাজয়ের বিশাল মাত্রাটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসের বিগত দুই বছরের নীতির প্রতি জনগণের স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান হিসেবেই দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের এই বিপুল সংখ্যক আসন হারানোর পেছনে থাকা পাঁচটি মূল কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতলয়ে বৃদ্ধি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ভোটাররা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশচুম্বী মূল্যের সাথে লড়াই করছেন। গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোর নির্বাচনি ময়দানে সেই ক্ষোভ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। নির্বাচনের আগে নর্থ ক্যারোলাইনার এক ভোটার বলেন, 'জ্বালানি তেলের দাম, মুদি পণ্যের দাম–সবকিছুর দামই বাড়ছে।' তিনি আরও জানান, এই নির্বাচনে তিনি নিজের সমর্থন রিপাবলিকান পার্টি থেকে পরিবর্তন করে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দিকে নিয়ে গেছেন। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উচ্চমূল্যের ধাক্কায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বছরে পণ্যমূল্য ৩.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারি তথ্য অনুসারে, সেপ্টেম্বরে প্রতি গ্যালন জ্বালানি তেলের দাম রেকর্ড ৬.৫২ ডলারে পৌঁছানোর ঠিক কাছাকাছি অবস্থান করছিল অক্টোবরের শুরুতে মার্কিন খুচরা ডিজেলের গড় মূল্য। ভোটের পর প্রকাশিত জরিপ অনুযায়ী, প্রতি ১০ জন ভোটারের মধ্যে প্রায় ৮ জন (৭৯ শতাংশ) জানিয়েছেন যে, গত এক বছরে মূল্যস্ফীতি তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য গুরুতর বা মাঝারি ধরনের কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

অন্যদিকে, জরিপে অংশ নেওয়া ১০ জনের মধ্যে ৬ জনেরও বেশি মানুষ এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ট্রাম্পের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছেন; তারা বলেছেন, স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত এই পণ্যমূল্যের কারণ মূলত প্রেসিডেন্টের নীতি।

২. অজনপ্রিয় ইরান যুদ্ধ

পণ্যমূল্য বাড়ার পেছনে অন্যতম প্রধান অনুঘটক ছিল ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ, যা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। ইরান পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে হরমুজ প্রণালি কার্যকরভাবে অবরুদ্ধ করে দেওয়ার পর তেলের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) পরিবহনের এই প্রধান পথটি কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকেই মার্কিন ভোটারদের পেট্রোল পাম্পে তেলের জন্য অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হচ্ছে। অধিকাংশ আমেরিকানদের কাছেই এই যুদ্ধ ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছে। ট্রাম্পের 'মেগা' সমর্থকদের কাছে এটি ট্রাম্পের "আমেরিকা ফার্স্ট" নির্বাচনি প্রচারণার প্রতিশ্রুতির খেলাফ বলেও মনে হয়েছে, কেননা তিনি ভবিষ্যতে আর কোনো যুদ্ধে না জড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। একটি ভোটার জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ১০ জনের মধ্যে ৬ জন (৬৩ শতাংশ) বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার মার্কিন সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। পৃথকভাবে, চারভাগের তিনভাগ ভোটার (৭৪ শতাংশ) জানিয়েছেন, এই যুদ্ধ ও সংঘাতের বিষয়টি কংগ্রেসে তাদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তমূলক বা প্রধান বিষয় ছিল। নির্বাচনের পরদিন সকালে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প স্বীকার করেন যে, এই যুদ্ধ পরাজয়ে ভূমিকা রেখেছে; তবে ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে আটকাতে তাঁর সামরিক হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

৩. ডেমোক্র্যাটদের সুশৃঙ্খল ও জোরালো বার্তা

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই বিপুল ও সুদূরপ্রসারী বিজয়ের পেছনে কাজ করেছে তাদের শক্তিশালী কিছু প্রার্থীর উপস্থিতি, যারা বিশেষ করে প্রথাগত রিপাবলিকান ঘাঁটিতে নিজেদের বিশ্বস্ত হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। তারা জীবনযাত্রার ব্যয় এবং স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত ইস্যুতে নিজেদের প্রচারণায় কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। সাবেক শিক্ষক জেমস টালারিকো এবং যাজক অ্যাডাম হ্যামিল্টন নিজেদের ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্বাসের কথা এমনভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যা যথাক্রমে টেক্সাস এবং কানসাসের ভোটারদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় ডেমোক্র্যাট অ্যানি অ্যান্ড্রুস এক চমকপ্রদ জয় ছিনিয়ে নেন। সাবেক এই শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার ওপর মূল নজরটি গভীর সাড়া ফেলে। কেননা দেশটির অনেকেই বর্তমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে অকার্যকর বলে মনে করেন। মিশিগান আসনে জয়ী হয়ে ডেমোক্র্যাটদের অবস্থান ধরে রাখা সাবেক জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা আব্দুল আল-সায়িদ 'রাজনীতি থেকে অর্থ সরাও, মানুষের পকেটে অর্থ দাও' ধারণাকে মূল স্লোগান বানান। জর্জিয়া



থেকে পুনর্নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর জন অ্যাসফ জীবনযাত্রার ব্যয় এবং দুর্নীতিকে তাঁর প্রচারণার মূল কেন্দ্রে রেখেছিলেন। ট্রাম্প দু'বার জয়ী হওয়া অঙ্গরাজ্যটিতে ৩৯ বছর বয়সী এই প্রার্থীর নিরঙ্কুশ বিজয় ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জল্পনা-কল্পনাকে আরও জোরালো করবে। এমনকি স্বয়ং ট্রাম্পও ডেমোক্র্যাটদের প্রশংসা করে ফক্স নিউজকে বলেছেন যে তারা 'বেশ ভালো কাজ করেছে।'

অন্যদিকে, টেক্সাসের কেন প্যাক্সটনের মতো কিছু রিপাবলিকান প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটারদের উদ্বেগের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ না দিয়ে দুর্বল প্রচারণা চালানোর জন্য সমালোচনা করা হয়েছিল।

৪. ট্রাম্পের জনপ্রিয়হীনতার প্রভাব

ভোটাররা যেসব ইস্যুতে সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট ছিলেন–যেমন তেলের আকাশচুম্বী দাম এবং ইরান যুদ্ধ–সেগুলো সরাসরি প্রেসিডেন্টের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যেও তাঁর জনপ্রিয়তার সূচক (অ্যাপ্রুভাল রেটিং) কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল, যা ২০২৪ সালে তাঁকে সমর্থন দেওয়া কিছু অঙ্গরাজ্যকে এই নির্বাচনে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। নিজের সমর্থকদের চাঙ্গা করতে ট্রাম্প ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তারা মনে করেন ব্যালটে তিনি নিজেই প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমেরিকান রাজনীতিতে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে থাকার পর, অনেকেই এই ফলাফলকে প্রমাণ হিসেবে দেখছেন যে, ট্রাম্পের সেই উজ্জ্বল আকর্ষণ বা ব্র্যান্ড ভ্যালু হয়তো ফিকে হতে শুরু করেছে। ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় নিজেকে রিপাবলিকান প্রচারণার মূল কেন্দ্রে নিয়ে আসা ট্রাম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল এবং তা উল্টো বিপত্তি ডেকে এনেছে বলে মনে হচ্ছে। ভোটের আগের মাসগুলোতে জনমত জরিপগুলো ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, অনেক আমেরিকানই ট্রাম্পকে তেলের উর্ধ্বমুখী দামের মতো নিজেদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলোতে আরও বেশি মনোযোগী দেখতে চেয়েছিলেন।

৫. হিস্পানিক ও কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মেরুকরণ

দুই বছর আগে কিছু হিস্পানিক এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারের রিপাবলিকানদের দিকে ঝোঁকার ফলে ট্রাম্পের বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে তা আবারও পূর্বের জায়গায় উল্টে গেছে বলে মনে হচ্ছে। টেক্সাস-মেক্সিকো সীমান্ত সংলগ্ন হিস্পানিক অধ্যুষিত কংগ্রেসীয় জেলাগুলোর তিনটি হাউস আসনেই জয় নিশ্চিত করেছে ডেমোক্র্যাটরা। নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তুলনায় এবার সিনেট প্রার্থীদের ক্ষেত্রে হিস্পানিক-সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্টিগুলোতে রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে ২২ শতাংশেরও বেশি ভোট সরে এসেছে।


GREEK ISLANDS
VACATIONS TO
ROYAL BEACH CLUB SANTORINI
OIA + FIRA
MYKONOS
ON BOARD
EXPLORER OF THE SEAS
ODYSSEY OF THE SEAS
RHAPSODY OF THE SEAS
BRILLIANCE OF THE SEAS
USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

মিশিগানে আবদুল এল-সায়েদের ঐতিহাসিক জয়, বললেন ‘হাবিবি’

ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মিশিগান অঙ্গরাজ্যের সিনেটে আসনে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আবদুল এল-সায়েদ।

রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক কংগ্রেসম্যান মাইক রজার্সকে পরাজিত করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম হিসেবে সিনেটে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে মিশিগানের সিনেট আসনটি ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণেই থাকছে।

বুধবার ভোরে ডেট্রয়েটে সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া বিজয় ভাষণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে কটাক্ষ করেন এল-সায়েদ।

নির্বাচনী প্রচারণার কয়েক মাস ধরে এই দুই রিপাবলিকান নেতা তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে উদ্দেশ করে এল-সায়েদ বলেন, জানুয়ারিতে সিনেটে তাঁর শপথ অনুষ্ঠানে ভ্যান্সকেই শপথবাক্য পাঠ করানোর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই পরিস্থিতিকে তিনি ‘উবষরপরড়ং রৎড়হু’ বা ‘চমৎকার পরিহাস’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দজেডি, হাবিবি, এখানে একটি চমৎকার পরিহাস রয়েছে। কারণ, আগামী জানুয়ারিতে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে তোমাকেই আমাকে শপথবাক্য পাঠ করাতে হবে।’

হাবিবি’ একটি আরবি স্নেহসূচক শব্দ, যার অর্থ প্রিয়জন বা প্রিয় বন্ধু। এরপর মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ও ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গ টেনে এল-সায়েদ বলেন, “Wolverines 1, Buckeyes 0|” মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া দলের নাম উলভারিনস এবং ভ্যান্সের সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় ওহাইও স্টেটের দলের নাম বাকআইস। এর মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক বিজয়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ঐতিহ্যবাহী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও কৌতুকের ছলে তুলে ধরেন।

এরপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে এল-সায়েদ বলেন, দডোনাল্ড, আমি জানি আমার নাম উচ্চারণ করতে তোমার সমস্যা হয়। তাই আগামী জানুয়ারিতে জেডি আমাকে শপথবাক্য পাঠ করানোর পর তুমি আমাকে শুধু সিনেটর বলে ডাকতে পারো।’

নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প বারবার এল-সায়েদের নাম উচ্চারণ নিয়ে উপহাস করেন এবং তাঁর মুসলিম পরিচয় ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আক্রমণ করেন। ভ্যান্সও তাঁকে ‘ঠবৎু, ংবৎু বারষ’ বলে মন্তব্য করেছিলেন।

অন্যদিকে ট্রাম্প তাঁকে ‘জিহাদি’ ও ‘কমিউনিস্ট’ বলে আখ্যায়িত করেন। রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে মুসলিম ব্রাদারহুডের সম্পর্ক থাকার অভিযোগও তোলা হয়েছিল, যা এল-সায়েদ অস্বীকার করেছেন।

নির্বাচনের ঠিক আগের দিনও ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এল-সায়েদকে নিয়ে আক্রমণাত্মক পোস্ট দেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, এল-সায়েদ ইহুদি, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করেন। দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় এক নির্বাচনী সমাবেশে ট্রাম্প বলেন, কোনো কৃষ্ণাঙ্গ বা ইহুদি ব্যক্তি যদি আবদুলকে ভোট দেন, তাহলে তিনি পাগল। এসব আক্রমণের পর নির্বাচনে জয়ী হয়ে এল-সায়েদের বক্তব্যকে তাঁর রাজনৈতিক বিজয়ের পাল্টা জবাব হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ওয়েইন কাউন্টির সাবেক স্বাস্থ্য পরিচালক আবদুল এল-সায়েদ অবসর নিতে যাওয়া ডেমোক্র্যাট সিনেটর গ্যারি পিটার্সের স্থলাভিষিক্ত হবেন। তাঁর এই বিজয় যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে মিশিগানের গুরুত্বপূর্ণ সিনেট আসনটি ডেমোক্র্যাটদের হাতে ধরে রাখার ক্ষেত্রেও এটি বড় রাজনৈতিক ঘটনা।

কানসাসে ৯৪ বছরের ইতিহাসে ডেমোক্র্যাটদের ‘নীল সুনামি’

কানসাস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কট্টর রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত ‘রেড স্টেট’ কানসাসে এক নজিরবিহীন ও ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘ ৯৪ বছরের খরা কাটিয়ে এই প্রথম অঙ্গরাজ্যটিতে কোনো ডেমোক্র্যাট প্রার্থী সিনেটে আসনে জয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

ডেমোক্র্যাটদের এই অভাবনীয় জয়কে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদের প্রথম দুই বছরের নীতি ও নেতৃত্বের ওপর মার্কিন জনগণের এক বড় রাজনৈতিক ধাক্কা এবং কড়া জবাব হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

নির্বাচনের সর্বশেষ ফলাফলে দেখা গেছে, কানসাসের ওই হাই-ভোল্টেজ আসনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যাডাম হ্যামিল্টন বর্তমান রিপাবলিকান সিনেটর রজার মার্শালকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ইউনাইটেড মেথডিস্ট চার্চের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রভাবশালী যাজক অ্যাডাম হ্যামিল্টন নিজেকে একজন স্বাধীনচেতা ও মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাট হিসেবে ভোটারদের কাছে তুলে ধরেন। দ্য হিলের খবর অনুযায়ী, ভোট গণনা প্রায় শেষ পর্যায়ে থাকা অবস্থায় হ্যামিল্টন তার প্রতিদ্বন্দ্বী মার্শালকে বড় ব্যবধানে পেছনে ফেলে ঐতিহাসিক এই জয় নিশ্চিত করেন।

নিউ ইয়র্কে আবের কাওয়াসের ঐতিহাসিক জয়

স্টেট সিনেটে প্রথম হিজাবধারী ফিলিস্তিনি আমেরিকান নারী

নিউ ইয়র্ক



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিউ ইয়র্কের রাজ্য রাজনীতিতে রচিত হলো এক নতুন ইতিহাস। নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটের ডিস্ট্রিক্ট ১২ (SD-12) আসনে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আবের কাওয়াস (অনবৎ কর্ধধিং)। প্রধান মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রক্ষেপণ অনুসারে, ভোট গণনার ৯০ শতাংশ শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রগতিশীল সমাজকর্মী আবের কাওয়াস প্রায় ৭৫ শতাংশ ভোট পেয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী হ্যান-খন তো (Han-Khon To)-কে বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। এই অভাবনীয় জয়ের মাধ্যমে তিনি নিউ ইয়র্ক স্টেট লেজিসলেচারে (আইনসভা) নির্বাচিত প্রথম হিজাবধারী ফিলিস্তিনি-আমেরিকান নারী হিসেবে এক অনন্য রেকর্ড গড়লেন। নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্স অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই আসনটিতে আবের কাওয়াসের জয়কে প্রগতিশীল রাজনীতির এক বড় মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিষ্ট অব আমেরিকা (DSA) সমর্থিত এই তৃণমূল সংগঠক মূলত সাশ্রয়ী আবাসন, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা, অভিবাসী অধিকার রক্ষা এবং যুদ্ধবিরোধী প্রগতিশীল ইস্যু নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছিলেন।

জয় নিশ্চিত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (X)-এ একটি সংক্ষিপ্ত বার্তায় আবের কাওয়াস লিখেছেন, “আমরা ইতিহাস তৈরি করেছি।” বিশ্লেষকদের মতে, নিউ ইয়র্কের মতো ডেমোক্র্যাটিক ঘাঁটিতে প্রগতিশীল প্রার্থীদের এই বিপুল ভোটপ্রাপ্তি বর্তমান ট্রাম্প প্রশাসনের কট্টর নীতিমালার বিরুদ্ধে সাধারণ ভোটার ও যুবসমাজের তীব্র অসন্তোষেরই স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।



অভিমত প্রকাশে উন্মুক্ত দৈনিক

তরুণ কণ্ঠ

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ E-mail: torunkanthabd@gmail.com
www.dailytorunkantho.com
e.dailytorunkantho.com

LiveNewsbangla.com

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ editorlivenewsbangla@gmail.com
infolivenewsbangla@gmail.com

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭ ■ বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৫
২১ কার্তিক ১৪৩৩ ■ ২৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
৬ নভেম্বর ২০২৬ ■ শুক্রবার

নিউইয়র্কে পাঁচ প্রশাসনিক সংস্কার প্রস্তাব পাস

ব্যবসা ও আবাসন অনুমোদনে পরিবর্তন

নিউইয়র্ক ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির প্রশাসনিক জটিলতা কমানো, ব্যবসা পরিচালনা সহজ করা এবং আবাসন ও অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত করার লক্ষ্যে পাঁচটি প্রশাসনিক সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন ভোটাররা। গত মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে এসব প্রস্তাব পাস হয়।

মেয়র জোহরান মামদানির উদ্যোগে গঠিত একটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাবগুলো ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করা হয় বলে সিটি প্রশাসনের প্রকাশিত তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

নতুন সংস্কারের লক্ষ্য হলো দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে নাগরিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং আবাসন নির্মাতাদের জন্য সরকারি সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ করা।

বিশেষ করে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্স্ট, জ্যামাইকা, অ্যাস্টোরিয়া ও ব্রুকলিনের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ী এবং বাড়ির মালিকদের জন্য এসব পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

নিউইয়র্কে রেস্তোরাঁ ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আউটডোর ডাইনিং। বিশেষ করে গ্রীষ্মকাল ও পর্যটন মৌসুমে রেস্তোরাঁর বাইরে বসে খাবার গ্রহণের সুযোগ স্থানীয় ব্যবসার জন্য অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। তবে আউটডোর ডাইনিংয়ের অনুমোদন পেতে দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ রয়েছে।

নতুন সংস্কার প্রস্তাবে আবেদন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সিটি প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বর্তমানে দীর্ঘ সময় লাগা অনুমোদন প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকাশিত তথ্যে আট মাসের প্রক্রিয়া প্রায় দুই মাসে নামিয়ে আনার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ রয়েছে।

এতে রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত দ্রুত অনুমোদন পেতে পারেন। তবে অনুমোদনের সময় কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ এরপর পৃষ্ঠা ২৭

মামদানির অগ্রগতি

- **আউটডোর ডাইনিং, সরকারি চুক্তি, আবাসন নির্মাণ** ও **সড়ক প্রকল্পের** অনুমোদন সহজ করার উদ্যোগ
- **ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান** এবং **আবাসন নির্মাতাদের** জন্য সরকারি সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া



ডিভি লটারি বন্ধের বিল মার্কিন কংগ্রেসে

অভিবাসন প্রত্যাশীদের মধ্যে নতুন আলোচনা

স্যামুয়েল এস. পিনারু

যুক্তরাষ্ট্রের ডাইভারসিটি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রোগ্রাম, যা সাধারণভাবে ডিভি লটারি নামে পরিচিত, স্থায়ীভাবে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান কিথ সেলফ গত ২২ অক্টোবর ঐ.জ. ১০৮৯৬ নম্বরের বিলটি উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদের বিচার বিভাগীয় কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। বিলটির মূল উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের সেই বিধান বাতিল করা, যার মাধ্যমে ডাইভারসিটি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন দেশের নাগরিকেরা প্রতিবছর লটারির মাধ্যমে অভিবাসী ভিসার জন্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পান। তবে নির্বাচিত হওয়া মানেই ভিসা পাওয়া নিশ্চিত নয়; আবেদনকারীদের অন্যান্য আইনগত যোগ্যতা ও যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। ডিভি লটারি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসনের একটি এরপর পৃষ্ঠা ২৭

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থীদের ঐতিহাসিক জয়

প্রথম মুসলিম সিনেটরস ৯৭ জন নির্বাচিত

নিউইয়র্ক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিম-আমেরিকান প্রার্থীদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেশটির রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। মুসলিম নাগরিক অধিকার সংগঠন কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (CAIR) এবং CAIR Action-এর ৫ নভেম্বর প্রকাশিত প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, দেশজুড়ে অন্তত ৯৭ জন মুসলিম প্রার্থী ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৮ জন অঙ্গরাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। সংগঠনটির হিসাবে এটি মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থীদের বিজয়ের নতুন রেকর্ড।

আশ্রয়প্রার্থীদের তৃতীয় দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জের সুযোগ বাড়াতে HEART Act

নিউইয়র্ক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীদের অন্য কোনো দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিচারিক প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ বাড়াতে মার্কিন কংগ্রেসে ঐউঅজঞ অপঃ নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান জর্জ ল্যাটিমার গত ১৩ অক্টোবর ঐ.জ. ১০৮০০ নম্বরের বিলটি প্রতিনিধি পরিষদে উত্থাপন করেন। ১ নভেম্বর প্রকাশিত একটি আইনবিষয়ক বিশ্লেষণে বিলটির সম্ভাব্য প্রভাব নতুন করে আলোচনায় আসে।

বিলটির পূর্ণ নাম Hearings are Essential for Asylum Removal to Third-countries Act। এর উদ্দেশ্য হলো কোনো আশ্রয়প্রার্থীকে নিরাপদ তৃতীয় দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ প্রতিষ্ঠা করা। প্রস্তাব অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নিরাপত্তা, আশ্রয় পাওয়ার সুযোগ কিংবা তৃতীয় দেশের সঙ্গে প্রযোজ্য চুক্তি নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কোনো দেশকে নিরাপদ তৃতীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে মানবাধিকার পরিস্থিতি, আইনের শাসন, আশ্রয়প্রক্রিয়ার মান এবং শরণার্থীদের সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা বিবেচনা করার কথা রয়েছে। এ ছাড়া মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে এ ধরনের দেশ নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড প্রণয়ন এবং কংগ্রেসের কাছে প্রয়োজনীয় প্রত্যয়ন দেওয়ার বিধানও প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশসহ যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য এই আইনগত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিশেষ করে কোনো আবেদনকারীকে তাঁর নিজ দেশ ছাড়া অন্য দেশে এরপর পৃষ্ঠা ২৭

মার্কিন নির্বাচনে চার বাংলাদেশির জয়

নতুন সম্ভাবনার দ্বার প্রবাসী কমিউনিটির সামনে

নিউইয়র্ক ডেস্ক

জর্জিয়া, কানেকটিকাট, নিউ হ্যাম্পশায়ার ও নর্থ ক্যারোলাইনায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের সাফল্য; তিন ডেমোক্র্যাট ও এক রিপাবলিকান নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে চার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রাজনীতিকের বিজয়ের খবর প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নতুন আলোচনা তৈরি করেছে।

গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জর্জিয়া, কানেকটিকাট, নিউ হ্যাম্পশায়ার ও নর্থ ক্যারোলাইনার অঙ্গরাজ্য আইনসভায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থীদের জয়ের খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং একজন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী। এই ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নতুন করে সামনে এনেছে।



নিউ হ্যাম্পশায়ারে সপ্তমবারের মতো নির্বাচিত বাংলাদেশি আবুল খান

নিউইয়র্ক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদে সপ্তমবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রাজনীতিক আবুল খান। গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন তিনি। তাঁর এই বিজয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের রাজনীতিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

বাংলাদেশের পিরোজপুরে জন্ম নেওয়া আবুল খান দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। নিউ হ্যাম্পশায়ারের আইনসভায় একাধিক মেয়াদে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এবারের নির্বাচনে এরপর পৃষ্ঠা ২৭



জর্জিয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চম মেয়াদে সিনেটর শেখ রহমান

নিউইয়র্ক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট ৫ থেকে পঞ্চম মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট রাজনীতিক শেখ রহমান। গত ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর মাধ্যমে জর্জিয়ার আইনসভায় তাঁর প্রতিনিধিত্ব আরও এক মেয়াদের জন্য অব্যাহত থাকছে।

বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে জন্ম নেওয়া শেখ রহমান যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নির্বাচিত রাজনীতিকদের অন্যতম পরিচিত মুখ। জর্জিয়ার স্টেট সিনেটে একাধিক মেয়াদে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি অঙ্গরাজ্যের আইন প্রণয়ন ও এরপর পৃষ্ঠা ২৭



কানেকটিকাটে তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত বাংলাদেশি মাসুদুর রহমান

নিউইয়র্ক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট ৪ থেকে তৃতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মাসুদুর রহমান। গত মঙ্গলবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের চাঁদপুরে জন্ম নেওয়া মাসুদুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের রাজনীতিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রতিনিধিদের একজন। কানেকটিকাটের আইনসভায় তাঁর আগের দুই মেয়াদের অভিজ্ঞতার পর এবার তৃতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এরপর পৃষ্ঠা ২৭



নর্থ ক্যারোলাইনার সিনেটে জয়ী গাজীপুরের সন্তান হাসিব ফাতেমি

নিউইয়র্ক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট ১৮ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হাসিব ফাতেমি। ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁর বিজয়ের খবর নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশি ও প্রবাসী সংবাদমাধ্যমগুলো।

বাংলাদেশের গাজীপুরের সন্তান হাসিব ফাতেমি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের রাজনীতিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রতিনিধিদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা নর্থ ক্যারোলাইনার ১৮ নম্বর সিনেট ডিস্ট্রিক্ট।

এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চারজন বিজয়ীর মধ্যে তিনজন এরপর পৃষ্ঠা ২৭

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?
RingGrid নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone



Only 19.99* per Month per user

CALL NOW
888-383-7188
http://ringgrid.com

*Tax and 3 years contract required.
Adress: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

প্রধান সম্পাদক: শিব্বীর আহমেদ , প্রকাশক ও সম্পাদক: মো মশিউর রহমান মজুমদার, বার্তা সম্পাদক: রিমা ওয়াহিদ। খবর কতৃক ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ১ই, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক -১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৬৪৬-৭২৫-০০৬৭, ই-মেইল: news@khabor.com Web: khabor.com